রহস্য রজনীগন্ধার

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

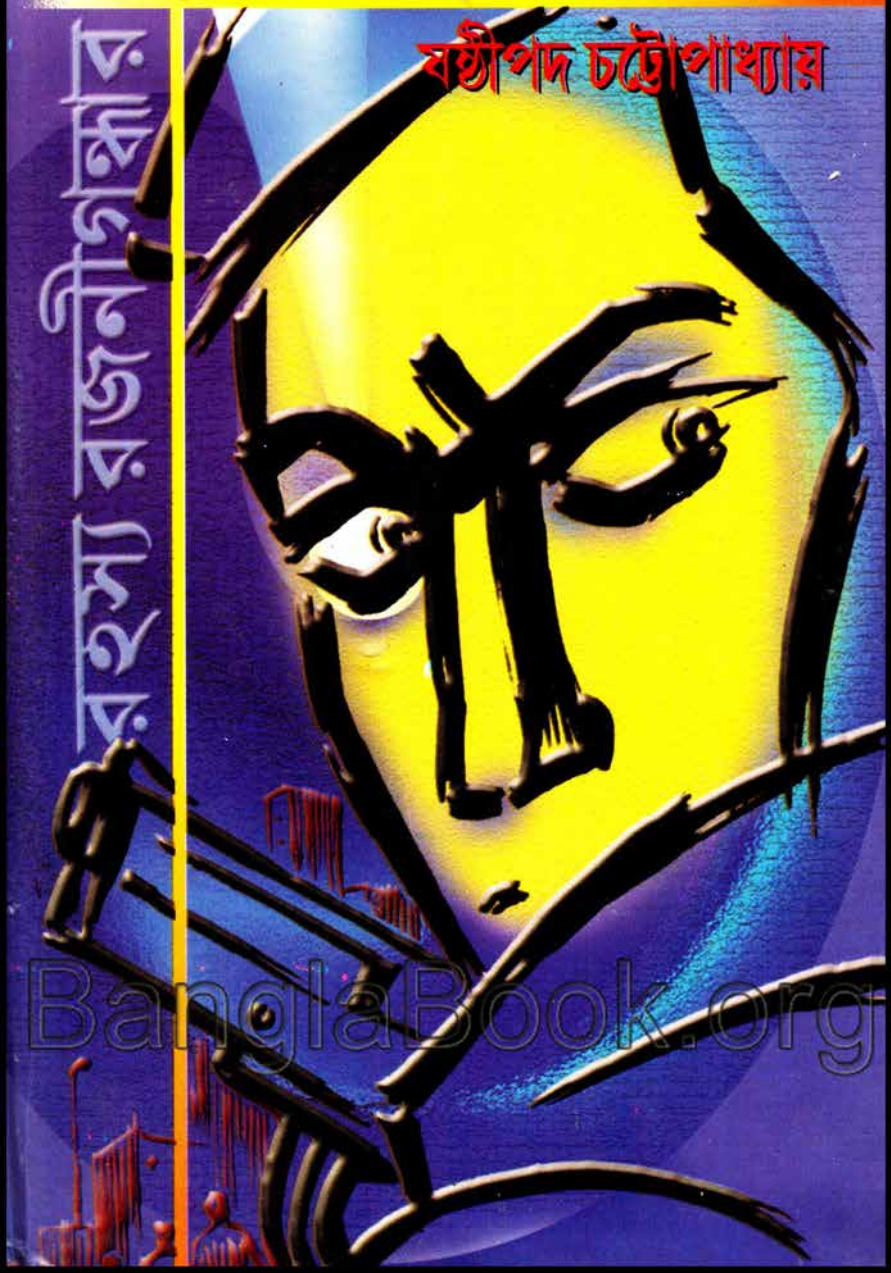

রহস্য রজনীগন্ধার

BanglaBook.org

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৪০৯

— পঞ্চাশ টাকা —

প্রচ্ছদপট ও অলঙ্করণ

RAHASYA RAJANIGANDHAR
A Collection of adventure stories for
the juveniles by Sasthipada Chatterjee.
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.
10 Shyama Charan Dey Street, Kolkata-700073

Price Rs. 50/-

ISBN : 81-7293-749-0

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

শব্দগ্রন্থন : দি মনিটর, ১৮, রডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও চয়নিকা প্রেস, ১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত

সুদাম দাস
কল্যাণবরেষু

বিষয়সূচি

রহস্য রজনীগন্ধারু ১
বন্দি কিশোর ১৭
কাল প্যাঁচার ডাক ৩১
যুগলময়ূরী ৪৯
নিঠুর দরদী ৭০

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

রহস্য রজনীগন্ধার

ভোরে ওঠা আমার বরাবরের অভ্যাস। কিন্তু ইদানীং রাত সাড়ে তিনটে কি চারটে বাজতে-না-বাজতেই আমার ঘুম ভেঙে যায়। সেই যে ঘুম ভাঙে, হাজার এপাশ-ওপাশ করলেও আর ঘুম আসে না। আমি তখন শয্যাত্যাগ করে কখনও ছাদে যাই, কখনও-বা বাগানে পায়চারি করি। এইসময় আমার খুব চা খেতে ইচ্ছে করে। আমার সবরকমের কাজকর্ম করে দেওয়ার জন্য রাখহরি আছে। কিন্তু সে বেচারা তখন এমন অকাতরে ঘুমোয় যে ওকে ডাকতেও আমার মায়া হয়। ছেলেমানুষ তো! আমি তাই নিজেই এক কাপ চা করে খাই।

আজ ঘুম ভাঙল শেষ রাতে। তিনটেয়। কেন এমন হল? অথচ খুব একটা বেশি রাতেও ঘুমোইনি। যাই হোক, ঘুম থেকে উঠে মুখে-চোখে জল দিয়ে চায়ের একটু ব্যবস্থা করে যখন জানলার ধারে এসে দাঁড়িয়েছি, তখনই বাইরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই মনে হল, ঘুম যখন ভাঙেই আর উঠতেও যখন হয় তখন এইভাবে বদ্ধ ঘরের মধ্যে আটকে না থেকে একটু মর্নিং ওয়াক করে নিলে কেমন হয়? মনে হওয়া মাত্রই আমার শরীরচর্চার সঙ্গে আর একটা নতুন মাত্রা যোগ করে দিলাম।

ডেকে তুললাম রাখহরিকে।

ওকে দরজায় খিল দিতে বলে আমি বাইরে বেরোলাম। এখনও চারদিক অন্ধকারে ঢাকা। চৈত্রের প্রথম। তবুও মনে হচ্ছে, যেন মধ্যরাত। পাখিরা সবে জাগছে। দু-একজন সাইকেল আরোহী টিং-টিং করে ঘণ্টি বাজিয়ে কোথায় যেন গেল। যে যেখানেই যাক, আমি আমার পথচলা শুরু করলাম।

মৌড়িগ্রাম এখন আর আগের মতো গ্রাম নেই। দ্বিতীয় হুগলি সেতু হয়ে যাওয়ার ফলে নিত্যনতুনভাবে তার চেহারা পালটাচ্ছে। আমি দ্রুত পা চালিয়ে রথতলার দিকে চললাম। হাঁটাটা একটু রপ্ত হয়ে গেলে আরও দূরে খটিরবাজার কিংবা প্রশস্তর দিকে চলে যাব। প্রশস্তর মূর্তি মহল্লা বিখ্যাত।

মৌড়ি রথতলার কাছাকাছি যখন এসেছি, তখন হঠাৎই একটা বাড়ির দিকে আমার নজর পড়ল। দেখলাম গেঞ্জি ও শর্টস পরা এক যুবক একজনদের বাড়ির দোতলা থেকে কিছু একটা বেয়ে নীচে লাফিয়েই অন্ধকারে মিশে গেল। যুবকটির গায়ের রং কালো, বেঁটেখাটো চেহারা। ও যে চোর এবং চুরি করতে এসেছিল তা বোঝাই গেল।

BanglaBook.org

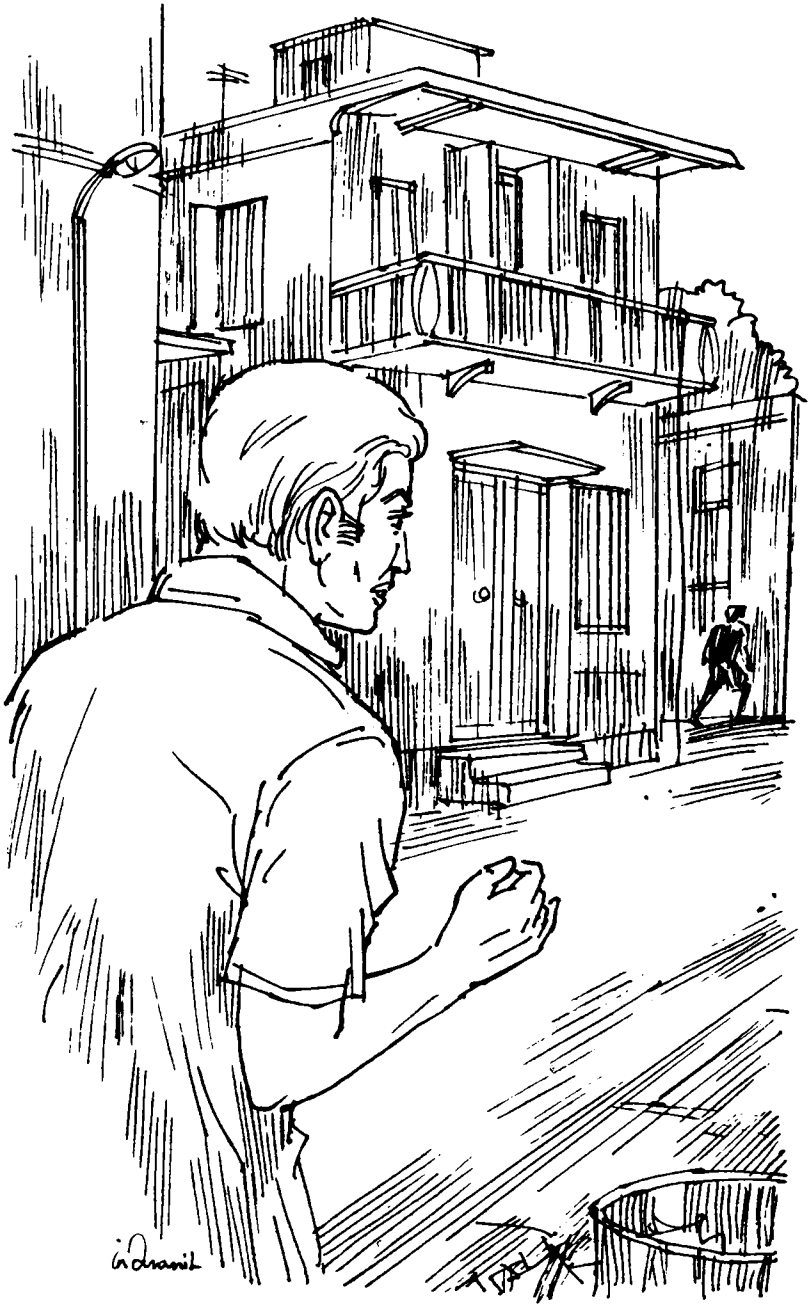

নীচে লাফিয়েই অন্ধকারে মিশে গেল

আমি ধীরে-ধীরে সেই বাড়িটার দিকে এগোলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম ওপরের ঘরের বারান্দার দিকের দরজাটা খোলা। বোধ হয় গরমের জন্য। আর বারান্দার সঙ্গে লোহার হুকে আটকানো একটা নাইলনের ফিতে বাইরের দিকে ঝুলছে। চোর পালাবার সময় এটা না নিয়েই চলে গেছে। বাড়ির দরজায় নেমপ্লেট দেখেই চমকে উঠলাম আমি। আরে, এ যে প্রোফেসর এম. এল. বোসের বাড়ি! ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। কিন্তু শুনেছি উনি অত্যন্ত গুণী মানুষ। হাওড়ারই কোনও একটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ওঁর কোচিং-এরও নামডাক আছে খুব।

একবার ভাবলাম চোরটার পেছনে একটু তাড়া লাগালে হত। যদিও দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ওর সঙ্গে আমি পেরে উঠতাম না, তবু একটা শোরগোল ওঠানো যেত। কিন্তু ব্যাপারটা এমনই আচমকা ঘটে গেল যে, তখন আর কিছুই করবার ছিল না আমার।

আমি অনেকক্ষণ সেই জায়গাটায় পায়চারি করে আকাশ একটু ফর্সা হলে প্রোফেসরের বাড়ির দরজায় নক করলাম।

ভেতর থেকে সাড়া এল, "কে?"

তারপর সদ্য ঘুমভাঙা এক মহিলা বেরিয়ে এসে বললেন, "কাকে চাই?"

"প্রোফেসর বোস আছেন?"

"উনি এখন ঘুমোচ্ছেন। এখন তো দেখা হবে না। বেলায় আসবেন।"

"ওঁকে একবার ডাকুন, ডেকে বলুন বাড়িতে চোর এসেছিল।"

মহিলা ভয়েই হোক, বা যে-কোনও কারণেই হোক 'ও মাগো' বলে আমার মুখের ওপর সশব্দে বন্ধ করে দিলেন দরজাটা।

আমি আর কী করি, বাধ্য হয়েই বাড়ি ফিরে এলাম।

রাখহরি বলল, "আজ এত ভোরে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন দাদাবাবু?"

"মর্নিং ওয়াকে। শুধু আজ নয়, এবার থেকে রোজই আমি বেরোব। মর্নিং ওয়াকটা আমার কাছে এখন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।"

"কিন্তু আপনার মতো লোকের পক্ষে অত ভোরে একা এইভাবে বেরনোটা কি ঠিক? কে কখন সন্ধান নিয়ে পিছু নেয়, তা কে বলতে পারে?"

"ও-ভয় করলে তো ঘর থেকেই বেরনো যাবে না রে! আজ শুধু হাতে গেছি। কাল থেকে তৈরি হয়েই বেরোব। যাক, তুই এখন বেশ জুতসই করে একটু চা কর দিকিনি।"

রাখহরি ওর কাজে গেল।

আমি ইজি চেয়ারটা বাইরের বাগানে এনে আমার প্রিয় রঙ্গনগাছগুলোর কাছে গিয়ে বসলাম।

একটু পরেই কাগজওয়ালা কাগজ দিয়ে গেল। সেইসঙ্গে একটা দুঃসংবাদ।

BanglaBook.org

কাগজওয়ালা বলল, "জানেন তো চ্যাটার্জিদা, একটা খুব খারাপ খবর আছে আজ। কাগজে নেই অবশ্য খবরটা, তবে কালকের কাগজে নিশ্চয়ই বেরোবে।"

"কীরকম?"

"প্রোফেসর এম. এল. বোস খুন হয়েছেন।"

আমার তো আঁতকে ওঠার পালা। বললাম, "সে কী!"

"হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, খুনি খুন করে নীচের দিদিকে জানিয়েও গেছে।"

রাখহরি তখন চা আর টোস্ট নিয়ে এসেছে। আমি কোনওরকমে ওর হাত থেকে সেটা নিয়ে মাটিতে ঘাসের ওপর নামিয়ে রাখলাম।

কাগজওয়ালা বলল, "এই ধরনের অজাতশত্রু মানুষের যদি এই অবস্থা হয়, তা হলে দেশের পরিস্থিতি কীরকম এবার বুঝতে পারছেন তো?" বলে চলে গেল।

আমি কাঁপা-কাঁপা হাতে টোস্টে কামড় দিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। এই মুহূর্তে নিজের ওপর দারুণ রাগ হল আমার। কেন যে ভোরবেলা সেই খুনিটার পেছনে ধাওয়া করলাম না, তা ভেবেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই মুহূর্তে আগাগোড়া ঘটনাটা পুলিশকে জানানো দরকার। তারপর যেভাবেই হোক খুঁজে বের করতে হবে আততায়ীকে।

থানায় গিয়ে পুলিশকে সব কথা বলতেই ইনসপেক্টর ত্রিবেদী বললেন, "অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন আপনার এবং আততায়ীর মধ্যে দূরত্ব এতটাই ছিল যে, আপনি উদ্যম নিলেও ধরতে পারতেন না।"

"ঠিক তাই।"

"তবু খুনির চেহারার একটু বর্ণনা দিতে পারেন?"

"বেঁটেখাটো চেহারা। শর্টস আর গেঞ্জি পরে ছিল।"

"মুখে বসন্তের দাগ ছিল কি?"

"দূরত্বের জন্য বোঝা যায়নি।"

মিঃ ত্রিবেদী একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "মনে হয় চোর-গবেশ। ছোটখাটো যত চুরিটুরির প্রধান হচ্ছে ও। তবে কিনা এইরকম খুন-জখমের মতো জঘন্য অপরাধের কোনও রেকর্ড ওর নেই। আচ্ছা, লোকটাকে আর একবার দেখলে আপনি চিনতে পারবেন?"

"না পারাই স্বাভাবিক। আমি যখন রথতলার মোড়ের মুখে এসেছি, ও তখন দড়ি বেয়ে ঝুপ করে নেমে পালাল।"

ত্রিবেদী একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "ঠিক আছে। চলুন একবার ঘটনাস্থলে যাওয়া যাক।"

আমি বললাম, "যেতে তো হবেই ত্রিবেদীজি। তবে একটা কথা, এই খুনের তদন্তটা কিন্তু আমি করব। আপনারা আমাকে হেল্প করবেন।"

BanglaBook.org

অত্যন্ত ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

"অন্তত এই একটা ব্যাপারে আপনি আমাদের পরম বন্ধু। আপনার সহযোগিতা আমাদের কাছে অলওয়েজ অ্যাক্সেপ্টেব্‌ল।"

আমরা একটুও দেরি না করে ঘটনাস্থলে চলে এলাম।

সেই দিদি তো আমাকে দেখেই চমকে উঠলেন। বললেন, "এই তো! এই বাবুই আমাকে খবর দিয়েছিলেন। উনি চলে যাওয়ার পর ওপরে গিয়েই দেখি এই কাণ্ড। আমি তো ভয়েই মরি। ভাবলাম উনিই বোধ হয় বাবুকে খুন করে আমাকে জানিয়ে গেলেন। এখন তো দেখছি উনি পুলিশেরই লোক।"

ইনসপেক্টর ত্রিবেদী এবং আমি বাইরের লোকজনের ভিড় ঠেলে ওপরে উঠে গেলাম। নীচের কনস্টেবলরা ভিড় কন্ট্রোল করতে লাগল।

আমরা ঘরে ঢুকেই দেখলাম মিঃ বোস মাথায় আঘাতের চিহ্ন নিয়ে চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর মাথা রেখে এমনভাবে পড়ে আছেন, যাতে মনে হচ্ছে অত্যন্ত ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন তিনি। টেবিলের ওপরে একটা ফুলদানি আছে। সম্ভবত এই ফুলদানিটা দিয়েই ওঁর মাথার ব্রহ্মতালুতে আঘাত করা হয়। ওঁর হাতের মুঠোয় আছে একগোছা রজনীগন্ধা। টেবিলের ওপর একটা বিদেশি গোয়েন্দা গল্পের বই এবং একটি 'সুইসাইড নোট'। একটি ফুলস্ক্যাপ কাগজের ওপর লেখা আছে, "আমিই খুনি", লেখার নীচে ওঁর সই।

রহস্যময় ব্যাপার। রহস্যময় এই কারণে যে, উনি যদি নিজের মাথায় ফুলদানি দিয়ে আঘাত করে থাকেন, তা হলে সেটা ওইভাবে টেবিলের ওপর থাকতে পারে না। সুইসাইড নোটে কেউ নিজেকে নিজের খুনি বলে লিখে রাখে না। তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার যেটা, সেটা হল ওই রজনীগন্ধা ফুলগুলো। এই ফুলগুলো ওঁর হাতের মুঠোয় এল কীভাবে?

এইবার ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের দিকে নজর দেওয়া হল। সবই ঠিকঠাক আছে। শুধু স্টিলের আলমারিটাই যা লণ্ডভণ্ড। তার মানে খুনি যার লোভে এই কাজ করেছে তা পেয়ে অথবা না পেয়েই করেছে এই কাজ। ওই আলমারিতেই একটি খাতায় লেখা ছিল ওঁর সঞ্চয়ের হিসেবনিকেশ। প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকার মতো ইন্দিরা বিকাশ কিনেছিলেন উনি, তার একটিও নেই। জাতীয় সঞ্চয়ের কিছু কাগজ ছেঁড়াখোঁড়া অবস্থায় পড়ে আছে। সেও প্রায় দেড় লাখ টাকার মতো। ব্যাঙ্কে এফ.ডি.-র জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দেওয়ার ফর্ম ফিল-আপ করেছিলেন, কিন্তু ফর্ম আছে, অথচ টাকা নেই। অর্থাৎ খুনি এটাকেও হাতিয়েছে। এই টাকাটা সম্ভবত কোনও পলিসি ম্যাচিওর হওয়ার পর জমা পড়তে যাচ্ছিল। খুনি সেটা জানত।

ত্রিবেদী বললেন, "কী বুঝলেন মিঃ চ্যাটার্জি?"

"রীতিমতো সন্ধানী চোর।"

"কিন্তু ওই সুইসাইড নোটের অর্থ কী?"

BanglaBook.org

"বোঝা যাচ্ছে না। তবে লেখাটা ওঁরই। কেননা ওঁর খাতাপত্র বা অন্য লেখাটেখা দেখে এই লেখার কোনও গরমিল পাচ্ছি না।"

এবার আমরা বারান্দার কাছে এসে একজোড়া পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম। পরে আরও লক্ষ করে ঘরের ভেতর পর্যন্ত একই পায়ের যাওয়া-আসার ছাপ স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমরা। আততায়ী জুতো পরে আসেনি। সে এসেছিল ধুলোমাখা খালি পায়ে। কিন্তু সেই পায়ের ছাপ বোসবাবুর চেয়ারের কাছ পর্যন্ত আছে, তারপর আর নেই। তা হলে স্টিলের আলমারি ভেঙে জিনিসপত্রগুলো চুরি করল কে?

আমি ওঁর সম্পত্তির হিসেব লেখা খাতা ও ডায়েরিটা আদায় করে পুলিশকে বললাম, "আপনারা এবার আপনাদের কাজ করুন। আমি ততক্ষণ দিদির সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।"

কাজের দিদি নীচের ঘরে বসে নীরবে চোখের জল মুছছিলেন। আমি গিয়ে বললাম, "আপনাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।"

উনি বললেন, "বেশ তো, করুন।"

"আপনি এখানে কতদিন আছেন?"

"তা ধরুন না কেন, বছর পনেরো।"

"আগে কোথায় ছিলেন? আপনার কে-কে আছে?"

"আগে দেশে ছিলাম। আমার কেউ নেই। গরিব মানুষ, বিধবা। উনি আমাকে ওঁর চরণে ঠাঁই দেন।"

"বোসবাবুর কে-কে আছেন? এখানে অথবা দেশের বাড়িতে?"

"উনি তো আমারই দেশের লোক। দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বহু বছর। কেননা যা যেখানে ছিল সবই বেচেবুচে দিয়ে এইখানে এসে বাড়ি করেছেন। ওঁরও কেউ কোথাও নেই। বিয়ে করেছিলেন, ছেলেপুলে হয়নি। বউদিমণি মারা গেছেন ক্যান্সারে। তারপর উনি আর বিয়েও করেননি। তবে কিছুদিন ধরে বলছিলেন অবসর নেওয়ার পর তীর্থে-তীর্থে ঘুরবেন। তা কোন তীর্থে যে উনি চলে গেলেন বাবা, তা কে জানে?"

"আচ্ছা, সম্প্রতি ওঁর সঙ্গে কি কারও মনোমালিন্য হয়েছিল?"

"না বাবা। সকলে ওঁকে দেবতার মতো ভক্তিশ্রদ্ধা করত।"

"কাল উনি কখন ফিরেছেন? কতক্ষণ কাজ করেছেন? কে-কে দেখা করতে এসেছিল ওঁর সঙ্গে?"

"উনি তো কাল কলেজে যাননি। কী একটা বই লিখবেন বলে ক'দিনের ছুটি নিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীও আসেনি কেউ। বাইরের কেউও আসেনি দেখা করতে। শুধু ভোরবেলা আপনিই যা এসেছিলেন।"

কাজের দিদির কথায় একটু আলোর ইশারা পেলাম। অর্থাৎ সুইসাইড নোটের

BanglaBook.org

রহস্যটা একটু পরিষ্কার হল। উনি তা হলে বই লিখতে যাচ্ছিলেন। আর সেই বইটার, অথবা সেই বইয়ের কোনও গল্পের নাম নিশ্চয় 'আমিই খুনি'। হয়তো বা ওই ইংরেজি বইয়ের কোনও গল্পের অনুবাদ করতে বসেছিলেন। আর ঠিক সেই সময়ে খুনি এসে তার ফায়দাটা লুটেছে। কিন্তু কীভাবে?

আমি আবার ওপরে উঠে এসে বোসবাবুর টেবিলের ওপর রাখা সেই ইংরেজি বইটার পাতা উলটেই এমন একটা গল্প দেখতে পেলাম, যার বাংলা করলে নামটা দাঁড়ায় 'আমিই খুনি'। বইটা ত্রিবেদীকে দেখাতে তিনিও চমকে উঠলেন। বললেন, "আরে, তাই তো! আমরা তো এতক্ষণ ভুল সিদ্ধান্তে যাচ্ছিলাম।"

আমার মনের মধ্যে তখন একটাই দুশ্চিন্তা তোলপাড় করতে লাগল, খুনি কে? তার পায়ের ছাপ মৃতের কাছ পর্যন্ত গেল কিন্তু আলমারির কাছে নেই কেন? আর মৃতের হাতের মুঠোয় ওই রজনীগন্ধার অর্থ কী?

দুপুরবেলা ঘরে বসে নিজের মনে কত কী চিন্তা করতে লাগলাম। কোন সূত্র ধরে এই তদন্তের কাজ কীভাবে এগোব তা কিছুতেই ভেবে পেলাম না। আততায়ী একমাত্র পদচিহ্ন ছাড়া আর কোনও চিহ্ন রেখে যায়নি। বোসবাবুর সম্পত্তির হিসেব লেখা খাতায় ষাট ভরি সোনার গয়নার উল্লেখ আছে, কিন্তু সেই গয়নাও মৃত্যুর সঙ্গে -সঙ্গে উধাও। অমন একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত এমন অমূল্য সম্পদ লকারে না রেখে কেন যে ঘরে রেখেছিলেন, তা ভেবে পেলাম না। হয়তো-বা এইসবের প্রতি কোনও মোহ ছিল না, তাই।

যাই হোক, আমি যখন বসে-বসে এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, ঠিক তখনই টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠল। ফোন ধরতেই ত্রিবেদীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "মিঃ চ্যাটার্জি, শিগ্‌গির একবার আসুন। বোধ হয় আপনার খুনি ধরা পড়েছে।"

বোধ হয়? তবুও আমি এক মুহূর্ত দেরি না করে থানায় এলাম। দেখলাম বেঁটেখাটো চেহারার একজন লোককে লকআপে রাখা হয়েছে। এই চোর-গণেশ। লোকটাকে এই এলাকায় বহুবার দেখেছি। তবে নাম জানতাম না। আমাকে দেখেই কেঁদে ফেলল সে। বলল, "আমাকে বাঁচান বাবু। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। সুযোগ পেলেই ছোটখাটো চুরিটুরি একটু-আধটু করে থাকি বটে, তবে এই সমস্ত খুন-খারাপির ব্যাপারে আমি নেই। দরকার হলে আপনারা পুলিশ-কুকুর আনান, দেখবেন সে আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না। শুধু আমি কেন, ওঁকে খুন করবে এই অঞ্চলে এমন কেউ নেই।"

আমি চোর-গণেশের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে বললাম, "এ-লোকটাকে ছেড়ে দিতে পারেন। এর পায়ের সঙ্গে ওই ঘরের ভেতরের পায়ের ছাপ মিলছে না। তার এক পায়ে ছ'টা আঙুল ছিল।"

BanglaBook.org

এই কথা শুনেই লাফিয়ে উঠল চোর-গণেশ, "কী বললেন বাবু, ছ'টা আঙুল ছিল? বাঁ পায়ে কী?"

ত্রিবেদী উৎসাহিত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাঁ পায়ে। তুমি চেনো তাকে?"

"চিনি মানে? ওর জামার কলার ধরে এখনই ওকে টেনে আনছি আপনার কাছে। সামান্য ক'টা টাকার লোভে শেষপর্যন্ত এই কাজ করল ও?"

"ও কে?"

"সুবল বাগ। ঘরামির কাজ করে। আমি এখনই টেনে আনছি ওকে। দু'নম্বর বস্তিতে ঘর ছাইতে গেছে ও।"

চোর-গণেশকে ছেড়ে দেওয়া হল। লোকটা বোধ হয় ম্যাজিক জানে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে মারতে-মারতে যাকে নিয়ে এসে হাজির করল তার নাম সুবল বাগ।

সুবল প্রথমেই এসে ত্রিবেদীর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। তারপর আমার পায়ে। বলল, "অপরাধ নেবেন না হুজুর। আমি চোর বটে, তবে খুনি নই।"

ত্রিবেদী বললেন, "তা হলে কি সাধু?"

আমি ইশারায় ত্রিবেদীকে চুপ করতে বললাম।

সুবল বলল, "হুজুর, কাল অনেক রাতে বেগড়ি থেকে একজনের ঘর ছেয়ে খটিরবাজারে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। এমন সময় হঠাৎ দেখি, সুন্দরপানা এক ভদ্রলোক বাবুর বাড়ির দোতলা থেকে কী একটা বেয়ে নামল। তার কাঁধে ছিল একটা ঝোলা-ব্যাগ। পায়ে মোজা। নীচে নেমেই জুতো পরে একটা ভটভটিতে চেপে কোথায় যেন চলে গেল। বাবুর ওপরের ঘরে তখন আলো জ্বলছে। আমি তখন ব্যাপারটা কী হল তা বোঝবার জন্য কাছে গিয়ে দেখি একটা নাইলনের ফিতে ওপর থেকে ঝুলছে। দেখেই কেমন সন্দেহ হল। আমাদের মতো চোরেরা ফিতে ধরে ওঠে না, আবার ভটভটিও চাপে না। তাই কৌতূহলী হয়ে সেই ফিতে ধরে ওপরে উঠেই দেখি ওই কাণ্ড। বাবু টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন। দু'চোখ বোজা। আস্তে করে দু'বার ডেকে সাড়া না পেয়ে বুঝলাম বাবুর দেহে প্রাণ নেই। টেবিলের ওপর ফুলদানিটা কাত হয়ে পড়ে ছিল। ঘরের মেঝেয় ফুলদানির জল। সেটাকে ঠিক করে রেখে গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম শরীরে তখনও উত্তাপ আছে যদিও, তবুও উনি মৃত। আমি তখন আলোটা নিভিয়ে দিলাম। কেননা দারুণ ভয়ে হাত-পা তখন কাঁপছে আমার। যদি কেউ নামবার সময় আমাকে দেখে ফেলে তা হলে আমাকেই খুনি ভাববে। তাই কোনওরকমে পালিয়ে বাঁচলাম। কিন্তু বেঁচেও কি রেহাই পেলাম? আমার পায়ের ছাপের জন্য ধরা পড়ে গেলাম। বাবুরা বিশ্বাস করুন, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।"

আমি বললাম, "তুমি তখন ওই লোকটাকে নামতে দেখে চেঁচালে না কেন?"

BanglaBook.org

"ভয়ে। কেননা ওই জোয়ান লোকটা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে আমি ওর সঙ্গে পেরে উঠতাম না। তা ছাড়া ওইসব লোকের কাছে গোলাগুলিও থাকে।"

"তুমি তখন পুলিশে খবর দিতে পারতে!"

ত্রিবেদী বললেন, "যাক, এসব তো হল। এখন ওই বাবুর ঘর থেকে কী-কী জিনিস চুরি করেছিলে তুমি?"

"হুজুর, মা-বাপ। ওই খুন দেখেই আমার সব কিছু তখন মাথায় উঠে গেছে। তা ছাড়া ওই সমস্ত নামীদামি লোকের ঘরে চুরি করবার মতো দুর্মতি আমার হয় না বাবু। আসলে হয় কী, পেটে টান পড়লে তখনই...।"

যাই হোক, সুবলের অকপট স্বীকারোক্তি বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হল। কেননা ও মৃতের কাছ পর্যন্ত যে গিয়েছিল, সে-প্রমাণ আমরাও পেয়েছি। কিন্তু আলমারির কাছে ওর কোনও পদচিহ্ন ছিল না। চতুর খুনি মোজা পরে ঘরে ঢোকার ফলে তারও পায়ের ছাপ কিছু পাওয়া যায়নি। তাই সামান্য জিজ্ঞাসাবাদের পর সুবলকেও ছেড়ে দেওয়া হল।

সন্ধেবেলা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এল। বোসবাবুকে প্রথমে শ্বাসরোধ করে, পরে মাথায় ফুলদানির ঘা দিতেই আঘাতজনিত কারণে মারা যান বোসবাবু। পুলিশ কুকুরও এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কোনওরকম আলোকপাত করতে পারেনি আমাদের।

পরদিন সকালে আমি আবার বোসবাবুর বাড়ি গেলাম। কাজের দিদি তখন অত্যন্ত কান্নাকাটি করছিলেন। বললেন, "বাবা, তুমি আমার ছেলের মতো। এই অনাথিনীর একটা ব্যবস্থা করে দাও বাবা। আমাকে কোনও একটা আশ্রমে পাঠিয়ে দাও। কেউ কোথাও নেই আমার। এই বাড়িতে একা আমি কী করে থাকব, কী খাব? আর শোনো, বউদিমণির গয়নার বাক্সটা নীচের ঘরে থাকত। তাই ওটা চোরে নিয়ে যেতে পারেনি। ও তুমি থানায় জমা দিয়ে দাও। ও আমি কতদিন আগলে রাখব বাবা? কার জন্য রাখব?

আমি অবাক হয়ে বললাম, "বউদিমণির গয়নার বাক্স আপনার কাছে থাকত কেন?"

"ওগুলো নীচের ঘরের আলমারিতে থাকত। তার চাবি আমার কাছে। আমি যে বাবুর মায়ের মতো, দিদির মতো ছিলাম বাবা। উনি যে আমাকে খুবই বিশ্বাস করতেন।"

কাজের দিদির এই কথা শুনে শ্রদ্ধায় মাথাটা নত হয়ে এল আমার। আজকের দিনে এমন নির্লোভ মানুষও হয়? এইজন্যই এই মহিলাকে দেবীর আসনে বসিয়েছিলেন বোসবাবু। আমি বললাম, "আপনার কোনও চিন্তা নেই দিদি। আপনি

BanglaBook.org

এই বাড়িতেই থাকবেন। পরে আপনার ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা নেব। সেরকম হলে আপনি নীচের তলাটা ভাড়া দিয়ে ওপর তলায় থাকবেন।" তারপর বললাম, "আচ্ছা, একটু মনে করে দেখুন তো, ওঁর এই বিষয়সম্পত্তির দাবি কতে পারে এমন কেউ কি কোথাও নেই?"

"আমার অন্তত জানা নেই বাবা। তবে ওঁর এক দূর সম্পর্কের জ্যাঠতুতো দাদা কাশীতে ছিলেন। শুনেছি তিনিও মারা গেছেন। তাঁর একমাত্র ছেলে খোকনবাবু একবার এখানে এসে এক রাত ছিলেন।"

"কতদিন আগের কথা?"

"এই তো গত মাসে। তা, বাবু ওঁকে কিছু টাকাও দিয়েছেন। বলেছেন আর কখনও যেন এখানে না আসেন।"

"বাবু ওকে এখানে আসতে বারণ করলেন কেন? সে-ব্যাপারে কিছু জানেন?"

"না। তবে শুনেছি উনি বাবুকে এখানকার বাড়ি বেচে দিয়ে কাশীতে গঙ্গার ধারে একটা বাড়ি কিনে চলে যাওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। সেরকম বাড়িও নাকি ওঁর সন্ধানে আছে। তা বাবু একদমই রাজি হননি।"

"আপনি ওদের কাশীর বাড়ির ঠিকানাটা জানেন?"

"না বাবা, তাও জানি না।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "খোকনবাবু যা লোক দেখছি তাতে মনে হয় ওঁকে একটা খবর দেওয়া একান্তই দরকার। কেননা যদি কখনও এই বাড়ির দাবি করে উনি কোর্টে যান তখন কিন্তু আপনি মুশকিলে পড়ে যাবেন।"

দিদি চোখের জল মুছে বললেন, "আমার আর মুশকিল কী বাবা? যাদের যা পাওনা তারা তাই নেবে। আমাকে দয়া করে থাকতে দেয় দেবে, না দেয় তোমরা কোনও একটা আশ্রমে পাঠিয়ে দিও আমাকে। শেষমেশ ভিক্ষে করব। তাও যদি না জোটে গঙ্গায় জল তো আছেই বাবা!"

আমি তখন দিদিকে বললাম গয়নার বাক্সটা দেখাতে। দিদি আলমারি খুলে বাক্স বের করে দেখালেন। ওই আলমারিতেও অনেক পুরনো কাগজ ও চিঠিপত্র ছিল। হঠাৎ একটি চিঠি দৃষ্টি আকর্ষণ করল আমার। চিঠিটা এসেছিল কাশীর পাঁড়েঘাট থেকে। চিঠিটা লিখেছেন নিশিকান্ত বসু। সম্ভবত ইনিই বোসবাবুর সেই দূর সম্পর্কের জ্যাঠতুতো দাদা। চিঠিটা এই : "বউমার মৃত্যুসংবাদ লোকমুখে শুনে অত্যন্ত দুঃখ পেলাম। আরও দুঃখ পেলাম তুমি দেশের পাট চুকিয়ে হাওড়ায় বাড়ি কিনেছ বলে। তাই আমার অনুরোধ, যদি তুমি কাশীর এই বাড়িটা কিনে রাখো তা হলে এই বৃদ্ধ বয়সে আমি একটু নিশ্চিন্ত হই। তোমার বাড়ি তোমারই থাকবে। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। আর আমি বেঁচে যাই ভাড়া গোনার হাত থেকে। মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা হলেই বাড়িটা কিন্তু তোমার হয়ে যায়। ছেলেটাকে মানুষ করতে

BanglaBook.org

পারিনি। আমার জীবনের এটাই চরম ব্যর্থতা।"

আমি চিঠিটা পকেটে রেখে গয়নার বাক্সটা দিদিকে ফেরত দিলাম। বললাম, "এখনই এটা থানায় জমা দেওয়ার কোনও প্রয়োজন দেখছি না। সাবধানে থাকবেন। বাড়ির বাইরে যাবেন না। আর অচেনা কেউ এলে বাড়ির দরজা খুলবেন না।"

দিদি আমার কথায় সায় দিয়ে "হ্যাঁ" বললেন।

আমি বাড়ি ফিরে এলাম। এসে আবার বোসবাবুর ডায়েরিটা নিয়ে বসলাম। একমাস আগের একদিনের পাতায় লেখা আছে, "পুরনো পরিচয়ের সূত্র ধরে খোকন এসে হাজির। প্রথমে ওকে চিনতেই পারিনি। পরে পরিচয় দিতে চিনলাম। ও কাশীর একটি চার লাখ টাকার বাড়ির দালালি করতে এসেছে। আমাকে ওই বাড়িটা কেনবার জন্য বিশেষভাবে চাপ দিতে লাগল। কিন্তু আমি রাজি হলাম না। শেষমেশ ও আমাকে ওর নানারকম বিপদের কথা বলে দশ হাজার টাকা চাইল। আমি ওকে তাও দিলাম না। বললাম, আমার সব টাকাই এখন ব্যাঙ্ক ও পোস্ট অফিসে ডবল ইনভেস্টমেন্ট-এ আছে। এমনকী, ওর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য আলমারি থেকে কাগজপত্রগুলোও বের করে দেখালাম। তারপর হাজারখানেক টাকা ওর হাতে দিয়ে বিদায় করলাম ওকে, এবং এও জানালাম, ভবিষ্যতে আর কখনও যেন ও আমাকে এইভাবে বিরক্ত করতে না আসে।"

এই ডায়েরি পড়ে মনে-মনে আমি স্থির করলাম যেভাবেই হোক একবার কাশীতে গিয়ে ওই খোকনবাবুর সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে। ঠিকানা না থাকলেও পাঁড়েঘাটের ওদের সেই পুরনো বাড়ি থেকেই শুরু হবে আমার অনুসন্ধান। একান্ত খুঁজে না পাই তদন্তের কাজে গিয়ে বারাণসী ভ্রমণ তো হবে! জয় বাবা বিশ্বনাথ।

কিন্তু ভাগ্য আমার এতই ভাল যে, কাশীযাত্রা আর করতে হল না। হঠাৎই সন্ধেবেলা এক অবাঙালি যুবক দেখা করতে এল আমার সঙ্গে, "আপনিই মিঃ অম্বর চ্যাটার্জি? মানে প্রাইভেট ডিটেকটিভ...।"

"হ্যাঁ আমিই। আপনার পরিচয়?"

"আমার নাম শিবকুমার শর্মা। আমার বাড়ি বারাণসীতে। আমি সালকিয়ায় থাকি।"

"কী ব্যাপার বলুন তো?"

"শুনলাম, আপনি নাকি মিঃ বোসের খুনের ব্যাপারে তদন্ত করছেন। তা এই ব্যাপারে আমার বন্ধু খোকনবাবু একটু দেখা করতে চান। কেননা মিঃ বোসের ওই বাড়ি এবং তাঁর অন্যান্য সম্পত্তির ও-ই এখন একমাত্র দাবিদার।"

"আপনার সেই বন্ধুটি কোথায়?"

"বাইরে অপেক্ষা করছে।"

BanglaBook.org

"বাইরে কেন? ভেতরে নিয়ে আসুন।"

"আসলে এই মর্মান্তিক সংবাদে ও খুব ভেঙে পড়েছে। মাসখানেক আগে একবার ও এখানে এসেছিল। সেই শেষ দেখা।"

"ঠিক আছে। ওঁকে আসতে বলুন।"

রহস্যের গন্ধ পেয়ে আমি অস্থির হলাম।

একটু পরেই শিবকুমার যাকে নিয়ে ভেতরে এল সুবল বাগের বর্ণনার সঙ্গে তার হুবহু মিল। ওরা ঘরে এসে আসন গ্রহণ করলে বললাম, "আপনারই নাম খোকনবাবু?"

"হ্যাঁ, ভাল নাম রজনীকান্ত বোস।"

"কিন্তু আপনি যে সেই লোক তার প্রমাণ কী? আপনাকে চেনে এমন কেউ কি আছে এখানে?"

শিবকুমার বলল, "কেন, আমি আছি।"

"আমি তো আপনাকে চিনি না।" তারপর ওদের দু'জনের আপাদমস্তক আর একবার নিরীক্ষণ করে বললাম, "আচ্ছা ওই বাড়িতে যে কাজের দিদি আছেন তিনি কি চিনবেন আপনাকে?"

খোকনবাবু বললেন, "চিনবেন না মানে? মাত্র একমাস আগে আমি ওই বাড়িতে এসে এক রাত কাটিয়ে গেছি, এত তাড়াতাড়ি ভুল হবে কী করে? আমি এসেছিলাম দাদামণিকে বুঝিয়ে-বাঝিয়ে কাশীতে নিয়ে যাব বলে। তা ওই মহিলার চক্রান্তেই সেটা হল না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওই মহিলাই সম্পত্তির লোভে খুন করিয়েছেন আমার দাদামণিকে।"

"কী এমন সম্পত্তি ছিল যে, তার লোভে মহিলা ওই কাজ করতে যাবেন?"

"কী ছিল না? সাড়ে তিন লাখ টাকার ইন্দিরা বিকাশ। দু'লাখ টাকার 'কিষাণ বিকাশ', 'জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট'। ব্যাঙ্কে এফ.ডি.-তে লক্ষাধিক টাকা, আর ছিল প্রচুর সোনার গয়না। ওই মহিলা সবকিছুরই সন্ধান জানেন। তা ছাড়া দোতলা ওই বাড়িটার দামও নেহাত কম নয়!"

আমি বিস্মিত হওয়ার ভান করে বললাম, "ওরে বাবা! আপনি মাত্র এক রাত ওই বাড়িতে থেকেই সবকিছু জানতে পেরেছেন?"

"আসলে উনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, তাই বিশ্বাস করে এ-কথা আমাকে বলেছিলেন, এবং এও বলেছিলেন শিগ্‌গিরই উনি এই সবই আমার নামে উইল করে দেবেন। এ-কথা জানতে পেরেই ওই মহিলা এই সর্বনাশটি ঘটিয়েছেন।"

"সর্বনাশ যে কে কীভাবে ঘটাল তা ভগবানই জানেন। কিন্তু রজনীবাবু ওরফে খোকনবাবু, ওঁর ডায়েরি যে অন্য কথা বলছে। আপনার কথার সঙ্গে তো তা মিলছে না।"

BanglaBook.org

"কী লিখেছেন উনি ডায়েরিতে?"

"সে-কথা নাই-বা জানলেন!" বলে একটুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললাম, "জাস্ট এ মিনিট। ছেলেটাকে একটু চা করতে বলে আসি।" বলে উঠে গিয়ে রাখহরিকে যা করতে হবে তা বুঝিয়ে দিলাম।

ও ঘাড় নেড়ে ওর কর্তব্যপালনে চলে গেল।

আমি আবার ঘরে এসে ওদের সামনে বসে বললাম, "বোসবাবুর মৃত্যুসংবাদটা আপনারা কীভাবে পেলেন?"

খোকনবাবু বললেন, "কেন, খবরের কাগজ মারফত পেয়েছি।"

"আপনি এখন থাকেন কোথায়?"

"বেনারসেই থাকি।"

"ওরে বাবা, আজকের কাগজে খবর পেয়ে আজই চলে এলেন?"

"না, না, আমি খবরটা পাই শিবকুমারের মারফত। ও-ই আমাকে ভোরবেলা ফোনে জানায়। আমি তখনই পূর্বা এক্সপ্রেস ধরে চলে আসি।"

"আজকের কাগজ তো ছ'টার পরে বেরিয়েছিল। আর বারাণসীতে পূর্বা এক্সপ্রেস ছাড়ে ভোর পাঁচটা দশে। এটা কী করে সম্ভব হল?"

"আসলে ট্রেনটা আজ এক ঘণ্টা লেট ছিল কিনা?"

"বুঝলাম। কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার। আজ তো পূর্বা এক্সপ্রেস বারাণসী দিয়ে আসে না।"

"তা হলে কি বলতে চান আমি মিথ্যে কথা বলছি?"

"না, না, তা কেন? আমারও ভুল হতে পারে। কিন্তু আমি যে এই ঘটনার তদন্ত করছি এ-কথা আপনাদের কে বলল?"

খোকনবাবু গদগদ হয়ে বললেন, "বাবা, কাল থেকে সবার মুখেই আপনার নাম। সবাই বলছে অম্বর চ্যাটার্জি যখন তদন্ত করছে খুনি তখন ধরা পড়বেই।"

"আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক ভাই। আজকের ভোরে মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সুদূর বারাণসী থেকে এই সবে এখানে এসে পৌঁছলেন আপনি, অথচ কাল সকাল থেকেই এই খুনের তদন্ত আমি করছি বলে আপনি জেনে গেছেন।"

শিবকুমার বলল, "ও-কথা আমিই বলেছি ওকে।"

"আপনিও তো মশাই আজই কাগজ পড়ে জেনেছেন খবরটা। এখানে 'কাল' আসে কোত্থেকে?"

শিবকুমার চুপ করে গেল।

আমি খোকনবাবুকে প্রশ্ন করলাম, "আপনি কি ট্রেন থেকে নেমেই সোজা এখানে আসছেন?"

"হ্যাঁ।"

BanglaBook.org

"ওরে বাবা, পূর্বা এক্সপ্রেস দেখছি আজকাল বিমানেরও আগে আসে। যাক, স্টেশন থেকে কিসে এলেন? হেলিকপ্টারে?"

"আপনি কি আমাদের বিদ্রূপ করছেন? আমরা আমাদের স্কুটারে এসেছি।"

"আপনার জিনিসপত্র?"

"কিছুই আনিনি সঙ্গে।"

"বন্ধু নিশ্চয়ই আপনাকে এখানে নিয়ে আসবার জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন?"

"ঠিক তাই।"

এবার একটু যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল শিবকুমার। বলল, "শুনুন মিঃ চ্যাটার্জি, আমার বন্ধুটি সবে ট্রেন থেকে নেমেছেন। এখন ওঁর একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। আপনার সঙ্গে পরিচয়পর্বটা সারা হয়ে গেল। আমরা কাল সকালে দেখা করব আপনার সঙ্গে। আজ তা হলে আসি, কেমন?"

"সে কী! আপনাদের জন্য চা করতে বললাম যে!"

"মাফ করবেন। আমরা কেউই চা খাই না।"

"তা হলে আমি যখন চায়ের কথা বললাম তখন আপনারা না করলেন না কেন?"

ওরা দু'জনেই তখন যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।

আমি গলার স্বর কঠিন করে বললাম, "এখন কিন্তু আপনারা যেতে পারবেন না। তার কারণ, যে-রাতে বোসবাবু খুন হন সে-রাতে উনি কিছু মাত্র লিখে যেতে না পারলেও ওঁর হাতের মুঠোয় আমরা একগোছা রজনীগন্ধা পেয়েছি। তাতেই বুঝেছি রজনী নামের কারও কথা উনি মরণকালে বলতে চেয়েছিলেন। আর এখন এই ঘরেও একজন রজনী আছেন। তিনি এমন এক রজনী যিনি এক মাস আগে ওঁর সঙ্গে দেখা করে ওঁর নাড়িনক্ষত্র জেনেছেন এবং যাঁকে উনি পছন্দ করেননি। গত রাতে খুনি যখন খুন করে পালায় তখন আমাদেরই পরিচিত একজন লোক খুব কাছ থেকেই তাকে দেখে ফেলে। তারও দেওয়া বিবৃতির সঙ্গে এই রজনীর চেহারার জুতসই একটা মিল আছে। কাল রাতে খুনি পালাবার সময় একটা ভটভটি অর্থাৎ মোটরবাইক কিংবা স্কুটারে চেপে পালায়। আজ আপনারাও একটি স্কুটারে চেপেই এখানে এসেছেন।"

খোকনবাবু ও শিবকুমারের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

খোকনবাবু বললেন, "এর দ্বারা কি প্রমাণ হয় আমিই খুনি?"

"ইয়েস। নাউ ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।" বলতে-বলতেই হাতে হাতকড়া নিয়ে ঘরে ঢুকলেন মিঃ ত্রিবেদী। সঙ্গে আরও পুলিশ। এমনকী সেই সুবল বাগও।

সে রজনীকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, "এই, এই তো সেই লোক। একেই আমি

BanglaBook.org

দেখেছি কাল।”

ত্রিবেদী বললেন, “একজনকে খুনের অপরাধে এবং অন্যজনকে খুনিকে সাহায্য করার অপরাধে গ্রেফতার করা হল।”

রাখহরি তখন দূরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। আমার নির্দেশে সে-ই গিয়ে পুলিশে খবর দিয়েছিল।

আমি তখন খোকনবাবুকে বললাম, “কী রজনীবাবু, এই ব্যাপারে আর কিছু আপনার বলবার আছে?”

ক্লান্ত রজনী মাথা নত করে ঘাড় নাড়লেন।

“তা হলে আপনার অপরাধ আপনি স্বীকার করছেন তো?”

রজনীকান্ত অশ্রুসজল চোখে বলল, “হ্যাঁ। আমিই খুনি।”

শিবকুমারের দু'চোখে তখন আগুন জ্বলছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বন্দি কিশোর

ছোটখাটো একটা তদন্তের কাজ সেরে যখন বাড়ি ফিরলাম রাত তখন দশটা। রাখহরি আরাম কেদারায় বসে রঙিন টিভিতে দারুণ একটা হিন্দি ছবি দেখছিল। ওর পাশেই বসেছিলেন অপরিচিতা এক ভদ্রমহিলা। মধ্যবয়সী এবং সুন্দরী।

আমি ভেতরে আসতেই ভদ্রমহিলা সঙ্কুচিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, "আপনি?"

ভদ্রমহিলার চোখ দুটি জলে ভরে উঠল।

রাখহরি বলল, "উনি আজ আমাদের অতিথি। কোনও একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাইতে এসেছেন। আগে আপনি জামাকাপড় ছেড়ে একটু বিশ্রাম নিন। পরে সব শুনবেন।"

আমি আর কথা না বাড়িয়ে ভদ্রমহিলার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে আমার ঘরে গেলাম। তারপর পোশাক পরিবর্তন করে বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে জল দিয়ে শরীরের সমস্ত ক্লান্তি দূর করে টিভির সামনে এসে বসলাম।

ছায়াছবির উত্তেজক দৃশ্য তখন রমরমিয়ে চলছে। সেদিকে তাকিয়ে আমারও দম যেন বন্ধ হয়ে এল। রাখহরি তো চোখ দিয়ে গিলতে লাগল দৃশ্যগুলো। একটু পরে অ্যাড শুরু হতেই তাল কেটে গেল সকলের।

আমার টিভি দেখার নেশা খুব একটা নেই। সময়ও খুব কম। রাখহরির জন্যই বলতে গেলে বাড়িতে টিভি রাখা। বিশেষ করে ওর জেদাজিদিতেই কেব্‌ল লাইন নেওয়া। তারই ফলে হেন কিছু নেই যা ও দেখে না। এরই ফাঁকে মন দিয়ে পড়াশোনাও করে। প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে মাধ্যমিকটাও পাশ তো করল ও। সেইসঙ্গে চলে প্রচুর গল্পের বই পড়া। দূরদর্শন আর যাই করুক রাখহরির বই পড়ার নেশাকে কিন্তু কাটিয়ে দিতে পারেনি। এই নিয়ে একদিন ওকে প্রশ্ন করেছিলাম, "হ্যাঁরে, সবাই যে বলে দূরদর্শন হয়ে বই বিক্রি কমেছে। পাঠক সরে গেছে বইয়ের জগৎ থেকে কিন্তু তোকে দেখে তো তা হয়েছে বলে মনে হয় না, ব্যাপারটা কী?" ও তৎক্ষণাৎ হেসে জবাব দিয়েছিল, "ব্যাপার কিছুই না। এই তো সেদিন আপনি আমাকে একটা জেমস হ্যাডলি চেজের বই এনে দিয়েছিলেন। তা বইটা পড়তে পড়তে আমার মধ্যে আমি আছি বলেই মনে হচ্ছিল না, দূরদর্শন তো দূরের কথা। আসল কথা কী জানেন? নাচতে না জানলে উঠোনের দোষ হয়। লেখকরা লিখতে

BanglaBook.org

পারবেন না দায় চাপাবেন দূরদর্শনের ঘাড়ে। জমিয়ে গল্প লেখার মতো কলম এখন কজনের আছে?"

অ্যাড শেষ হতেই ছবি আবার শুরু হল। এমন সময় একটি সুরেলা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, "আপনার চা।"

আমি বেশী রাতেও চা খেয়ে থাকি। তার ওপর আজ আমি ভয়ানক টায়ার্ড। তাই হাত পেতে প্লেট সমেত চায়ের কাপটা নিলাম।

রাখহরি বলল, "চা-টা দিদিই করেছেন। আজকের রান্নাবান্না সবই করেছেন উনি।"

আমি চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, "বাঃ, বেশ ভালই তো করেছেন উনি। তা উনি কী জন্য এসেছেন সেটা তো এবার জানা দরকার।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "ব্যস্ত হচ্ছেন কেন দাদা, আপনি সারাটা দিন বাইরে কাটিয়ে এলেন। একটু সুস্থ হন। পরে সব বলব।"

আমি আর কথা না বাড়িয়ে চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে ছাদে গেলাম। মাঝে মধ্যে মনে কোনও জটিল চিন্তাভাবনার ছায়া পড়লে আমি ছাদে গিয়ে পায়চারি করি। আর বলতে নেই, তখনই আমার সকল মুশকিলের আসান হয়ে যায়। ছাদে উঠে প্রথমেই আমি বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম। আমার নিজের হাতে সাজানো বাগান এখন নানান ফুলে ভরে আছে। সারা আকাশ ভরে আছে অসংখ্য নক্ষত্রমালায়। আমি ভদ্রমহিলার কথা চিন্তা করতে লাগলাম। কে উনি? বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। তবু যেন পূর্ণ যুবতী। সুন্দর মুখশ্রী মিষ্টি হাসিতে ভরা। আমার কাছে কী এমন প্রত্যাশা নিয়ে ছুটে এসেছেন উনি? ওই মহিলার ব্যাপারে রাখহরিই বা এতটা দুর্বল কেন? সে তো জানে আমার এখানে দুটিমাত্র ঘর। তার একটিতে আমি থাকি, অপরটিতে রাখহরি। একপাশে রান্নাঘর ও বাথরুম সংলগ্ন প্রশস্ত দালান। এবং সেটাই আমার আড্ডা, আলোচনা, টিভি দেখা ও খাওয়ার জায়গা। এই ব্যবস্থাপনায় একজন অনাত্মীয়া ভদ্রমহিলাকে ও আশ্রয় দেবে কোথায়? তবে কিনা ওটা রাখহরির ব্যাপার। ওর প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। ও আমার মন মেজাজ এবং রুচির সঙ্গে পরিচিত। ও যখন মহিলাকে গ্রহণ করেছে তখন নিশ্চয়ই আগাগোড়া সবকিছু শুনেছে ও। যাই হোক, সময়মতো ধীরে সুস্থে শোনাই যাক না ব্যাপারটা কী।

আমি যখন মনে মনে এইসব ভাবছি ঠিক তখনই সিঁড়ির দরজার কাছে এসে রাখহরি ডাকল, "দাদাবাবু, নীচে আসুন। অনেক রাত হল। খেয়ে নিন এবার।"

আমি ধীর পায়ে নীচে এলাম। এসে দেখলাম ভদ্রমহিলা বেশ পরিপাটি করে খাবার সাজিয়ে খাবারের প্লেটগুলি এক এক করে নামিয়ে রাখছেন টেবিলের ওপর। লুচি, আলুভাজা, আলু-পটলের দম, ছোলার ডাল আর সিমুইয়ের পায়েস।

অনেকদিন এমন সব উপাদেয় ঘরোয়া রান্না খাইনি, তাই খাবার দেখে জিভে জল

BanglaBook.org

এসে গেল। আমাদের রোজের মেনু হয় মাংস ভাত, নয় তো ডিমের ঝোল। বর্ষায় ও শীতে খিচুড়িও হয়। লুচি পরোটা এসব হয় কালেভদ্রে।

যাই হোক, রাখহরি আমি দুজনেই খেতে বসলাম। বুঝলাম রান্নার ব্যাপারে রাখহরির আজ একেবারেই ছুটি।

আমরা খেতে বসলে আমিই বললাম ভদ্রমহিলাকে, "মোটে তো আমরা তিনজন। তা আপনি বা বাদ থাকেন কেন? বসে পড়ুন আমাদের সঙ্গে। কথা বলতে বলতেই খাওয়া যাবে।"

ভদ্রমহিলা তাঁর সুন্দর মুখে ম্লান হেসে বললেন, "আজ আমার একাদশী।"

একাদশী! চমকে উঠলাম শুনে। উনি কি বিধবা? ভাল একটি রঙিন তাঁতের শাড়ি পরে থাকার জন্য তা বলে মনে হয় না। অবশ্য এই বয়সের মহিলারা আত্মীয়স্বজনদের আপত্তিতে কেউই বিধবার সাজে সাজেন না আজকাল। আমি বললাম, "একাদশীর দিন আপনি কিছু খান না বুঝি?"

উনি ঘাড় নাড়লেন।

মনে অত্যন্ত ব্যথা পেলাম। বললাম, "সারাটা দিন নিজে উপবাসী থেকে এইভাবে এত রান্নাবান্না কেন করতে গেলেন আমাদের জন্য? তা ছাড়া কেন এইভাবে নিজেকে কষ্ট দেন? এমন কিছু বয়স তো নয় আপনার?"

"এতে আমি কষ্ট পাই না দাদা। এত দুঃখ, এত কষ্ট আমি পেয়েছি যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব কিছুরই ঊর্ধ্বে এখন আমি।"

আমরা ঘাড় হেঁট করে খাওয়া শুরু করলাম। উনি আমাদের দুজনকে বেশ তৃপ্তি করেই খাওয়ালেন।

আমি ওঁর রান্নার প্রশংসা করে বললাম, "আপনি কি এবার একটু সময় করে বলবেন কেন আপনি এখানে এসেছেন?"

"হ্যাঁ, এবার বলব। আগে আপনার খাওয়া শেষ হোক।"

আহারাদির পর্ব একসময় শেষ হল।

আমি মুখ হাত ধুয়ে আরামকেদারায় হেলান দিয়ে ভদ্রমহিলার মুখোমুখি বসে বললাম, "এইবার বলুন, আপনি কে? কেন এবং কী জন্য এখানে এসেছেন? বাড়ি কোথায় আপনার?"

ভদ্রমহিলা বললেন, "আমি আসছি বর্ধমান থেকে। আমার স্বামী ওখানকার একটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলেন। বীরহাটায় সুন্দর একটি দোতলা বাড়ি আমাকে উপহার দিয়ে ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি। আমাদের বাড়ির নাম স্বপ্ননীড়।" বলে সুদর্শন একটি কিশোরের ছবি আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এই আমাদের একমাত্র সন্তান। স্বপ্ননীড়ের স্বপ্ন। ডাক নাম বুবাই। ভাল নাম রাজা। রাজা মুখার্জি। এর ফাঁসির আদেশ হয়েছে। আজ থেকে ঠিক পনেরো দিন পরে...।" বলেই

BanglaBook.org

কান্নায় ভেঙে পড়লেন ভদ্রমহিলা।

আমিও অবাক হয়ে গেলাম শুনে। কতই বা বয়স ছেলেটির, আঠারো কি কুড়ি। এই বয়সের ছেলের গলায় কেন ফাঁসির দড়ি! কী এমন অপরাধ?

ভদ্রমহিলা কান্নায় ভেঙে পড়েই বললেন, "মা হয়ে ছেলের মরণ আমি কী করে দেখব? আপনি কি পারেন না ফাঁসির মঞ্চ থেকে আমার বুবাইকে তুলে এনে আমার বুকে ফিরিয়ে দিতে?"

"ওর অপরাধ?"

"ও নিজে হাতে তিন তিনটে খুন করেছে। ও অবশ্য তিনটে খুনের কথা স্বীকার করে না, তবে একটা খুন যে করেছে তা ও নিজেই স্বীকার করে। তবে আইনের চোখে ও তিনটে খুনের দায়েই অভিযুক্ত এবং অভিযোগ প্রমাণিত।"

আমি বললাম, "তা হলে তো ওকে বাঁচানো অসম্ভব।"

ভদ্রমহিলা আমার দুটি পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে বললেন, "আপনি শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর জীবন রক্ষা করুন দাদা। আমি কথা দিলাম, ওকে নিয়ে আমি এই দেশ ছেড়ে দূরে বহুদূরে কোথাও চলে যাব।"

"তা হলে শুনুন, আমার কাজ হল নানা রকমের ফাঁদ পেতে কৌশলে বুদ্ধি খাটিয়ে অপরাধীকে ধরে তাকে আইনের হাতে তুলে দেওয়া। তাকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়।"

"বুঝলাম। কিন্তু ওর বয়সটার কথা একবার চিন্তা করুন।"

আমি আর একবার তাকিয়ে দেখলাম ছবির কিশোরকে। আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা হার মানল। এমন নিষ্পাপ সুন্দর মুখ আমি খুব কমই দেখেছি। এই ছেলে কখনও কোনও অবস্থাতেই খুন করতে পারে না। তবু এর ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণিত। সে নিজেও স্বীকার করেছে। এমনকী আদালতের রায়ও বেরিয়ে গেছে। ভদ্রমহিলাকে আমি কথা দিলাম, "আই মাস্ট ডু ফর হিম। তবে এর জন্য আপনাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে। এক আদালত থেকে আর এক আদালতে যেতে হবে। তাতে করে মৃত্যুদণ্ড হয়তো রহিত হবে, তবে কিনা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করতেই হবে ওকে। অর্থাৎ আপনি যা চাইছেন তা হবে না, একেবারে ছাড়া ও পাবে না কিছুতেই। শুধু ওর প্রাণটুকুই যা রক্ষা করা যাবে।"

ভদ্রমহিলা আঁচলে চোখের জল মুছে বললেন, "বেশ, তবে তাই করুন।"

"বারো বছর পরে অবশ্য আপনি আবার ফিরে পাবেন আপনার ছেলেকে। তার আগে কিন্তু নয়।"

ভদ্রমহিলা আশার আলো দেখে বললেন, "তবে তাই করুন দাদা। বারোটা বছর দেখতে দেখতেই কেটে যাবে। এই ক'বছর যেখানে যেভাবেই থাকি না কেন আমি ওরই পথ চেয়ে দিন গুনব।"

BanglaBook.org

আমি অবাক হয়ে বললাম, "সে কী! ছেলের শোকে যেখানে সেখানেই বা থাকবেন কেন আপনি? আপনার স্বপ্ননীড়ে ফিরে যাবেন না?"

ভদ্রমহিলা ডুকরে কেঁদে বললেন, "না। ওখানে ফিরে যাবার মুখ আমার নেই। এখন আমি কসবায় আমার বোনের বাড়িতে আছি। সেখানেও বেশিদিন থাকতে পারবো না। তার কারণ সব জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর ওদের বাড়ির লোকরাও আমাকে পছন্দ করছেন না। ছেলেটার একটা ব্যবস্থা করে আমি কনখলে আমার গুরুদেবের আশ্রমে চলে যাবো।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "অমন সুন্দর এক কিশোরের বুকে খুনের অভিপ্রায় কী করে চাপল? হঠাৎ কোনও উত্তেজনার বশেই কী?"

ভদ্রমহিলা দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, "না। ছেলেটা আমার বিপথগামী হয়েছিল। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবেই এই কাজ করেছে ও। ও তো একা নয়, ওর বন্ধুরাও ছিল। তাদের কেউ পলাতক। কেউ মৃত।"

"বলেন কী?"

"হ্যাঁ। আমার স্বামী যে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলেন সেই ব্যাঙ্কেই ডাকাতি করেছে ওরা। ম্যানেজারকে গুলি করে সাত লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। পরে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে...। বাকিটা আর না-ই বা শুনলেন। এরপর ওই স্বপ্ননীড় আমার কাছে দুঃস্বপ্নের নীড় হয়ে উঠল। লজ্জায় লোকের কাছে মুখ দেখাতে না পেরে পালিয়ে এলাম বোনের বাড়ি। কিন্তু এখানেই বা আমার শান্তি কোথায়? সবার চোখেই তো ঘৃণা আর ঘৃণা।"

"আপনার স্বামী কতদিন আগে মারা গেছেন?"

"ঠিক দশ বছর আগে। এই দশটা বছর ধরে বুকে করে ওকে মানুষ করলাম। লেখাপড়া শেখালাম। এইচ.এস. পাশ করল। কিন্তু কীভাবে যে রসাতলে গেল ছেলেটা তা ভেবেও পেলাম না। অনেক চেষ্টা করেছিলাম কুসঙ্গ থেকে ওকে সরিয়ে আনবার, পারিনি। শেষপর্যন্ত এমন একটা কাণ্ড যে ও করে বসবে তা আমি ভাবতেও পারিনি। ওই ব্যাঙ্কেই আমাদের সঞ্চিত সব টাকা। অথচ লজ্জায় সেই টাকা আমি তুলতে পর্যন্ত যেতে পারছি না। তা ছাড়া গেলেই বা আমার টাকা ওরা আমাকে দেবে কেন বলুন?"

"ওই ব্যাঙ্কে আপনার কত টাকা আছে?"

"আমার স্বামীর উপার্জনের সব টাকাই। প্রায় পাঁচ লাখ।"

"ও টাকার আশা আপনি ছেড়েই দিন।"

"লকারে আছে পঁচিশ ভরি সোনা।"

"সেও মনে করুন খরচের খাতায়।"

"এখন আমি নিঃস্ব। পথের ভিখারী। ওই দুঃস্বপ্নের নীড়কে আমি বিক্রি করেই

BanglaBook.org

কোনওরকমে জীবন ধারণ করব এবার। কাজেই ওই বাড়ির ওপর আমার আর অধিকার কিসে বলুন?"

কথায় কথায় রাত বারোটা।

শুতে যাবার আগে ভদ্রমহিলাকে বললাম, "আমার খবর আপনি পেলেন কার কাছ থেকে?"

"আমার বোন সুজাতা আমাকে আপনার খবর দিল। ও কোনও একটা বই পড়ে আপনার ব্যাপারে জেনেছিল। যেভাবে আপনি রাখহরিকে ফাঁসির মঞ্চ থেকে টেনে এনেছিলেন...।"

"সেটা সম্ভব হয়েছিল ও সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলে। কিন্তু আপনার ছেলের ব্যাপারটা তো তা নয়। একে রক্ষা করাও একটা সামাজিক অপরাধ। যাই হোক, আপনি ওর মা। আপনাকে এসব কথা বলে অযথা আপনার দুঃখের বোঝা বাড়িয়ে লাভ নেই। তবু টিনএজারদের ব্যাপার তো। দেখা যাক, কিছু যদি করতে পারি।"

রাখহরি ভদ্রমহিলাকে ওর ঘরটি ছেড়ে দিল। সে ঘরও ঘরের মতো ঘর নয়। তবু মহিলাকে ওর ঘরে ঢুকিয়ে নিজে শুয়ে পড়ল দালানে। আমি আমার ঘরে গিয়ে শয্যাগ্রহণ করলাম।

পরদিন খুব ভোরে উঠে বাগানে পায়চারি করতে করতে ভদ্রমহিলার ছেলের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত সেই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে লাগলাম।

এমন সময় রাখহরি এসে চা দিয়ে গেল। মর্নিং টি। আমি চা খেতে খেতে আরও দু'একবার পায়চারি করে ঘরে এসে রণেন্দুর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলাম। আমার পরামর্শদাতা এবং উকিল বন্ধু রণেন্দু সততার প্রতীক। সে কারণে ক্ষমতাও ওর অনেক। আমার মুখের সব কথা শোনার পর ও বলল, "আইনের লড়াই আমি লড়ব। ছেলেটির মাকে একটি কথাই শুধু বলে দাও, আমাদের কাছে ভদ্রমহিলা যখন এসে পড়েছেন তখন ফাঁসির দড়ি ওর ছেলের গলায় কিছুতেই পড়বে না।"

"ব্যস। এই কথাটাই আমি শুনতে চাইছিলাম তোমার মুখ থেকে।"

রণেন্দুর সঙ্গে কথা বলার পর আমি বাইরে দালানে আসতেই ভদ্রমহিলা করুণ মুখ নিয়ে এগিয়ে এলেন আমার দিকে।

আমি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "কিছু কি বলবেন?"

ভদ্রমহিলা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, "আমি তা হলে...।"

"আসুন। ইতিমধ্যে আমি আপনার ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার মুখ থেকেও কিছু শুনি। আপনি আরও কয়েকটা দিন একটু কষ্ট করে অপমান সহ্য করেও আপনার বোনের বাড়িতেই থাকুন। পরে যা হয় একটা সিদ্ধান্ত নেবেন।"

"ইতিমধ্যে কাল রাত্রে নিজের মনের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করে আমি আর

BanglaBook.org

একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি দাদা।"

"কীরকম তবু শুনি।"

"ওই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার খুন হওয়াটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমার ছেলে দলে ছিল। কিন্তু ম্যানেজারকে খুন ও করেনি। এটা ওখানকার সবাই জানে। যেহেতু দলের অন্যান্যরা কেউ মৃত কেউ পলাতক, তাই ধৃত আমার ছেলের ওপরই ওই অপহৃত সাত লক্ষ টাকার দায়ভারটা চেপে যায়। তাই আমি ঠিক করেছি ওই ব্যাঙ্কে আমার যা টাকা আছে তা লিখিতভাবেই ব্যাঙ্ককে অধিগ্রহণ করার অনুমতি দেবো। আর বাকি টাকা শোধ করব স্বপ্ননীড় বিক্রি করে। তারপর লকারের গয়নাগুলো বেচে আর বাড়ি বিক্রির অবশিষ্ট টাকায় দূরে কোথাও গিয়ে আমার দিন গুজরান করব আমি।"

সব শুনে আমি বললাম, "এর চেয়ে চমৎকার সিদ্ধান্ত আর হয় না। তবে কিনা এসবই আপনি করবেন আমার উকিল বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে। এখনই হুট করে আপনি কোনও কিছু করতে যাবেন না। আর সর্বশেষ কথা, আপনার ছেলে অপরাধী। আপনি তো নন? তাহলে অযথা এত বেশি ভেঙে পড়ছেন কেন? ইস্পাতের মতো কঠিন হয়ে মাথা উঁচু করে চলাফেরা করুন। শুধু মনে করবেন অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট।"

ভদ্রমহিলা বিদায় নিলেন।

একটু বেলায় স্নান খাওয়া সেরে আমিও গেলাম ছেলেটির সঙ্গে দেখা করতে।

জেলারের অনুমতি নিয়ে কয়েদির সঙ্গে দেখা করতে গোয়েন্দা পুলিশের খুব একটা অসুবিধে হয় না। আমারও তাই হল না।

খুনি কিশোর আমাকে দেখেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। ওর কান্না দেখে আমার চোখেই জল এসে গেল হঠাৎ। আমি ছেলেটির চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "তোমাকে এমন সুন্দর দেখতে, কত ভাল ঘরের ছেলে তুমি। তা তোমার হঠাৎ এমন দুর্মতি হল কেন?"

"আপনি কি গোয়েন্দা অম্বর চ্যাটার্জী?"

"কী করে জানলে?"

"আমার মাসিমণি কসবায় থাকেন। কাল উনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। উনিই বললেন, আমার ব্যাপারে একমাত্র আপনি নাকি কিছু করতে পারেন। মাসিমণির মুখে শুনে মা নিশ্চয়ই যোগাযোগ করেছেন আপনার সঙ্গে?"

"তোমার ধারণাই ঠিক। কিন্তু বুবাই...।"

"রাজা মুখার্জী।"

"একই ব্যাপার। তোমার হয়ে কিছু করা যে আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।"

বুবাই আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, "প্লিজ, একটা কিছু করুন আপনি আমার

BanglaBook.org

জন্য। আমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা হওয়ার পর আমি বুঝতে পারছি জীবন কত মহান। জীবন কত সুন্দর। তাই আমি নতুন করে বাঁচতে চাই। আমি কথা দিচ্ছি, একবার আমি মুক্তি পেলে এমন কাজ আর কখনও করব না।"

"সবই তো বুঝলাম। কিন্তু তিন-তিনটে খুনের আসামীকে আমি মুক্তি পাওয়াবো কী করে? তুমি মুক্তি পেলে হয়তো জীবনে তুমি সত্যিকারের একজন ভালমানুষ হবে। কিন্তু আইন তো তা মানবে না। শুনতেও চাইবে না সে কথা। তবে আমি চেষ্টা করব তোমার ফাঁসির আদেশ যাতে রোধ করা যায়। এখন বলো, কীসের মোহে তুমি এ-কাজ করলে?"

বুবাই বলল, "তা হলে শুনুন। তিনটে খুন আমি করিনি। আমি খুন করেছিলাম আমাদের পাল্লের গোদাটাকে। ওর নাম জটাশঙ্কর সাহানি। ছোটবেলা থেকেই বদ সঙ্গে মিশে আমি খারাপ হই। আমার সঙ্গে মিশেও অনেকে খারাপ হয়। আসলে বাবা না থাকায় মায়ের আদরে আমি বাঁদর হয়েছিলাম। ওই জটাশঙ্করের হয়ে আমরা অনেক অসামাজিক কাজকর্ম করতাম। হিস্যাও পেতাম ভাল। একবার আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ঠিক করলাম, এইসব ধান্দাবাজি ছেড়ে আমরা ফিল্মস্টার হব। কিন্তু কে আমাদের সুযোগ দেবে সিনেমায় নামার? কথাটা ওস্তাদের কানে গেল। পীর বহরমের কাছে ওর ডেরা। ছেলেমেয়ে চুরির ব্যাপারে একজন পেশাদার বদমাশ ও। বলল, "নিজেদের টাকায় ছবি করতে না পারলে তোদের যা উদ্দেশ্য তা কখনও সফল হবে না। আমায় যদি হাফ হাফ বখরা দিতে পারিস তা হলে আমিই তোদের পথ বাৎলে দিতে পারি।" আমরা তো 'গুরু গুরু' করে উঠলাম। আমরা মানে নেলো, কেলো, ফটিক, রতন, রঘু আর কানাই। আমরা সবাই মিলে জটাশঙ্করকে চাপ দিতেই ব্যাঙ্ক ডাকাতির পরিকল্পনা ও মাথায় ঢোকাল। এইরকম একটা দুর্বুদ্ধি ওর মাথায় চেপেছিল অনেকদিন আগেই কিন্তু আমাদের সহযোগিতা পাচ্ছিল না বলে করছিল না। এখন আমি বেঁকে দাঁড়ালেও দলের আর সবাই একমত হল। আমার ভূমিকা ছিল ব্যাঙ্কের পেছনদিকের একটি মাঠে স্কুটার নিয়ে অপেক্ষা করার। ডাকাতির টাকাটা ওরা পলিব্যাগে মুড়ে ওপর থেকে ফেলে দিলেই আমার সেটা নিয়ে পালাবার কথা। ওই টাকাটা লুকিয়ে রাখার নির্দেশ ছিল শের আফগানের সমাধির পেছনে একটি ভাঙা মসজিদের সংলগ্ন শেয়ালের গর্তে। ধূর্ত জটাশঙ্করকে আমি চিনতাম। তাই স্থিরই করেছিলাম টাকাটা আমি আমার জিম্মাতেই অন্যত্র সরিয়ে রাখব। তবে এই ডাকাতি করার আগে আমরা সবাই বার বার বলে দিয়েছিলাম খুনখারাপির রাস্তায় আমরা কেউ যাব না। সেই অনুযায়ী ব্লু-প্রিন্টও আমরা তৈরি করেছিলাম। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তা হল না। আমার বন্ধুরা যখন অপারেশন শুরু করতে খেলনা পিস্তল নিয়ে হই হই করে ঝাঁপিয়ে পড়ে, জটাশঙ্কর তখন ছদ্মবেশে হাজির ছিল আমানতকারীদের দলে। ওরা যখন লুটের মাল

BanglaBook.org

জটাশঙ্করের হাতে তুলে দেয় ও তখন সব টাকা আত্মসাৎ করে পালাবার ধান্দা করে। আর তখনই নিজেকে আরও বেশি নিরাপদ করার জন্য গুলি করে ম্যানেজারকে। বেগতিক দেখে আমি তখন একটু দূরে গিয়ে ওৎ পেতে থাকি। ওপর থেকে টাকা তো পড়লই না, উপরন্তু জটাশঙ্করকে দেখি ব্যাগ কাঁধে দৌড়তে। আমার বন্ধুরাও তখন ধাওয়া করে ওকে। আমিও দূর থেকে ওদের অনুসরণ করি। রাস্তার লোকও তখন মারমুখী হয়ে ছুটে যায়। কিন্তু ক্ষিপ্ত জটাশঙ্কর সেদিকে তাগ করে গুলি চালাতেই কুত্তার মতো ভেগে পালায় সব। ধরা পড়ার ভয়ে আমার অন্যান্য বন্ধুরাও গা ঢাকা দেয়। শুধু নেলো আর কেলো জটাশঙ্করের পিছু ছাড়ে না। পরিণামে ওরই বুলেটে ঝাঁঝরা হতে হল ওদের। বাকি রইলাম আমি। স্কুটারটাকে এক জায়গায় রেখে জটাশঙ্করের পিছু নিয়ে একটি নির্জন জায়গায় ওর হাত থেকে ওরই রিভলভারটা কেড়ে নিয়ে তাগ করলাম ওর দিকে। বললাম, "শয়তানের বাচ্চা। এই ছিল তোর মনে? নে এবার বিশ্বাসঘাতকতার পরিণামটা কী দেখ। বলেই ট্রিগারে চাপ দিয়ে খতম করে দিলাম ওর খেল। বান্ডিলে টাকা যে কত ছিল তা আর গুনে দেখার সময় ছিল না। ওই টাকা নিয়েই আমি ছুটলাম। একটি ছেলে সাইকেলে চেপে কোথায় যেন যাচ্ছিল, তাকে সাইকেল থেকে জোর করে নামিয়ে তাতে চেপেই সদরঘাটের দিকে চললাম। আমার স্কুটার যেখানে রেখে আমি জটাশঙ্করকে ধাওয়া করেছিলাম সেখানে আর যাবার উপায় ছিল না। তাই এই কাজ করলাম। আমি ধরা পড়বই বা পড়ে গেছি এটা বুঝে নিয়েই মরিয়া হয়ে উঠলাম। পরিকল্পনামতো আমার নিজস্ব স্থানেই টাকাগুলোকে লুকিয়ে ফেললাম। তারপর পালাতে গিয়েই পুলিশের তাড়া। ওরা যে কীভাবে টের পেল তা ভগবান জানে। আমি প্রাণ বাঁচানোর জন্য ছুটে গিয়ে দামোদরে ঝাঁপ দিলাম। ওই দিন নদীতে জল ছাড়া হয়েছিল, তাই ভালই জল ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাকে রক্ষা করতে পারল না। মাঝিরাই আমাকে জল থেকে তুলে ধরিয়ে দিল পুলিশের হাতে। আমি আমার অপরাধ কবুল করলাম। পুলিশ তিনটে খুনের দায়ই আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিল বলে আমি টাকার কথা কবুল করলাম না। বললাম, জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার সময় নদীর স্রোতে সে টাকা কোথায় যেন ভেসে গেছে।"

বুবাই-এর অকপট স্বীকৃতি বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হল। ব্যাপারটাকে এবার আমি একটু হালকা করে বোঝবার চেষ্টা করলাম। প্রথমত টিনএজারদের ব্যাপার। দ্বিতীয়ত ব্যাঙ্ক ডাকাতির পরিকল্পনা এক ধূর্ত ধুরন্ধরের। তৃতীয়ত খুনের মোটিভ ওদের ছিলই না। অতএব এই অপরাধ আর যেমনই হোক, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবার নয়। কিন্তু এসব কথা এখন আমি বোঝাবো কাকে? তবুও রণেন্দুর সাহায্য নিয়ে নতুন করে আপিল করা ছাড়া আর কোনও পথ নেই।

যাই হোক, ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন সবে কয়েক পা এসেছি ঠিক

BanglaBook.org

বলেই ট্রিগারে চাপ দিয়ে

তখনই জেলখানার এক পুরনো কর্মচারী দুলিয়াজানের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। বললাম, "কেমন আছো দুলিয়া?"

মাছের আঁশের মতো ঘোলাটে চোখ তুলে দুলিয়াজান বলল, "আমার আর থাকা। বড় কষ্টে আছি বাবু। আপনি কেমন আছেন?"

"আমি তো ভালোই। তোমার চাকরি আর কতদিন?"

"এখনও দু'বছর। বয়স কমিয়ে চাকরিতে ঢুকেছিলাম তাই। না হলে কবে রিটায়ার হয়ে যেতাম।"

"তোমার ছেলে এখন কী করছে?"

ছেলের কথায় ডুকরে কেঁদে উঠল দুলিয়াজান। বলল, "তার কথা আর বলবেন না বাবু। ওর সব আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি। শক্ত সমর্থ জোয়ান ছেলে। কী যে হল, দিনে দিনে ফুলে ঢোল হয়ে গেল ছেলেটা। কত ডাক্তার দেখালাম। কিছুতেই কিছু হল না। এখন কলকাতায় নিয়ে এসেছি। বহুকষ্টে ভর্তি করেছি বড় একটি হাসপাতালে। রোগও ধরা পড়েছে। আসলে কিডনি থেকেই ওর এই উপসর্গ। দুটো কিডনিই নাকি নষ্ট হতে বসেছে। ডাক্তার বাবুদের হিসাব মতো চার-পাঁচ লাখ টাকা খরচা করতে পারলে তবেই ওকে সারানো সম্ভব। কিন্তু অত টাকা আমি কোথায় পাবো বাবু? তাই ভাবছি ছেলে চোখ বুজলে আমিও আত্মঘাতি হবো।"

আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "অমন ভুল কখনও কোরো না। একান্তই যদি মরতে চাও তো দধিচীর মতো তনুত্যাগ করো। দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানুষের সেবার কাজে লাগাও। তোমার ছেলের মতো অসহায় কেউ যদি মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করে তবে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াও।"

দুলিয়াজান চোখের জল মুছে বলল, "হ্যাঁ, সেটা করলেও মন্দ হয় না। দেখি শেষ পর্যন্ত কী হয় ছেলেটার।"

আমি জেলখানা থেকে ফিরে এসে সারাটা দিন ধরে ওদের কথা ভাবতে লাগলাম। একজন মানুষ অর্থের অভাবে রোগের যন্ত্রণা ভোগ করে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, আর একজন সুস্থ সুন্দর দেহ চায়ে জীবনের সামান্য একটা ভুলের কারণে বরণ করতে চলেছে মরণকে। ওদের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎই একটু আশার আলো দেখতে পেলাম। কেন জানি না মনে হল সেই আলোর পথ ধরে একটু চেষ্টা করলে হয়তো একসঙ্গে দুটি জীবনই রক্ষা পেতে পারে।

BanglaBook.org

পরদিন সকালে বুবাই এর মা অর্থাৎ সেই ভদ্রমহিলা আবার এলেন। বললেন, "আমার ছেলের ব্যাপারে কোনও কিছুর ব্যবস্থা কি করতে পারলেন দাদা?"

আমি একটু স্বাভাবিকভাবে বললাম, "ওর ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ওর অপরাধ সামান্যই। ওর সব কথাই ও আমাকে বলেছে। ওকে বাঁচানোর জন্য অন্য

পথে একটা চেষ্টা আমি করছি। অতএব যে পর্যন্ত সেটা সম্ভব না হয় সে পর্যন্ত আপনি আমার এখানেই থাকুন।"

ভদ্রমহিলা রয়ে গেলেন।

বেলা দশটার পর আমি আবার গেলাম জেলখানায় বুবাই-এর সঙ্গে দেখা করতে।

আমাকে দেখেই আশার আলোয় চকচকিয়ে উঠল বুবাই-এর চোখ দুটো। বলল, "আমার কি কোনও গতি হবে?"

বললাম, "হবে। তার আগে বলো ওই যে ডাকাতির টাকাগুলো তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে সেগুলো কি তুমি চেষ্টা করলে উদ্ধার করতে পারবে?"

"পারব। তার কারণ একমাত্র আমি ছাড়া ওই টাকার হদিশ আর কারও জানা নেই।"

"টাকার অঙ্ক মনে আছে তোমার?"

"আমি তো টাকা গুনে দেখার সময় পাইনি। তবে শুনেছি সাত লাখ।"

"সাত লাখই। ওই টাকার ওপর তোমার কোনও মোহ আছে?"

"বিন্দুমাত্র নেই। এখন আমি আমার মায়ের কোলে মাথা রাখতে চাই। নতুন জীবন চাই। নতুন করে বাঁচতে চাই। আপনি যদি একবার আমাকে এখান থেকে বাইরের জগতে নিয়ে যেতে পারেন তা হলে সবার চোখের আড়াল থেকে দূরে বহুদূরে চলে যাবো আমি। আর আমার দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে মানুষের সেবা করব। আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি।"

আমি ওর কাঁধ চাপড়ে বললাম, "ধৈর্য ধরো। হয়তো আমি কৌশলে তোমাকে মুক্তি দিতে পারব। কিন্তু যে লোককে আমি তোমার সঙ্গে দেবো সেই লোকের হাতে তোমার ওই লুকিয়ে রাখা সব টাকাটাই তুলে দিতে হবে। কেননা ওই টাকার জোরেই এক মৃত্যুপথযাত্রী তার রোগের যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেয়ে আরোগ্য লাভ করবে।"

বুবাই-এর সঙ্গে কথা বলার পর দেখা করলাম দুলিয়াজানের সঙ্গে। ওকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললাম, "তোমার ছেলেকে সারিয়ে তুলতে কত টাকা লাগবে দুলিয়াজান?"

দুলিয়াজানের চোখেও তখন আশার আলো ফুটে উঠল। বলল, "চার থেকে পাঁচ লাখ।" তারপরই বলল, "এ-কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন বাবু? আপনি কি কোনও ব্যবস্থা করতে পেরেছেন?"

"পেরেছি। তবে এর জন্য তোমাকে দারুণ একটা বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে।"

দুলিয়াজান বলল, "কী যে বলেন বাবু, আমার ছেলের জীবন রক্ষার জন্যে আমি যে কোনওরকম বিপদের ঝুঁকি নিতে রাজি আছি। বলুন কী করতে হবে।?"

BanglaBook.org

"মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এক কিশোরকে তোমায় মুক্তি দিতে হবে।"

"বুঝেছি। আপনি নিশ্চয়ই ওই রাজা মুখার্জী ওরফে বুবাই-এর কথা বলছেন?"

"ঠিক তাই।"

"ওর জন্য আমার বড় দুঃখ হয় বাবু। ছেলেটা কিন্তু খুব একটা খারাপ নয়। কিন্তু টাকাটা...?"

"বর্ধমানের একটি ব্যাঙ্ক ডাকাতির সাত লাখ টাকা ওর হেফাজতেই আছে। তাই থেকে পাঁচ লাখ টাকা তুমি পাবে। বাকি টাকা ফেরত যাবে ওই ব্যাঙ্কেই।"

দুলিয়াজান বলল, "তা হলে আর দেরি নয়, আজই রাত দশটায়...।"

"আমি কিন্তু একটা গাড়ি নিয়ে জেলখানার বাইরে পুরনো গীর্জার কাছে অপেক্ষা করব।"

"ওকে নিয়ে আমি ঠিক সময়েই সেখানে হাজির হবো।"

আমি বুবাইয়ের সঙ্গে আবার দেখা করে ওকে মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত থাকতে বললাম। তারপর বাড়ি ফিরে ভদ্রমহিলাকে বললাম, "আপনার ছেলেকে আজ রাতের মধ্যেই জেলের বাইরে নিয়ে আসছি। আপনি এখনই আপনার স্বপ্ননীড়ে ফিরে যান। আজ রাতে আপনি দু'লাখ টাকা পেলে কালই আপনি আপনার সঞ্চিত অর্থ ও এই টাকা দিয়ে ব্যাঙ্কের পাওনা মিটিয়ে দিন। পরে সময় সুযোগ মতো ছেলেকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবেন। আপাতত কয়েকটা দিন ও কাছাকাছি কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকবে।"

ভদ্রমহিলা আমার কথামতো আনন্দে গদগদ হয়ে তাই করলেন। অর্থাৎ তখনই রওনা হলেন বর্ধমানের দিকে।

সে রাতে নির্বিঘ্নে কাজটি সম্পন্ন হল। দুলিয়াজান বুবাইকে আমার হাতে সমর্পণ করলে আমি নিজেই ওকে নিয়ে চলে এলাম বর্ধমানে। সদরঘাটে দামোদরের তীরে এক গভীর নির্জনে বিশাল একটি বটবৃক্ষের উচ্চ কোটরের মধ্যে টাকাটা এমনভাবে কালো কাঠ দিয়ে পেরেক সেঁটে রেখেছিল ও যাতে কারও নজরে পড়রার কথা নয়। বুবাই আমার হাতে নির্দ্বিধায় টাকাগুলো তুলে দিয়ে আমাকে প্রণাম করে বিদায় নিল। বাড়ি তো গেল না, গেল ওরই মনোমতো কোনও নিরাপদ স্থানে। আমিও সেই টাকা থেকে দু'লাখ টাকা সে রাতেই ওর মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে বাকি টাকা ছেলের চিকিৎসার জন্য তুলে দিয়েছিলাম দুলিয়াজানের হাতে।

এর পরের ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। দুলিয়াজানের ছেলে রোগমুক্ত হয়ে তার জীবন ফিরে পেয়েছিল। জেল কর্তৃপক্ষও কর্তব্যের অবহেলার কারণে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করেছিলেন দুলিয়াজানকে। বুবাই এর মা ব্যাঙ্কের টাকা পরিশোধ করায় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। বুবাই এখন বারাণসী শহরে

BanglaBook.org

ছোটখাটো একটা ব্যবসা করে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার বন্ধু রণেন্দ্রর সহযোগিতায় স্বপ্ননীড় কিনেছেন বর্ধমানের ওই ব্যাঙ্কেরই এক কর্মচারী। ব্যাপারটার ওখানেই নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।

একজন পেশাদার গোয়েন্দা হিসেবে আমার এবারের ভূমিকা হয়তো খুবই নিন্দনীয়। আইনের কাছে, প্রশাসনের কাছে গুরুতর একটা অপরাধ আমি সত্যিই করেছি। তবে কিনা আইনও তো সব সময় সঠিক পথে চলে না। উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে এবং সুকৌশলে সাজানো মিথ্যা মামলায় অনেক নিরাপরাধও কঠিন শাস্তি পায়। মৃত্যুদণ্ডও পেয়ে থাকে কেউ কেউ। অতএব আমার একটু ছলনার ফলে আইনের মর্যাদা যেমন হানি করা হয়েছে তেমনই সুস্থ সুন্দর জীবন ফিরে পেয়েছে দুটি কিশোর। তাই সংবিধান যাই বলুক না কেন আমার মনের মধ্যে কিন্তু এখনও কোনও বিবেকের দংশন নেই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

কালপ্যাঁচার ডাক

যে রাতে আমার বাগানে চাঁপাগাছের ডাল থেকে শ্যাঁস শ্যাঁস করে কালপ্যাঁচাটা ডেকে ওঠে সে রাতে কেন জানি না একটু অমঙ্গলের আশঙ্কা করি। প্যাঁচাটা যতবারই ডাকে ততবারই কোনও না কোনও একটা ঝুট-ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি আমি। অর্থাৎ কিনা এমন একটা বিরক্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যাই যে তা বলবার নয়।

আজ ভর সন্ধেবেলাতেই প্যাঁচাটা ডাকল।

রাখহরি ঘরের কাজ করছিল, কাজ ফেলে ছুটে গেল ছাদে। তারপর হুট-হ্যাট করে একটা ঢিল ছুঁড়তেই উড়ে গেল প্যাঁচাটা।

ও নেমে এলে আমি বললাম, "হঠাৎ কী হল? ওটাকে তাড়িয়ে দিলি কেন?"

"ওই অলুক্ষুণে প্যাঁচাটা যখনই ডাকে তখনই একটা না একটা ঝামেলা এসে জুটে যায়।"

"তাই বলে ওকে তাড়িয়ে দিবি?"

"নিশ্চয়ই দেবো। ধরতে পারলে গলা টিপে মেরে ফেলতাম ওকে!"

"ওর অপরাধ?"

"ও ডাকে কেন?"

"সে কীরে! ভগবান ওকে ডাক দিতে পাঠিয়েছেন তাই ও ডাকে। নিশাচর প্রাণী ওরা। গাছের ডালে বসে ডাক দিয়ে ওর অবস্থিতির কথা জানায়। তাছাড়া বলতে পারিস ও আমাদের পরম বন্ধু।"

রাখহরি চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "বন্ধু! কী যে বলেন আপনি তার ঠিক নেই। অমন বন্ধুর দরকার নেই আমাদের।"

"তুই ভেবে দ্যাখ, ওর ডাকা মানেই অশুভ কিছু একটা ব্যাপার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটতে চলেছে।"

"অবশ্যই ঘটবে।"

"তা হলে? ওর ডাকেই তো আমরা সেই সংবাদটা আগেভাগেই জেনে যাই। আজকের এই রাত আমাদের দুজনের কারও পক্ষেই শুভ নয়। তাই খারাপ কিছু একটা ঘটবার আগে যে আমাদের সতর্ক করে দেয় সে-ই তো আমাদের পরম বন্ধু।"

BanglaBook.org

রাখহরি আর কোনও উত্তর না দিয়ে নিজের কাজ করে যেতে লাগল।

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল।

রাখহরির মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে।

আমি টেলিফোন ধরে হ্যালো করতেই একটি কোমল কণ্ঠস্বর আমার কানে এল, "আমি অম্বর চ্যাটার্জীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"আপনি?"

মনে হল যেন কান্নায় ভেঙে পড়ল বেচারি। অতিকষ্টে বলল, "আমি তনুশ্রী, ডাক নাম তনু। ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে ফোন করছি আপনাকে। আমার জ্যেঠুমণি—।"

"কী হয়েছে তোমার জ্যেঠুমণির?"

"সাক্ষাতে সব বলব। আপনি বাড়ি আছেন তো?"

"আছি। কিন্তু আমাকে আপনি চিনলেন কী করে? আমার ফোন নম্বর কার কাছ থেকে পেলেন?"

আর কোনও উত্তর নেই। ফোন রেখে দেওয়ার শব্দ শোনা গেল এবার।

গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে পড়ে গেলাম আমি।

রাখহরি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কোনও খারাপ খবর কিছু?"

"খারাপ তো নিশ্চয়ই। কিন্তু রহস্যময়।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম সন্ধে সাতটা। ব্যান্ডেল থেকে হাওড়া লাইন ক্লিয়ার থাকলে এক ঘণ্টায় আসা যায়। তারপর হাওড়া থেকে মৌড়িগ্রাম আরও এক ঘণ্টা। যদিও সময়টা আরও কম লাগা উচিত। তবুও অনুমান করা যায় রাত দশটার মধ্যেই এসে পড়বে মেয়েটি। এখন ওর এসে পৌঁছনোর সময়টুকু পর্যন্ত অধীর আগ্রহে বসে থাকা ছাড়া কিছুই আর করবার নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল মেয়েটি কে? কেনই বা সে অমন করে ফোন করল আমাকে? ওই অচেনার কোনও বিপদ ঘটে থাকলে সে তো থানাতেই যেতে পারত। তাছাড়া আমার প্রশ্নের উত্তরে ফোনটাই বা সে রেখে দিল কেন? এইসব ভাবতে ভাবতেই মেয়েটির আগমনের জন্য হানটান করতে লাগলাম।

আটটা-ন'টা-দশটা-এগারোটা। ধৈর্যের বাঁধভাঙা প্রতীক্ষা। কিন্তু না, তনুশ্রী নামের সেই অপরিচিতা এলই না।

তবে কি কেউ রসিকতা করল আমার সঙ্গে?

রাখহরি বলল, "আর রাত করবেন না দাদাবাবু, খেয়ে নিন। মনে হয় ও আর আসবে না।"

আমি বললাম, "সেই ভালো। খেয়েদেয়ে শুয়েই পড়া যাক। দরকারটা ওর, না এলে আমার কী? তবে—।"

BanglaBook.org

"কী তবে?"

"ভাবছি আমাকে ফোন করার পর মেয়েটির কোনও বিপদ হল না তো?"

রাখহরি বলল, "তা যা বলেছেন, অসম্ভব কিছু নয়। যা দিনকাল পড়েছে।"

এমন সময় ডোরবেলটা বেজে উঠল।

রাখহরি নিঃশব্দে ছাদে উঠে ওপর থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে আগন্তুকদের দেখেই দরজা খুলল।

ভেতরে ঢুকলেন দুজন গোয়েন্দা অফিসার। মিঃ কালাচাঁদ রায় ও এস. কে. চন্দ। দুজনেই আমাদের পরিচিত।

আমি খাওয়া ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করতেই মিঃ চন্দ বললেন, "কী ব্যাপার চ্যাটার্জি? এত রাতে খাচ্ছেন কেন?"

"আর বলবেন না। রাখহরির সঙ্গে পুরনো দিনের নানারকম গল্প করতে করতেই এত দেরি হয়ে গেল। তা হঠাৎ কী ব্যাপার? আপনাদের পায়ের ধুলো তো এই সময়ে পড়বার কথা নয়।"

কালাচাঁদবাবু বললেন, "একটা বিশেষ কাজের দায়িত্ব নিয়ে আপনার কাছে এসেছি আমরা। আপনাকে এখনই একবার আমাদের সঙ্গে অনেকদূরের একটি গ্রামে যেতে হবে।"

"না মিঃ রায়, আজ আর তা সম্ভব নয়।"

"হোয়াই নট? আমরা শুধুমাত্র আপনার ওপরে ভরসা করেই সেই হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট থেকে এই মৌড়িগ্রামে ছুটে এসেছি। খুবই গুরুতর ব্যাপার। এ কাজের দায়িত্বটা আপনাকে নিতেই হবে ভাই।"

আমি হেসে বললাম, "কেন রসিকতা করছেন? আপনাদের মতো দু'দুজন ঝানু গোয়েন্দা থাকতে শেষকালে আমি?"

"হ্যাঁ আপনি। তার কারণ এই ঘটনার তদন্ত কোনও সরকারি গোয়েন্দাকে দিয়ে হোক এটা কেউই চাইছেন না।"

"কেউ চাইছেন না মানে?"

"ওঃ চ্যাটার্জি প্লিজ। কোনও প্রশ্ন করবেন না। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন। এখনই বেরোতে হবে।"

যাঃ। এখনই বেরোতে হবে মানেই তো আজ রাতে ঘুমের বারোটা বেজে গেল। অথচ ব্যাপারটা এমনই যে এড়িয়ে যাবারও নয়। একদিকে তনুশ্রী নামের অচেনা এক মেয়ের জন্য টান টান উত্তেজনা, অপরদিকে শহর থেকে দূরে যাবার ডাক। তাই চটপট খাওয়া শেষ করলাম।

এমন সময় আবার বেজে উঠল টেলিফোনটা।

রিসিভার উঠিয়ে হ্যালো করতেই রণেন্দুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আমার উকিল

BanglaBook.org

বন্ধু রণেন্দুশেখর শেঠ। যার কাছে আমি একসময় নানাভাবে উপকৃত হয়েছি। রণেন্দু বলল, "এত রাতে তোকে ফোন করলাম বলে তুই নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাচ্ছিস? কিন্তু কোনও উপায় নেই। আমার এক ক্লায়েন্ট জগদানন্দ রায় আজ দুপুরে এক অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। যে ভাবেই হোক, ওই খুনিকে খুঁজে বের করতেই হবে। কেননা এ কাজের জন্য তুই-ই একমাত্র যোগ্য ও বিশ্বস্ত লোক। আর কিছুক্ষণের মধ্যে মিঃ কালাচাঁদ রায় ও এস. কে. চন্দ তোর কাছে যাবেন। তুই যেন না করিস না ভাই। আমি খুব জোর দিয়ে তোর কথা বলেছি।"

"ওঁরা একটু আগেই আমার এখানে এসে পৌঁছেছেন। কিন্তু তুই যে সাংঘাতিক কথা শোনালি আমাকে। জগদানন্দ রায় মানে সেই প্রাক্তন—।"

"হ্যাঁ তিনিই। ওই অঞ্চলের উন্নতির জন্য যাঁর অনেক অবদান ছিল। অথচ সেই মানুষের এমন মর্মান্তিক পরিণতি হবে কেউ তা ভাবতেও পারিনি।"

"একে জগদানন্দ রায়, তার ওপরে তোর ক্লায়েন্ট। এই কেস আমি কী করে না নিই বল? কিন্তু এদিকে যে আর এক কাণ্ড হয়েছে।"

"কী হয়েছে?"

"তনুশ্রী নামে একটি মেয়ে আজ সন্ধে সাতটা নাগাদ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে বলে ব্যান্ডেল থেকে ফোন করেছিল, কিন্তু কোনও এক রহস্যময় কারণে এখনও পর্যন্ত সে এসে পৌঁছুল না।"

"কী বললি? তনুশ্রী! ঠিক শুনেছিস তো?"

"হ্যাঁ। ডাক নাম তনু।"

"স্ট্রেঞ্জ!"

"তুই কি চিনিস মেয়েটিকে?"

"চিনি মানে? তনুশ্রীই জগদানন্দর ভাইঝি। ওর জ্যেঠুমণির খুনের কথা ও-ই আমাকে জানায়। কিন্তু ব্যান্ডেল স্টেশনে সে আসবে কী করে?"

"সে না হয় যেভাবেই হোক এল এবং আমার সঙ্গেও ফোনে যোগাযোগ করল কিন্তু তারপর মেয়েটি গেল কোথায়?"

"বড়ই রহস্যময়।"

"অথচ এই টেনশনের মধ্যে কালাচাঁদ এবং মিঃ চন্দ দুজনেই বসে আছেন আমাকে নিয়ে যাবেন বলে।"

"তুই চলে যা। তনুশ্রীর ব্যাপারে আমি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে খোঁজখবর নিচ্ছি। তুই গিয়ে ডেড বডি পরীক্ষা না করা পর্যন্ত ওটা দাহ করা যাবে না।"

আমি রিসিভার নামিয়ে যাবার জন্য তৈরি হয়ে রাখহরিকে সাবধানে থাকতে বলে ওঁদের বললাম, "চলুন।"

BanglaBook.org

পুলিশের গাড়ি বাইরেই অপেক্ষা করছিল।

রাইফেলধারী দুজন কনস্টেবলও অপেক্ষা করছিল সেখানে।

আমরা গিয়ে গাড়িতে চেপে বসতেই কালপ্যাঁচাটা আবার ভয়াবহ স্বরে ডেকে উঠল, "শ্যাঁস-শ্যাঁস-শ্যাঁস—!"

ভয়ে বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল।

এই রাতে চারদিক এখন সুনশান। পুলিশের জিপ ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে। জিপের আরোহী মাত্র তিনজন। ড্রাইভার, মিঃ চন্দ এবং আমি। কালাচাঁদবাবু এবং কনস্টেবল দুজন দ্বিতীয় হুগলি সেতু পার হবার পরই নেমে গেছেন।

একসময় আমিই নীরবতা ভঙ্গ করলাম, "আমাদের যেতে হবে কতদূর?"

"অনেকদূর। নদীয়া মুর্শিদাবাদ বর্ডারের কাছে। রঘুনাথপুর।"

"তার মানেই তো রাত কাবার।"

"তা হবে। ভোরের আগে পৌঁছনো সম্ভব নয়। অবশ্য গাড়ি যদি একটানা চলতে থাকে। মাঝে অবশ্য একবার রানাঘাটে থেমে একটু চা-মিষ্টি খেয়ে নেবো। রানাঘাটের পানতুয়ার নাম শুনেছেন তো?"

"শুনেছি কেন খেয়েওছি। ছানার কোনও বালাই নেই, সুজিতে ভর্তি।"

"দূর মশাই, কী খেয়েছেন তা হলে?"

"বললাম তো খেয়েছি।"

দমদম বিমানবন্দর পেরিয়ে কলকাতা ছেড়ে রাতের অন্ধকারে আমাদের গাড়ি ছুটছে।

রাত প্রায় তিনটে নাগাদ রানাঘাটে গিয়ে পৌঁছলাম আমরা। এত রাতেও এখানে বেশ কয়েকটা চায়ের দোকান খাবারের দোকান খোলা রয়েছে দেখলাম। আমরা এক জায়গায় বসে চা-বিস্কুট খেয়ে এখানকার মাখা সন্দেশ আর বিখ্যাত পানতুয়া খেলাম। মন্দ লাগল না। এর আগে যেরকম খেয়েছি সেরকম মনে হল না। ভালই লাগল খেতে।

চন্দ বললেন, "কী! কেমন লাগল?"

বললাম, "সত্যই ভালো। অত্যন্ত সুস্বাদু।"

"দোকান চিনে খেতে হয় মশাই, বুঝলেন?"

"ফেরবার পথে ভাবছি হাঁড়ি ভর্তি করে নিয়ে যাব। তারপর ফ্রিজে রেখে রোজ একটা দুটো করে...।"

চন্দ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলেন।

জলযোগ পর্ব শেষ হতেই আমরা ওখানকার থানায় গেলাম যোগাযোগ করতে। এইরকমই নির্দেশ ছিল আমাদের ওপর। আমরা যোগাযোগ করলে ওই থানার একজন ইনসপেক্টর আমাদের গাড়িতে উঠে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন অকুস্থলে।

BanglaBook.org

আকাশ ভালভাবে পরিষ্কার হবার আগেই আমরা পৌঁছে গেলাম যথাস্থানে।

ওখানকার ওসি আমাদের অভ্যর্থনা করে স্মিত হেসে বললেন, "আসুন চ্যাটার্জিবাবু, আপনার নাম শুনেছি কিন্তু সামনাসামনি দেখলাম এই প্রথম। ভাবতে পারেন, আমরা কোন রাজত্বে বাস করছি?"

"কেন, স্বাধীন ভারতেই বাস করছি। জনসংখ্যাবৃদ্ধি পেলে এরকম কিছু না কিছু হবেই।"

"তাই বলে এমন ঋষিতুল্য মানুষকে কেউ খুন করে?"

"খুনিদের কাছে মুনি ঋষি সাধারণ মানুষ সব এক।"

মিঃ চন্দ বললেন, "কই চলুন, কোথায় আপনাদের ডেডবডি আগে দেখান।"

ওসি আমাদের নিয়ে গেলেন যেখানে ডেডবডি রাখা ছিল সেইখানে। দেখেই শিউরে উঠলাম। উঃ! কী নৃশংসভাবেই না স্ট্যাবিং করা হয়েছে মানুষটিকে।

চন্দ বললেন, "একেবারে পাকাপোক্ত পেশাদার খুনিকে দিয়েই করানো হয়েছে কাজটা।"

ওসি বললেন, "এবং প্রকাশ্য দিবালোকে।"

মিঃ চন্দ বললেন, "আপনার কী মনে হয় স্যার? এটা কোনও পলিটিক্যাল মার্ডার?"

ওসি বললেন, "তা ছাড়া আর কী-ই বা হতে পারে? একসময় তো উনি ভোটে দাঁড়াতেন। রাজনীতি করতেন।"

আমি ততক্ষণে যা দেখবার তা দেখে নিয়েছি। নিয়ে বললাম, "না এটা পলিটিক্যাল মার্ডার নয়।"

চন্দ বললেন, "সে কী মশাই! রাজনীতির লোক প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হল অথচ আপনি বলছেন এটা পলিটিক্যাল মার্ডার নয়।"

"শুধু তাই নয়, কোনও পেশাদার খুনিকে দিয়েও করানো হয়নি খুনটা। এবং এই খুনের জন্য কোনও তীক্ষ্ণ ছোরাও ব্যবহার করা হয়নি।"

ওসি এবং চন্দ দুজনেই বললেন, "আমরা কিন্তু আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।"

"সেটা আপনাদের ব্যাপার।"

"কিন্তু কেন আপনি এত জোর দিয়ে বলছেন যে এটা পলিটিক্যাল মার্ডার নয়, তা জানতে পারি কী?"

অবশ্যই পারেন। প্রথমত ওই ধরনের হত্যাকারীরা প্রকাশ্য দিবালোকে এমন একজন মানুষকে খুন করার জন্য কখনও ওইরকম অস্ত্র ব্যবহার করবে না। খুব ঠাণ্ডা মাথায় পিস্তল অথবা রিভলভারের সাহায্যই নেবে এরা। আর পেশাদার কোনও ভাড়াটে খুনিকে দিয়ে ছুরিকাঘাতে খুন করালেও সেইসব খুনিদের ধরন-ধারণ

BanglaBook.org

আলাদা। তারা গলা বুক এবং পেট তীক্ষ্ণ ছোরাকে বিদ্ধ করে যেভাবে টেনে নামায় এক্ষেত্রে তা-ও হয়নি। এমনকী ক্ষতস্থান লক্ষ্য করলে বোঝাই যায় চপার বা ছোরা কোনওটিই প্রয়োগ করা হয়নি এক্ষেত্রে। কিন্তু তবুও যে ধরনের ধারালো অস্ত্র এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে সেটা যে কী তাও তদন্তের বিষয়।"

ওসি এবং মিঃ চন্দ দুজনেই এবার একমত হলেন আমার কথায়।

আমি বললাম, "এই বাপারে সন্দেহজনক সেরকম কাউকে কি গ্রেফতার করা হয়েছে?"

"হ্যাঁ। ভোচন নামে স্থানীয় এক সমাজবিরোধীকে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে। সিনেমা হলে টিকিট ব্ল্যাক, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা তোলা, অবাধে গুণ্ডামি এমনকী খুনের অভিযোগও আছে তার বিরুদ্ধে।"

"খুনের অভিযোগ!"

"হ্যাঁ। লালগোলা প্যাসেঞ্জারের একজন আর.পি.এফ.-কে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দেয় ও।"

"সে কী! তারপরও সে লোকের মধ্যে বুক ফুলিয়ে বেড়ায় কী করে?"

"প্রমাণের অভাব! ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে কে?"

"সেই লোকটার কাছে আমাকে একবার নিয়ে যেতে পারেন?"

"চলুন।"

লক-আপে রাখা সেই ভোচন নামের লোকটির কাছে গিয়ে দেখি যেন একটা বুনো চিতাকে কেউ জোর করে আটকে রেখেছে সেখানে।

আমি গিয়ে সরাসরি লোকটির দিকে তাকিয়ে বললাম, "জগদানন্দবাবুর খুনের ব্যাপারে সন্দেহজনক ব্যক্তি হিসেবে তোমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ব্যাপারে কি তোমার কিছু বক্তব্য আছে?"

"আছে। অন্যায় আমি দেখতে পারি না। সহ্যও করি না। কাউকে অন্যায় করতে দেখলেই আমি পেটাই, তাতে আমার জেল হোক, ফাঁসি হোক, যা হয় হোক।"

"এ তো খুব ভাল কথা। কিন্তু অন্যায় তুমি নিজেও তো করো। টিকিট ব্ল্যাক করো, তোলা আদায় করো, আরও অনেক কিছুই তো করো।"

"সেটা করি পেটের দায়ে।" বলে ও.সি.-কে দেখিয়ে বলল, "এই সম্বন্ধীকে তো আমি অনেক করে বলেছিলাম আমাকে একটা কনস্টেবলের চাকরি অথবা নিদেনপক্ষে একটা পিওনের চাকরিও করে দিতে। খারাপ রাস্তা আমি একেবারেই ছেড়ে দেব। এমন কি এই অঞ্চলে আমি যতদিন থাকব কাউকে মাথা তুলতেও দেব না। উনি কি শুনেছিলেন আমার কথা? যেমন শুনলেন না, এখন তার ফল ভোগ করুন।"

আমি বললাম, "শোনো ভাই, আজকের দিনে কাউকে একটা চাকরি করে দেওয়া

BanglaBook.org

সহজ ব্যাপার নয়। তা ছাড়া তুমি দাগি আসামী। পুলিশ ভেরিফিকেশনেও তোমার রেকর্ড অত্যন্ত খারাপ। অতএব সরকারি চাকরি তোমার কী করে হবে? তা ছাড়া বয়সের সীমাও পার হয়ে গেছে তোমার।"

ভোচন বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, "বাঃ দাদা, বাঃ। বেশ কথাটি বললেন তা হলে। আপনারা আমাকে সৎ উপায়ে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন না অথচ আমি জীবনে বাঁচার জন্য কোনও ধান্ধাবাজি করলে আমাকে বলবেন সমাজবিরোধী, এই জিনিসটা কিন্তু ঠিক হল না।"

ওসি বললেন, "ঠিক আছে। তোর জন্য আমি চেষ্টা করব। এখন বল জগদানন্দবাবুর খুনের বাপারে তুই কিছু জানিস কি না?"

"সেটা যদি জানতাম তাহলে এতক্ষণে আমি সে খুনির মাথাটাকে বল্লমে গেঁথে শহরময় নেচে বেড়াতাম। কিন্তু আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না এই খুনের ব্যাপারে এত লোক থাকতে আমাকেই বা কেন সন্দেহ করা হল আর কেনই বা আমাকে আটকে রাখা হয়েছে বিনা কারণে?"

আমি বললাম, "আসলে তুমি খুব শান্তশিষ্ট মানুষ তো, সমস্ত রকমের গণ্ডগোলের মধ্যমণি। তাই তোমাকেই প্রথম সন্দেহ করা হয়েছে। তবে এখন মনে হচ্ছে তুমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। অতএব তুমি যেতে পারো।"

ভোচন মুক্তি পেয়ে প্রথমেই প্রণাম করল আমাকে। তারপর আমার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলল, "আপনাকে এখানে প্রথম দেখছি। আপনি কি আমাদের এখানে পোস্টিং নিচ্ছেন স্যার?"

আমি সে কথার উত্তর না দিয়ে বললাম, "তুমি এখন যেতে পারো।"

ভোচন চলে যাচ্ছিল।

আমি ডাকলাম, "শোনো।"

ও ঘুরে তাকাল।

"তুমি তো অন্ধকার জগতের মানুষ। যদি এই ব্যাপারে সন্দেহজনক কোনও কিছুর গন্ধ পাও তাহলে আমাকে জানিও। আমি জগদানন্দবাবুর বাড়িতেই কয়েকটা দিন আছি।"

"নিশ্চয়ই জানাবো। ওঁর মতো মানুষকে যারা খুন করে তাদের একজনকেও যদি খুঁজে বের করতে পারি তাহলে সেটাই হবে আমার অনেক খারাপ কাজের মধ্যে একটা ভাল কাজ।"

ভোচন চলে গেলে আমি ওসি-র সঙ্গে জগদানন্দবাবুর বাড়িতে এলাম। মিঃ চন্দ থানা থেকেই বিদায় নিলেন।

জগদানন্দবাবুর বাড়িটি পৈত্রিক। সেকেলে জমিদার বাড়ি। এতবড় বাড়িতে কিন্তু লোকজন খুবই কম। জগদানন্দবাবু বিয়ে করেননি। তবে তাঁর ভাই, ভাইবউ আর

BanglaBook.org

একমাত্র ভাইঝি তনু অর্থাৎ তনুশ্রীকে নিয়ে সুখের সংসার তাঁর। চিরটাকাল মানুষের উপকার করে এসেছেন। বিপদে আপদে মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। অথচ সেই মানুষেরই কী পরিণতি আজ।

তনুশ্রীর বাবা-মা দুজনেই ভেঙে পড়েছেন খুব। এক তো জগদানন্দবাবুর ওই মৃত্যু, তার ওপরে তনুশ্রীর নিখোঁজ হওয়া। একমাত্র মেয়ের শোকে তাই পাগলের মতো অবস্থা ওঁদের।

যাই হোক, জিজ্ঞাসাবাদের পর জানলাম জগদানন্দবাবুর খুন হওয়ার সংবাদ রণেন্দুকে জানানোর পর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যায় মেয়েটি। ওদের পারিবারিক অ্যালবামে তনুশ্রীর যে সব ছবি দেখলাম তাতে বুঝেই নিলাম তনুশ্রী এক অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে। বছর পঁচিশের এক যুবতী। তবে কি এই মেয়েটিকে কেন্দ্র করেই জগদানন্দবাবুর খুন হওয়া? কিন্তু মুশকিল এই যে হাজার জিজ্ঞাসাবাদেও এই ব্যাপারে আমার কাজে লাগে এমন কোনও সূত্রই পেলাম না ওঁদের কাছ থেকে। তনুশ্রীর বাবা-মা বললেন, "ওর নিখোঁজ হওয়াটা আমাদের কাছে সত্যই রহস্যময়।"

অবশেষে আমি খোঁজখবর নিতে নিতে একসময় সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম যেখানে গতকাল দুপুরবেলা জগদানন্দবাবু খুন হয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে আশপাশের দোকানদারদের মুখে শুনলাম জগদানন্দবাবু একটা সাইকেল রিকশায় করে দুপুরবেলা ফিরছিলেন। হঠাৎ একজন ষণ্ডামার্কা লোক কালোকাপড়ে মুখ ঢেকে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর ওপর। রিকশাওয়ালাকে এক ঝটকায় ফেলে দিয়ে উপর্যুপরি আক্রমণ চালায় তাঁর ওপর। অনেক দোকানেরই তখন ঝাঁপ বন্ধ। যে দু'একটা দোকান খোলা ছিল, তাদের লোকজনরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই আততায়ী চোখের পলকে উধাও হয়ে যায়।

একজন পানওয়ালা আগাগোড়া ঘটনাটি দূর থেকে লক্ষ করেছিল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি তো এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, এখন বলো তো হত্যাকারীরা ক'জন ছিল?"

পানওয়ালা বলল, "একজনই।"

"লোকটাকে তোমরা বাধা দিলে না কেন?"

"তাকে বাধা দেওয়া আমার একার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাকি যারা ছিল তারাও এমন অভাবনীয় নৃশংস দৃশ্য দেখে হতচকিত হয়ে পড়েছিল। খুন করে হত্যাকারী চলে যাবার পর আমরা যখন এগিয়ে যাই তখন আর কোনও আশা ছিল না। সব শেষ। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ওঁর বাড়ির লোকরা আসেন। থানা পুলিশ হয়। তারই মধ্যে ফোন করতে গিয়ে তনুদিদি উধাও হয়ে যান। কেন যে এমন হল তা আমরা কেউই বুঝে উঠতে পারছি না। তার কারণ, এই অঞ্চলে এই পরিবারের কোনও শত্রু নেই।"

BanglaBook.org

উপর্যুপরি আক্রমণ চালায়

সব শোনার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আততায়ী কি হেঁটেই চলে গেল, না সঙ্গে কোনও গাড়ি ছিল?"

"আজ্ঞে একটা সাইকেল ছিল। সাইকেলটা গঙ্গার ধারে ফেলে রেখে সাঁতার কেটে সে ওপারে চলে যায়।"

আমি আর কোনও জিজ্ঞাসাবাদ না করে ঘরে ফিরে এলাম। তারপর বাড়িতে স্নান শেষ করে বাইরের হোটেলে খেয়ে এলাম। জগদানন্দর ভাই, ভাই-বউ আমাকে ওঁদের ওখানেই খেতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি ওঁদের মানসিক অবস্থা দেখে রাজি হইনি।

দুপুরে বিশ্রামের পর যখন বেরোতে যাচ্ছি তেমন সময় ভোচন এল। বললাম, "কী ব্যাপার?"

"এমনিই এলাম দেখা করতে। যদি কোনও কাজে লাগি।"

"এসে ভালই করেছ। তোমাকে নিয়েই চারদিক তোলপাড় করব আমি। এখন কলকাতায় একটা ফোন করা যায় কীভাবে?"

"কেন, জগদানন্দবাবুর বাড়িতেই তো ফোন আছে।"

আমি বললাম, "তাই তো! এই কথাটা তো আমার মনে হয়নি। এমন বড়মাপের একজন মানুষ, তাঁর বাড়িতে টেলিফোন তো থাকবেই। তবে এস.টি.ডি. ফেসিলিটি আছে কিনা সেটা অবশ্য দেখতে হবে।"

কিন্তু ফোন করতে গিয়েই হতাশ হলাম। শুনলাম ওঁদের ফোন গত তিন-চারদিন ধরে বিকল হয়ে পড়ে আছে। এখন প্রশ্ন হল তনুশ্রী তাহলে কলকাতায় রণেন্দুকে ফোন করেছিল কোথা থেকে? সেই জায়গাটা খুঁজে বের করতে পারলে ওর অন্তর্ধান রহস্যের সূত্র একটা পাওয়া যাবেই।

এই ব্যাপারে ভোচন আমাকে খুবই সাহায্য করল। ও বলল, "একমাত্র ডাঃ সরকারের বাড়ি ছাড়া আর কোথাও থেকেই কলকাতায় ফোন করা সম্ভব নয়।"

অতএব আমরা ডাঃ সরকারের বাড়ি গেলাম।

ডাঃ সরকার বললেন, "হ্যাঁ, তনুশ্রী এসেছিল, ফোনও করেছিল, কিন্তু তার পরের খবর তো বলতে পারব না।"

আবার শুরু হল তদন্তের কাজ। জিজ্ঞাসাবাদের পালা। খোঁজ নিতে নিতে জানা গেল ডাঃ সরকারের বাড়ি থেকে বেরনোর পরই ওর পরিচিত এক যুবককে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে তনুশ্রী। তারপর তারই গাড়িতে চেপে উধাও হয়ে যায়।

রহস্যের পর রহস্য।

পরিচিত যুবক যদি হবে তবে তার সঙ্গে এমন রহস্যময়ভাবে উধাও হবে কেন তনুশ্রী? তাছাড়া জরুরী কোনও কাজে গেলে এই দুঃসময়ে বাড়িতে অন্তত একটা খবর দিয়ে তো যাবে?

BanglaBook.org

আততায়ী গঙ্গা পার হয়ে চলে গেল।

তনুশ্রী হঠাৎ করে হারিয়ে গেল ফোন করে ফেরার পথে। কেসটাও কিডন্যাপের নয়। কেননা তনুশ্রী স্বেচ্ছাতেই গেছে।

ব্যাপারটা কিরকম যেন জট পাকিয়ে গেল।

তবুও আর একবার বাড়ি ফিরে ওর বাবা-মা'র কাছে জানতে চাইলাম ওই যুবকের ব্যাপারে।

তনুশ্রীর বাবা ছিলেন না। কাজ মিটে যাওয়ায় মর্গ থেকে ডেডবডি নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলেন। ওর মা বললেন, "আমাদের পরিচিত একজনই আছে। সে হল শুভেন্দু। ওদের নিজেদের একটা গাড়ি আছে, মারুতি। কিন্তু সেই মারুতি চেপে ওরা গেলই বা কোথায়?"

আমি বললাম, "কিছু যেন মনে করবেন না, শুভেন্দুর সঙ্গে তনুশ্রীর সম্পর্কটা কীরকম?"

"শুভেন্দু বড়লোকের ছেলে। আমাদের পাশের গ্রামেই ওর বাড়ি। এখন অবশ্য ভাল চাকরি পেয়ে কলকাতায় আছে। শুভেন্দুর সঙ্গে তনুর বিয়ে হোক এটা আমরা মনেপ্রাণে চাই। কিন্তু আমার ভাসুর অর্থাৎ তনুর জ্যেঠুমণির ঘোর আপত্তি থাকায় সেটা আজও সম্ভব হয়ে ওঠেনি।"

"ওঁর আপত্তির কারণটা কী ছিল? শুভেন্দু ভাল ছেলে নয়?"

"অত্যন্ত ভাল ছেলে। তবে কিনা আমার তনু হচ্ছে ওর জ্যেঠুমণির প্রাণ। তাই উনি চেয়েছিলেন তনুর বিয়ে এমন একজনের সঙ্গে হোক যে কিনা শিক্ষিত কিন্তু গরিবের ছেলে। আমাদের পরিবারে ছেলের মতোই থাকবে এবং বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করবে। শুভেন্দুর পক্ষে যেটা করা একেবারেই অসম্ভব।"

সন্দেহের কাঁটা মনের মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে বিঁধে গেল এবার। তবে কি জগদানন্দবাবুর খুন হওয়ার পেছনে শুভেন্দুর কোনও পরিকল্পনা আছে? কিন্তু তনুশ্রী পালিয়ে গেল কেন? তবে কি ফোনটা শুভেন্দুর কলকাতার ফ্ল্যাটে বসেই যুক্তি করে করেছে ওরা?

এই ব্যাপারে আমি আর কোনও জিজ্ঞাসাবাদ না করে চুপ হয়ে গেলাম।

সন্ধেবেলা গঙ্গার ঘাটে গেলাম জগদানন্দবাবুর অন্ত্যেষ্টি দেখতে। বহু গণ্যমান্য লোক এসে জড় হয়েছিলেন সেখানে। আমি এখানেও অনুসন্ধান করতে লাগলাম। আততায়ী যে ঘাটে গঙ্গা পার হয়েছিল সেই ঘাটে এলাম। যে সাইকেল ব্যবহার করা হয়েছিল সেই সাইকেলের মালিকের খোঁজ নিলাম। মালিক হচ্ছে এখানকারই এক শ্মশানকর্মী রামহরি ডোম। তিন চারদিন হল জমিজমা সংক্রান্ত কী একটা মামলার কাজে সে কলকাতায় গেছে। তবে ওর এই সাইকেলে চাবি দেওয়া থাকে না, তাই ইচ্ছেমতো যে কেউ সেটাকে ব্যবহার করে। রামহরির দুটো বিয়ে। এক বউ থাকে

BanglaBook.org

এই শ্মশানেই একটি ঝুপড়িতে, অপরজন ত্রিবেণীতে। তবে ও নিজে এই শ্মশান জাগিয়েই বসে থাকে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে শব দাহ করে, চোলাই মদের ব্যবসা করে, অত্যধিক নেশা করে আর এইখানকার ঘাট জমা নিয়ে প্রচুর আয় করে সারা বছরে। তবে বর্তমানে এই ঘাট ওর হাতছাড়া হয়ে বীরপুরের মানিক মণ্ডলের হাতে চলে যায়। সেই সংক্রান্ত মামলাতেই কলকাতায় গেছে ও।

যাই হোক, শ্মশানে আমি শেষপর্যন্ত থেকে সবার সঙ্গেই বাড়ি ফিরে এলাম।

সে রাতে অনেক চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারলাম না আমি। সারারাত তনুশ্রীর কথা ভাবতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম শুভেন্দুর কথা। কাল সকালের মধ্যে শুভেন্দুর কলকাতার ঠিকানা সংগ্রহ করে রণেন্দুকে জানাতে হবে। জানাতে হবে কলকাতার পুলিশকে। হয়তো ওরা ওখানেও থাকবে না। কিন্তু যেখানেই থাকুক না কেন ধরা ওরা পড়বেই।

পরদিন ভোরে যখন সামান্য একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি ঠিক তখনই রণেন্দুর গলা শুনতে পেলাম। ধড়মড়িয়ে শয্যা ত্যাগ করে উঠেই দেখি সত্যসত্যই রণেন্দু। কিন্তু তার সঙ্গে যাদের দেখলাম তাদের দেখব বলে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমার পরিকল্পনার সমস্ত ছকটাই যেন পাল্টে গেল। দেখলাম রণেন্দুর পাশে সুন্দরী তনুশ্রী ও এক সুদর্শন যুবক। এই যুবকই যে শুভেন্দু তা সহজেই অনুমান করা যায়। এ কী করে সম্ভব? তবে কি আমার ধারণাটাই ভুল?

আমি রণেন্দুকে নিভৃতে বসিয়ে সব কথা খুলে বললাম।

রণেন্দু বলল, "তাহলে শোন ব্যাপারটা কী হয়েছিল। তনুশ্রী ডাঃ সরকারের বাড়ি থেকে ফোন করে রাস্তায় নামতেই হঠাৎ করে ওর দেখা হয়ে যায় শুভেন্দুর সঙ্গে। শুভেন্দু ওর জ্যেঠুমণির ওই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা শুনেই শিউরে উঠল। ও কলকাতা ফিরছিল। বলল, "তোমার জ্যেঠুমণি খুন হওয়া মানে তো বিরাট এক ষড়যন্ত্রের ব্যাপার, তুমি মনে করো না যে এইখানেই এর শেষ, এই ঘটনার পর তোমার দিকেও নজর দেবে ওরা। ওদের টার্গেট ছিল হয়তো তুমি। এখন পথের কাঁটা সরিয়ে তোমাকে ওরা কিডন্যাপ করবে। তাই আমার মনে হয় এইভাবে ফোনে যোগাযোগ না করে এখনই তোমার কলকাতায় গিয়ে তোমাদের উকিলবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে কলকাতা থেকে ভাল গোয়েন্দা আনিয়ে তদন্ত করানো উচিত।" শুভেন্দুর কথা শুনে তনুশ্রী বলে তোমার কথা। ওর নোটবুকে আমার কাছ থেকে পাওয়া তোমার ফোন নাম্বারও ছিল। ও তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শুভেন্দুর গাড়িতে উঠে বসে। উত্তেজনার মাথায় পরিচিত একজনকে দিয়ে বাড়িতে খবর পাঠিয়েই চলে যায় ওরা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যাকে দিয়ে খবর পাঠানো হয় সে খবর দেওয়া তো দূরের কথা, খুনের কথা শুনে ভয়ে আর ওদের বাড়ির দিকেই যায়নি।"

BanglaBook.org

আমি বললাম, "গল্পটা ওরা ভালই বানিয়েছে। তারপর?"

রণেন্দু বলল, "না না গল্প নয়। কিছু বদ প্রকৃতির ছেলে ইদানীং খুব বিরক্ত করছিল তনুকে, তাই ওরা এইরকম আশঙ্কা করেছিল। তা যাক, আসলে ওরা কলকাতা থেকে পুলিশ কুকুর বা ঝানু গোয়েন্দাকে আনাবার ব্যবস্থাই করতে চেয়েছিল। সেই কারণে বাড়ি গিয়ে সব কথা বলে আসবার সময় পায়নি। আর শুভেন্দুও এতই নার্ভাস হয়ে পড়েছিল যে দারুণ একটা অমঙ্গলের আশঙ্কা করে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল তনুশ্রীকে। ইতিমধ্যে ওরা গাড়ি নিয়ে আসবার সময় নৈহাটির কাছে ওদের গাড়িটা যায় খারাপ হয়ে। ঠিক সেইসময় ব্যান্ডেলগামী একটা লোকাল দেখতে পেয়ে তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়ে ওরা।"

"গাড়িটা রাস্তায় ফেলে রেখেই?"

"না। দুজনে মিলে গাড়িটাকে ঠেলতে ঠেলতে কোনওরকমে এক জায়গায় সারাতে দিয়েই চলে আসে।"

"তারপর?"

"ব্যান্ডেলে এসে তোকে ফোন করতে গিয়েই হঠাৎ গা মাথা ঘুরে পড়ে যায় তনু। শুভেন্দু তখন উপায়ান্তর না দেখে ওকে নিয়ে চলে যায় চুঁচুড়া হাসপাতালে। পরে খবর পেয়ে আমি যখন দেখতে আসি তুই তখন তদন্তের কাজে চলে এসেছিস এখানে।"

সব শুনে আমি বললাম, "আমার সমস্ত অঙ্কটাই তাহলে ভুল হয়ে গেল। আমি কিন্তু ঘটনার গতি-প্রকৃতি দেখে এদের দুজনকেই সন্দেহ করেছিলাম।"

"স্বাভাবিক। তবে এখন তুই অন্য কোনওভাবে চিন্তাভাবনা কর।"

আমি বললাম, "তাই করতে হবে দেখছি।" বলে মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে রণেন্দুকে সঙ্গে নিয়েই গঙ্গার ঘাটে এলাম।

রণেন্দু বলল, "তুই কি এ ব্যাপারে পুলিশ কুকুরের সাহায্য নিতে চাস?"

"লাভ কী? খুনি তো গঙ্গা পার হয়ে পলাতক। তার নাগাল এখন পাবে কে? তনুশ্রী যদি হঠাৎ করে উধাও হয়ে না যেত তাহলে কিন্তু এতক্ষণে অন্য কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারতাম আমি।"

"এই খুনের ব্যাপারে এখন তোর সন্দেহের তীর কার দিকে?"

"কারও দিকেই নয়, কারণ এটা রহস্যময় খুন। তবে একজন ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাকে আরও কয়েকটা দিন এখানে অপেক্ষা করতে হবে।"

"কে সে?"

"এখানকার শ্মশানকর্মী রামহরি ডোম। সেই বলতে পারবে তার ওই সাইকেল কারা কারা ব্যবহার করত। কেননা ওর ওই সাইকেল যে ব্যবহার করেছে সে ওর বিশেষ পরিচিত। যদিও ঘটনার দিন সে এখানে ছিল না তবুও কয়েকজনের নাম

BanglaBook.org

অন্তত সে বলতে পারবে।”

এমন সময় হঠাৎ করে দেখা হয়ে গেল ভোচনের সঙ্গে। ভোচনকে আমার খুবই ভাল লেগে গেছে। অমন একজন দুর্ধর্ষ গুণ্ডা, অথচ কত নম্র ও বিনয়ী।

আমি ভোচনকে বললাম, “আচ্ছা ভোচন, রামহরির বউ কি বলতে পারে না সেদিন ওই সাইকেলটা দুপুরবেলা কে নিয়েছিল?”

“পারা তো উচিত। আবার নাও পারে। কেননা এটা তো বারোয়ারির সাইকেল হয়ে গেছে। যে.কেউ যখন তখন নেয়। চলুন তো দেখি।”

আমরা শ্মশানের প্রান্তে রামহরির ঘরের দিকে চললাম। রণেন্দু আমি আর ভোচন।

রামহরির বউটা অত্যন্ত মুখরা। আমরা গিয়ে রামহরির কথা জিজ্ঞেস করতেই অশ্রাব্য গালিগালাজ শুরু করল। তবে বেশিক্ষণ নয়, ভোচনের চোখের দিকে তাকিয়েই একসময় চুপ হয়ে গেল সে।

আমরা স্থানত্যাগ করে শ্মশানের আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম।

ভোচন বলল, “এই রামহরিকে কিন্তু যা তা লোক ভাববেন না। কী হারে যে পয়সা রোজগার করছে ও তা ভাবলে অবাক হয়ে যাবেন। ওই যে সাইকেল, বারোয়ারির। ও তো ওর কেনা নয়, কার জিনিস কোথা থেকে চুরি করে নিয়ে এসেছে তা কে জানে? তারপরে ওই দেখুন, ও-ধারে ওর চোলাই মদের ঠেক। তা ছাড়া সাইকেল চুরির চক্র একটা আছে। সুদে টাকা খাটায়। আর তার চেয়েও বড় কাজ যেটা করে সেটার ব্যাপারে অনেকেই জানে না। যত বেওয়ারিশ মড়াকে ও পোড়াতে নিয়ে এসে বস্তাবন্দী করে এই গঙ্গার জলে ডুবিয়ে রেখে পচতে দেয়। তারপর সে গুলো পরিষ্কার করে আস্ত কঙ্কালগুলো বিক্রি করে চড়া দামে।”

রণেন্দু আমি দুজনেই অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, “সে কী! কই চলো তো দেখি!”

ভোচনের সঙ্গে ছোট একটা জঙ্গল পার হয়ে এক জায়গায় গিয়ে দেখি দুর্গন্ধে আর টেকা যাচ্ছে না। কতকগুলো দড়ি বাঁধা বস্তা গঙ্গার জলে ডোবানো আছে। তাকে ঘিরে কাক-শকুন উড়ছে। আর দড়ির প্রান্তগুলো বাঁধা আছে গঙ্গার দিকে ঝুঁকে পড়া কিছু গাছের ডালে। সেইখানেই আশপাশে মরচে ধরা লোহার এমন কতকগুলো ছুরির মতো ধারালো জিনিস পড়ে আছে যা দেখেই শিউরে উঠলাম আমি। ওই দুর্গন্ধযুক্ত জায়গায় আর কিছুক্ষণ থাকলেই বমি উঠে আসত, তাই পালিয়ে এলাম। আসবার সময় মরচে ধরা একটা ছুরিও নিয়ে এলাম সঙ্গে।

ওই জিনিসটা হাতে নিতেই ভোচন হাঁ-হাঁ করে উঠল। বলল, “ফেলে দিন স্যার, বাজে জিনিস। চালের বস্তার ভেতর থেকে নমুনা সংগ্রহ করা বোমাযন্ত্রর মতোই এই ধারালো অস্ত্রগুলো। গায়ে করাতের মতো খাঁজ কাটা। এই অস্ত্র দিয়েই রামহরি পচা

BanglaBook.org

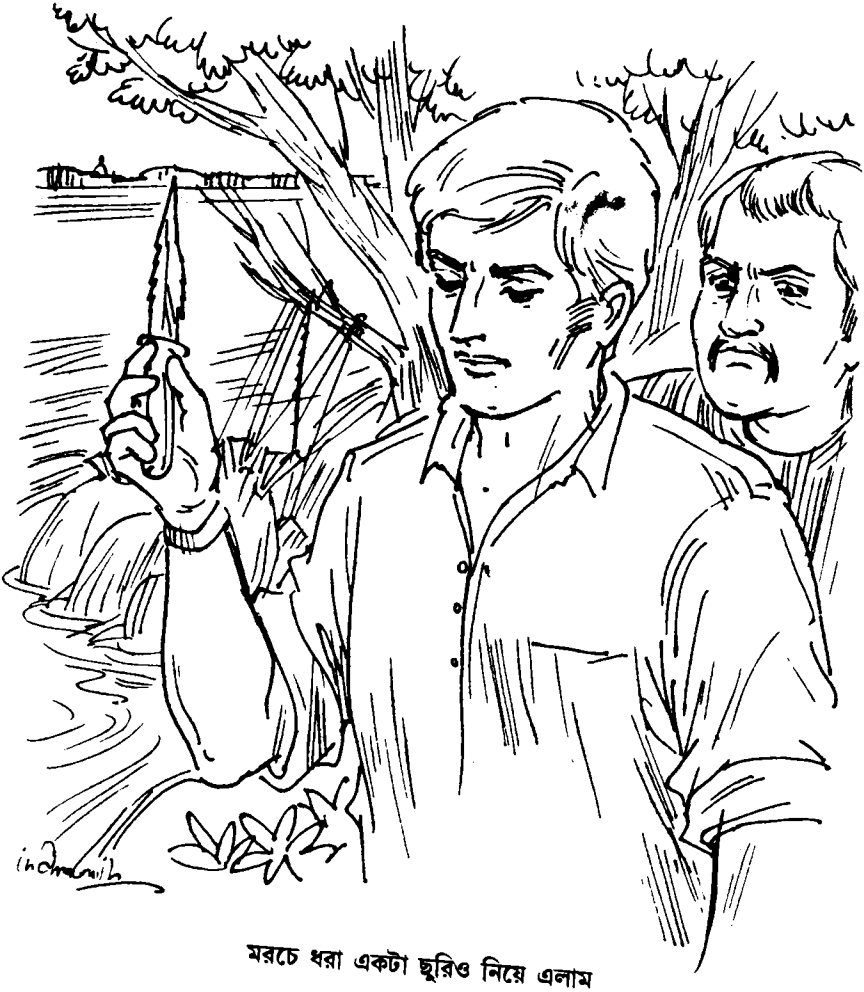

মরচে ধরা একটা ছুরিও নিয়ে এলাম

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

শবদেহ পরিষ্কার করে। ও নিয়ে আপনি কি করবেন?"

আমি হাসলাম। বললাম, "এই মুহূর্তে এটাকেই আমার বিশেষ প্রয়োজন। জগদানন্দ রায়ের হত্যারহস্যের জট খুলতে এটারও প্রয়োজন আছে।"

ভোচন চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "সেকি!"

"এখন তোমার প্রথম এবং প্রধান কাজ হল এইদিকে লক্ষ্য রাখা। আর রামহরি এলেই আমাকে খবর দেওয়া।"

আমি রণেন্দুকে নিয়ে ফিরে এলাম।

সে রাতেই রামহরির ফিরে আসার খবর পেয়ে থানা থেকে পুলিশ নিয়ে হাজির হলাম শ্মশানে।

পুলিশ দেখেই তো রামহরির চক্ষুস্থির।

আমরা তাকে কোনও কথা না বলে হাতকড়াটা দেখিয়ে একভাবে তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

অমন ভয়ঙ্করদর্শন রামহরির মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। অতিকষ্টে ভয়ে ভয়ে সে বলল, "আপনারা?"

"হ্যাঁ, আমরা। তুমি কি সব দোষ স্বীকার করে নিজের থেকেই ধরা দেবে? না আমরা মারতে মারতে নিয়ে যাব তোমাকে?"

"আ-আ-আমার অপরাধ?"

"জগদানন্দ রায়কে প্রকাশ্য দিবালোকে তুমি এইরকমই একটি ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করে গঙ্গা পার হয়ে পালিয়েছিলে।"

"মিথ্যে কথা। খুনের দিন আমি এখানে ছিলাম না। হাইকোর্টে কেস লড়তে গিয়েছিলাম।"

"সেরকম কোনও প্রমাণ মানে কাগজপত্তর তোমার আছে? তোমাকে যদি হাইকোর্টে নিয়ে যাওয়া হয় তুমি প্রমাণ করতে পারবে ওইদিন কোর্টে তোমার হাজিরা ছিল? আসলে তুমি মনে মনে খুনের ছক এঁকে কোর্টে তোমার হাজিরা দেওয়ার ধাপ্পা দিয়ে এখান থেকে উধাও হয়ে যাও। পরে কাজ হাসিল করে দু'দিন গা ঢাকা দিয়ে ফিরে এসেছ আজই। ঠিক কিনা বলো?"

রামহরি আর উত্তর দিতে পারল না। দু'হাতে মুখ ঢেকে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ইনসপেক্টর বললেন, "আর তুমি নিজেকে লুকোতে পারবে না রামহরি। ওইরকম একজন লোককে কেন তুমি এইভাবে খুন করলে সেটা আমরা জানতে পারি কি?"

রামহরি বলল, "হঠাৎ মাথা গরম করে উত্তেজনার মাথায় করে ফেলেছি কাজটা। উনি আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে বীরপুরের মানিক মণ্ডলকে সাহায্য করেছিলেন, শুধুমাত্র ওনার জন্যই রঘুনাথপুরের এই ঘাট আমার হাতছাড়া হয়ে যায়।

BanglaBook.org

তাই...।"

ইনসপেক্টরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "স্কাউন্ড্রেল।" বলেই হাতকড়া লাগালেন ওর হাতে।

হত্যাকারী ধরা পড়ল।

পরদিন সকালে রণেন্দুকে নিয়ে আমিও ফিরে এলাম কলকাতায়।

এর কিছুদিন পরেই শুভেন্দুর সঙ্গে তনুশ্রীর বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র পেলাম। তবে অত্যধিক কাজের চাপে সেই বিয়েতে আমি উপস্থিত হতে পারিনি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

যুগলময়ূরী

কী ভয়ঙ্কর দুর্যোগ। আজ ক'দিন ধরেই চলেছে একটানা ধারাবর্ষণ। থামবার নামটি নেই। ঘরে বসে হাঁফিয়ে উঠছি তাই। টিভি দেখতে ভাল লাগছে না। গল্পের বই পড়তে ভাল লাগছে না। কেমন যেন একঘেয়ে লাগছে। অথচ রাখহরির মধ্যে বিরক্তির কোনও বালাই নেই। সে দিব্যি জলে ভিজছে, ঘরের কাজ করছে, নিজের মনে গান গাইছে। বেশ আছে।

সকাল এখন সাড়ে ছ'টা। এই বৃষ্টিতেও কাগজওয়ালা ঠিক এসে কাগজ দিয়ে গেল। চারদিক জলময়। এই জল ভেঙে কী করে যে কাগজ নিয়ে এল বেচারি তা ভেবে পেলাম না।

সোফায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে খবরের কাগজের পাতায় যখন চোখ রেখেছি তখনই রাখহরি কতকগুলো নোনতা বিস্কুট আর কাপ ভর্তি ধুমায়িত গরম কফি এনে সামনে রাখল। আমি দারুণ খুশি হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "তুই কি জাদু জানিস?"

রাখহরি বলল, "এ তো রোজের ব্যাপার। এর মধ্যে জাদুর কিছু নেই। এখন বলুন, আজকের মেনুটা কী হবে? মাছ না মাংস?"

"যা তুই খাওয়াবি। তবে আজকের এই দুর্যোগে কিছুই পাবি না তুই। বাজারই বসবে না ভাল করে।"

"ও ব্যাপারটা আমারই ওপর ছেড়ে দিন। কী খাবেন তাই বলুন?"

আমি কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললাম, "মাছ পেলে মাছ, মাংস পেলে মাংস। তবে কিনা মুরগির মাংস নয়। আজ বরং খাসির মাংস নিয়ে আসিস।"

রাখহরি বর্ষাতিতে গা ঢেকে ওই বৃষ্টিতেই চলে গেল বাজারে।

আমি খবরের কাগজের প্রতিটি পাতায় সবরকম খবরই খুঁটিয়ে পড়তে লাগলাম। তবে সেরকম কোনও বিশেষ খবর আজকের কাগজে দেখলাম না। এর মধ্যে দুবার দুটি ফোন এল। একটি রণেন্দুর, অপরটি আমার এক সহকর্মী বন্ধুর। আমি চাকরি ছেড়ে দেওয়া সত্ত্বেও ওরা প্রায়ই আমার খোঁজখবর নেয়। সবারই অভিযোগ, চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে আমার কোন চতুর্বর্গ ফললাভটা হল? উত্তরে আমিও বলি, 'পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হলাম এটাই আমার সবচেয়ে বড় লাভ।' এমনকী আমি এও বলি, 'এখন আমার কোনও বাঁধন নেই। আপন মনেই ঘুরি-ফিরি,

BanglaBook.org

তদন্তের কাজ করি। আগের চেয়েও এখন আমি অনেক-অনেক ভাল আছি।'

বৃষ্টিটা আরও জোরে নামল।

এমন সময় বাড়ির সামনে গাড়ির আওয়াজ। হর্নের শব্দ শুনে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললাম। দরজাটা এমনই বন্ধ ছিল। রাখহরি যাওয়ার পরে আর ছিটকিনি লাগানো হয়নি।

দরজা খুলতেই দেখলাম বর্ষাতি মোড়া এক স্যুটেড-বুটেড যুবক গাড়ি থেকে নেমে হন হন করে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। চেনা কেউ বলে মনে হচ্ছে না। অথচ হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন কত পরিচিত। মাথায় টুপি ও বর্ষাতির কারণে মুখও দেখা যাচ্ছে না ভালোভাবে।

আগন্তুক আমার সামনে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, "ভেতরে ঢুকতে বলবি, না এখান থেকেই বিদায় নেবো?"

খুব পরিচিত না হলে কেউ এভাবে কথা বলবে না। তাই সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললাম, "সেইজন্যই তো দুয়ার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি বন্ধু।"

অতিথি এবার ঘরে ঢুকে বর্ষাতিটা এক কোণে রেখে জুতো খুলে বলল, "তোর বাথরুমটা কোথায় বল দেখি?"

আমাকে বলে দিতে হল না। ও নিজেই বাথরুম চিনে ঢুকে পড়ল। তারপর মুখ-হাত-পা ধুয়ে এসে আমি কিছু বলার আগেই সোফায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে বলল, "দশ বছর আগে রণেন্দুর সঙ্গে একবার তোর এখানে এসেছিলাম। তারপর এই। চিনতে পারছিস?"

এতক্ষণে চিনতে পারলাম। বললাম, "দিবাকর না?"

দিবাকর বলল, "চিনতে পেরেছিস তা হলে?"

"তোর যে ভোল পাল্টে গেছে। আগের চেয়ে একটু মোটাও হয়েছিস। গলার স্বর ভারি হয়েছে। চাপদাড়িতে মুখ ঢাকা পড়েছে অনেকটা। তার ওপর অনেকদিনের ব্যবধান, তাই চিনতে একটু অসুবিধে হল। তা হঠাৎ এতদিন বাদে আমাকে মনে পড়বার কারণ?"

দিবাকর বলল, "কারণ আছে। না হলে শুধু শুধু সময় নষ্ট করে কে আসে বল? বিশেষ করে আমি ব্যস্ত মানুষ।"

"তুই এখন আছিস কোথায়?"

"চন্দ্রপুরায়। কাল রাতে সদর স্ট্রিটে একটা হোটেলে ছিলাম। কোনওরকমে রাতটা কাটিয়ে আজ সকাল হতেই ছুটে এসেছি তোর কাছে। তোর ফোন নম্বরটা হারিয়ে ফেলেছি। তাই না জানিয়েই চলে এলাম।"

"বেশ করেছিস। ছোটবেলায় একসঙ্গে এক স্কুলে পড়তাম আমরা। বিকেলে অনুশীলন সমিতির মাঠে খেলা দেখতে যেতাম। কী সুন্দর ছিল সেই দিনগুলো।"

BanglaBook.org

"এখনকার দিনগুলো তেমনই বিরক্তিকর। তার ওপর ক'দিন ধরে যা লাগিয়েছে আকাশটা, থামবার আর নামটি নেই। এখন একটু চা খেয়ে দুপুরে খাওয়ার পাটটাও তোর এখানে সেরে তারপর বিদায় নেবো। তা তোর সেই ছেলেটা কোথায় গেল? রাখহরি না কী যেন নাম?"

বলতে বলতেই রাখহরি দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। ওর ব্যাগ ভর্তি বাজার। হাতে খাবারের প্যাকেট। এই বর্ষায় বুদ্ধি করে মুখরোচক কী এনেছে তা কে জানে?

আমি রাখহরিকে বললাম, "অনেকদিন বাঁচবিরে তুই। এইমাত্র তোর নামই হচ্ছিল।"

রাখহরি ওর স্বভাবসুলভ হাসি হেসে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের জন্য গরম সিঙাড়া আর চা নিয়ে এল।

দিবাকর একটি প্লেট হাতের কাছে টেনে নিয়ে বলল, "ভাগে কম পড়ল তো?"

রাখহরি বলল, "উঁহু। আমি কোনওকিছুই গোনাগুণতি আনি না। তা ছাড়া বাড়ির কাছেই দোকান। প্রয়োজন হলে...।"

যাই হোক, আমরা দু'বন্ধুতে চা-সিঙাড়া খেতে খেতেই নানারকম গল্পে মেতে উঠলাম।

রাখহরিও ওর কাজের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথার পর দিবাকর বলল, "শোন, যে জন্য এই দুর্যোগ মাথায় নিয়েও তোর এখানে আসা সে কথাই বলি এবার। কিছুদিন আগে প্রায় সব কাগজেই যুগলময়ূরীর একটা চাঞ্চল্যকর কাহিনী ছাপা হয়েছিল, তোর মনে আছে?"

ওর কথায় রহস্যের গন্ধ পেয়ে আমি নড়েচড়ে বসলাম। বললাম, "মনে আছে। ব্যাপারটা সত্যই রহস্যময়। ও নিয়ে আমিও অনেক ভাবনাচিন্তা করেছি। কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। তাই প্রায় ভুলেই যেতে বসেছিলাম ব্যাপারটা।"

"ভুলে গেলে চলবে না। ওই যুগলময়ূরীর অন্তর্ধান রহস্য তোকেই উন্মোচন করতে হবে। পারলে উদ্ধার করবি ওই দুর্লভ সম্পদ। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশনে তোর এখন নামডাক খুব। তাই এ কাজের উপযুক্ত তুই ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না। এই কাজের জন্য অবশ্য মোটা টাকা পারিশ্রমিকও পাবি।"

"পারিশ্রমিক পাওয়াটা আমার কাছে বড় কথা নয়। কাজে সাফল্য লাভ করাটাই আমার একমাত্র লক্ষ। যুগলময়ূরীর বৃত্তান্ত আকর্ষণীয়। তবে কিনা অনেক দেরি হয়ে গেছে। প্রায় একমাস আগে ঘটনাটা পড়েছি কাগজে। তার ওপর এখন এই ঘনঘোর বর্ষায়...।"

"আমি কিন্তু রম্যাণীকে কথা দিয়েছি। ও তোরই আশায় পথ চেয়ে বসে আছে।"

"রম্যাণী কে?"

"সুন্দরগড়ের রাজপরিবারের একমাত্র মেয়ে।"

BanglaBook.org

আমাদের আলোচনাটা বোধ হয় কানে গিয়েছিল রাখহরির। তাই আরও এক কাপ ধূমায়িত চা নিয়ে এসে আমাদের সামনে রেখে আগের কাপ-ডিশ ও প্লেটগুলো নিয়ে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল, "এই কেসটা আপনি কিন্তু নিতে পারেন। ওইখানকার ঘটনার কথা সেদিন খবরের কাগজে যা বেরিয়েছিল তা আমিও পড়েছি।"

দিবাকর বলল, "তা হলেই বুঝে দ্যাখ। কাগজে তো পড়েইছিস, তবু আমার মুখে শোন। আধকেজি ওজনের সোনার ওই যুগলময়ূরীর সর্বাঙ্গে ছোট বড় মিলিয়ে মোট একশ আটটি মূল্যবান হিরে বসানো ছিল। আর ময়ূরীদুটির মাথায় ছিল দুটি দুষ্প্রাপ্য বৈদুর্যমণি। ক্যাটস্ আই-এর মতো সেই মণি দুটি ছিল বিশ্বের সমাদরের এবং অত্যন্ত মূল্যবান। এই যুগলময়ূরী সুন্দরগড়ের ঐতিহ্য। এটি যে কত প্রাচীন তা ওই পরিবারেরও কেউ জানেন না। সুন্দরগড় রাজপরিবারের শেষ বংশধর বিষ্ণুকান্ত আচার্য। তিনি এখন বয়সের ভারে নত। তাঁর এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলেটি নাগপুরে এক রিসার্চ সেন্টারে বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করত। ওর নাম চন্দ্রকান্ত। মেয়ে রম্যাণী অনার্স গ্র্যাজুয়েট। গতবছর ছেলেটি নাগপুরে এক দুর্ঘটনায় মারা যায়। তার ঠিক একবছর পরেই এই যুগলময়ূরীর অন্তর্ধান। একদিন ভোরে বিষ্ণুকান্ত স্বপ্ন দেখলেন তাঁর বংশের ঐতিহ্য যুগলময়ূরী নীল আকাশে ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে। স্বপ্ন দেখেই তিনি উঠে এসে সিন্দুক খুলে দেখেন যুগলময়ূরী উধাও। একে তো পুত্রশোক, তার ওপর এই মূল্যবান সম্পদের অন্তর্ধান। ফলে মানসিকভাবে দারুণ বিপর্যস্ত হয়ে তিনি এখন শয্যাশায়ী।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ওঁর স্ত্রী বেঁচে নেই?"

"না। কয়েক বছর আগেই উনি মারা গেছেন।"

"ওই বাড়িতে এখন তা হলে...।"

"বিষ্ণুকান্তবাবু, রম্যাণী ও একজন কাজের লোক ছাড়া আর কেউ নেই।"

সব শুনে আমি বললাম, "আছে। চতুর্থ কোনও ব্যক্তি নিশ্চয়ই আছে এর ভেতরে। না হলে যুগলময়ূরী চুরি যায় কী করে? কোনও যুক্তিতেই কোনও জড় পদার্থের আকাশে উড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া...।"

"তা ছাড়া কী?"

"চন্দ্রকান্তর ওই দুর্ঘটনা নিছক দুর্ঘটনা না হয়ে খুনও তো হতে পারে!"

দিবাকর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "ওদের তো কোনও শত্রু নেই।"

"গুপ্ত শত্রু থাকতে পারে।"

"সেজন্যই আমি চাই এর রহস্য তুই-ই গিয়ে উন্মোচন কর। পারলে উদ্ধার কর যুগলময়ূরীকে।"

আমি ওর কথা শুনে নানারকম চিন্তা করতে করতে অকারণেই একবার ঘরময়

BanglaBook.org

পায়চারি করে বললাম, "যুগলময়ূরী উদ্ধার হবে কিনা জানি না। তবে চোরকে আমি ধরব। তার আগে বল, ওই পরিবারের সঙ্গে তোর পরিচয়টা কীভাবে গড়ে উঠল?"

দিবাকর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "রাজনন্দগাঁওয়ে আমার এক রিলেটিভ আছেন। ওঁদেরও এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলেটির নাম বিজয়, মেয়েটির নাম জয়া। এদের সঙ্গে রম্যাণী ও তার দাদা চন্দ্রকান্তর খুব মেলামেশা ছিল। সেই সূত্র ধরেই আমি ওদের পরিচিত হই। রাজনন্দগাঁও থেকে জায়গাটার দূরত্ব কুড়ি কিলোমিটার। দারুণ সুন্দর জায়গা। লালমাটির প্রান্তরে শাল-পিয়ালের জঙ্গলে ভরা জায়গাটার সর্বত্র ছোট ছোট টিলা। যেমন নির্জন, তেমনই মনোরম।"

আমি বললাম, "তবে তো যেতেই হবে আমাকে। সুন্দর প্রকৃতি যেখানে হাতছানি দিচ্ছে সেখানে কি আমি না গিয়ে পারি? তবে এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা আমার কাজের সুবিধার জন্য জিজ্ঞেস করি, রাজনন্দগাঁও-এর তোর ওই আত্মীয়দের সঙ্গে রম্যাণী ও তার দাদার খুব মেলামেশা ছিল, এখন কি তা নেই?"

দিবাকর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "না নেই। তার কারণ বিজয়ের খুব ইচ্ছে ছিল এই দুই পরিবারের মধ্যে একটা মধুর এবং স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলার কিন্তু সুন্দরগড়ের রাজপরিবারের ঐতিহ্য এবং বংশমর্যাদা ওর সেই আশা এবং আকাঙ্ক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ওদের ওই দুই পরিবারের মধ্যে কোনওরকম বন্ধুত্বের সম্পর্ক এখন আর নেই।"

আমি হেসে বললাম, "অথচ তোর সঙ্গে সম্পর্কটা অটুট রইল, ব্যাপারটা কী রে?"

দিবাকর বলল, "ব্যাপারটা কিছুই নয়, রম্যাণী।"

"রম্যাণী!"

"হ্যাঁ। ওর সঙ্গে আমারও একটা চিরস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলার স্বপ্ন আমিও দেখেছিলাম। কিন্তু ওদের গোঁড়ামো দেখে আর এগোতে সাহস করিনি। তাই ওদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কটাই শুধু বজায় রেখেছি। এরই কারণে রাজনন্দগাঁও-এর সঙ্গেও আমার সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। জয়ার বিয়েতেও আমাকে নেমতন্ন করেনি। ও এখন নাগপুরে আছে। বিজয়ও ডোঙ্গরগড়ের এক প্রভাবশালী ব্যক্তির মেয়েকে বিয়ে করে বিশাল সম্পত্তির অধিকারী।"

আমি বললাম, "তার মানে এই তদন্তের ব্যাপারে ওদের কোনও সাহায্যই আমি পাবো না। তা যে ক'দিন সুন্দরগড়ে আমি থাকব সেই ক'দিন তোর সাহায্য কি আমি পেতে পারি?"

"না রে! আমাকে আজ এবং এখনই ফিরে যেতে হবে চন্দ্রপুরায়। আমি চাই ওদের পরিবারের জন্য কিছু অন্তত তুই কর।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে। কাল-পরশুর মধ্যেই রওনা হবো আমি। শুধু ওদের

BanglaBook.org

ওখানে যাবার পথ-নির্দেশিকা একটা তৈরি করে দে।"

"তা তো দেবোই। এমনকী তোর যাওয়ার টিকিটের ব্যবস্থাও করে দেবো। আজই সন্ধের মধ্যে তুই তোর টিকিট পেয়ে যাবি।"

"কীভাবে?"

"অত জানার তোর কোনও প্রয়োজনই নেই।" বলেই ও কাকে যেন আমার নাম বয়স ইত্যাদি জানিয়ে ফোন করল। তারপর ফোন রেখে বলল, "বম্বে মেল বা আমেদাবাদ এক্সপ্রেসে হচ্ছে না, কুরলা এক্সপ্রেসে হয়ে যাবে।"

আমি বললাম, "আমার যাওয়া নিয়ে কথা।"

এরপর দিবাকর চলে যেতে চাইলেও আমি ওকে ছাড়লাম না। দুপুরে মাংস-ভাত খাইয়ে তবেই ওকে যেতে দিলাম। আর ঠিক সন্ধের মুখেই ঘরে বসে টিকিট পেয়ে গেলাম দিবাকরের এক বন্ধুর মারফত। এ.সি. স্লিপারের একটা টিকিট। আগামীকাল কুরলা এক্সপ্রেসের।

বেলা এগারোটা তিরিশ মিনিটে হাওড়া থেকে যাত্রা শুরু করে পরদিন সকাল ছটা সাঁইত্রিশে যখন রাজনন্দগাঁওয়ে ট্রেন থেকে নামলাম তখন একবারের জন্যও মনে হল না এটা বর্ষাকাল বলে। আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। সকালের সোনার আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। পরিবেশ দেখে মন আমার আনন্দে ভরে গেল।

আমি স্টেশনের বাইরে এসে সুন্দরগড়ে যাবার জন্য একটা টাঙ্গা ভাড়া করলাম। অনবদ্য প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্যের দেশে ছোট ছোট টিলা পাহাড় পেরিয়ে একসময় সুন্দরগড়ে রাজপ্রাসাদের সামনে এসে নামলাম। রাজপ্রাসাদ বলতে চোখের সামনে যে ছবি ভেসে ওঠে তা কিন্তু নয়। মধুপুর-শিমূলতলায় বাঙালিদের বসবাসের যেরকম বাড়ি আছে অনেকটা সেইরকম। তা হোক, তবু তো রাজবাড়ি।

আমি টাঙ্গা থেকে নামতেই হাসিমুখে যে এসে আমাকে অভ্যর্থনা করল তাকে দেখেই আমি মোহিত হয়ে গেলাম। মনে হল হিন্দি ছায়াছবির কোনও রঙিন পর্দা থেকে কোনও নায়িকা যেন আমার সামনে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে একজন পরিচারিকা। সে-ও সুন্দরী কম নয়।

বললাম, "আপনিই কি রম্যাণী?"

মিষ্টি হাসিতে মুখ ভরিয়ে সে বলল, "হ্যাঁ, আমিই। পথে আপনার কোনও অসুবিধে হয়নি তো?"

"একেবারেই না। বরং এই দীর্ঘ পথ টাঙ্গায় আসতে আসতে মনে হচ্ছিল এই পথ যেন কখনও শেষ না হয়। তা যাক, আমি যে আসব আপনি জানতেন?"

"জানতাম। তবে এত তাড়াতাড়ি আসবেন তা অবশ্য ভাবতে পারিনি। আসুন, ভেতরে আসুন।"

BanglaBook.org

আমি ওর সঙ্গে ভেতরে গেলাম। আমার থাকার জন্য ঘরের ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল। ঘরটি বেশ সাজানো গোছানো। বাইরের লোকজন কেউ এলে এই ঘরটিই মনে হয় অতিথির জন্য বন্দোবস্ত করা হয়। আমার খুব পছন্দ হল ঘরটি।

রম্যাণী ওর পরিচারিকাকে বলল, "মালা, তুই কিন্তু সবসময় কাছে কাছে থাকবি। কখন কি দরকার হয় ওঁর তার তো ঠিক নেই। দেখিস যেন কোনও অসুবিধে না হয়। আমি তো আছিই, তবু সব সময়ের জন্য কিন্তু তুই।"

মালা 'আচ্ছা' বলে চলে গেল।

দুপুরে জোর খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিলাম। বিকেল হতেই একমুখ হাসি নিয়ে রম্যাণী এল অপূর্ব সাজে। বলল, "চলুন, আপনাকে ছোট কাশ্মীর থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।"

"ছোট কাশ্মীর?"

"আমার দেওয়া নাম।"

"কিন্তু যে কাজের জন্য এলাম সে ব্যাপারে তো একটু আলোচনা হওয়া দরকার। আপনার বাবার সঙ্গেও পরিচয় হল না।"

"হবে হবে। সব হবে। এই তো এলেন। এখানে সন্ধে হলেই রাত। রাত মানেই অন্ধকার। তখনই চিন্তাভাবনা যা করবার করবেন।"

আমি রম্যাণীর আহ্বানে সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে নিলাম। এমন সুন্দর পরিবেশে এসে চমৎকার প্রকৃতি দেখতে পাবার এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে কখনও। তা ছাড়া অচেনা কোনও জায়গায় তদন্তের কাজে গেলে সেখানকার পথঘাটের একটা মানচিত্রজ্ঞান অবশ্যই থাকা দরকার। তদন্তের কাজ কতটা এগোবে না-এগোবে, সেটা পরের কথা। যুগলময়ূরী উদ্ধার যে আমার পক্ষে সম্ভব নয় তা আমিও জানি। তবে চোরকে ধরতে পারব এমন আশা আমি এখনও রাখি। এ-কাজটা অবশ্য আমি অন্তরের তাগিদেই করব। কোনও পারিশ্রমিকের আশায় নয়।

রম্যাণীর সঙ্গে পথে বেরিয়ে যেন এক অন্য জগতে পৌঁছে গেলাম। মালভূমির মতো এই প্রান্তরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কত যে ছোট-বড় টিলা তার যেন আর শেষ নেই। চারদিকের ভূমি প্রকৃতি লাল। টিলাগুলি রঙিন পাথরের। একদিকে একটু নিম্নভূমিতে রূপোলী ফিতের মতো ছোট্ট একটি নদী বয়ে যাচ্ছে। নাম রূপসা।

এখানে এসে এমনই মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমি যে বলতে বাধ্য হলাম, "আপনার দেওয়া নাম দেখছি অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। পাহাড়ের ঢালে ঘন বনানী, এই নদীর স্বচ্ছ ধারা, এখানকার প্রকৃতি, এতই সুন্দর যে সত্যই ভূস্বর্গ। এখানকার এই উপত্যকাকে ছত্তিশগড়ের কাশ্মীর ছাড়া আর কী-ই বা বলা যেতে পারে?"

আমার কথায় খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল রম্যাণী। তারপর বড় একটি পাথরের

BanglaBook.org

চটানে আমাকে বসতে বলে নিজে বসে বলল, "আমি রোজ বিকেলে এখানে আসি। অন্যদিন মালা সঙ্গে থাকে। আজ আপনি আছেন বলে ওকে নিয়ে এলাম না।"

আমি একটু হেসে বললাম, "জায়গাটা আমারও খুব ভাল লেগেছে। যদি আপত্তি না থাকে তা হলে সময় পেলেই আমি কিন্তু এখানে চলে আসব।"

"নিশ্চয়ই আসবেন। এলে খুব খুশি হবো। এই নির্জনে আপনার মতো সুজন এক বন্ধু পেলে ধন্য হবো আমি।"

আমরা যেখানে বসেছি সেখান থেকে অনেকগুলো টিলার ফাঁক দিয়ে সুন্দরগড়ের রাজবাড়িটা ক্যানভাসে আঁকা ছবির মতো দেখা যাচ্ছে। আমি কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, "দিবাকরের মুখে আপনাদের যুগলময়ূরীর বৃত্তান্ত আমি শুনেছি।"

রম্যাণী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "এমন যে হবে কখনও ভাবতেও পারিনি।"

"ব্যাপারটা ঠিক কীভাবে হল আমাকে একটু বলুন তো। জিনিসটা কোথায় কার কাছে থাকত?"

"আমার বাবার কাছে, সিন্দুকে।"

"চাবি থাকত কার কাছে?"

"বাবার মাথার বালিশের নীচেই থাকত চাবিটা। মূর্তিটা চুরি যাওয়ার পরও চাবি বাবার কাছেই ছিল।"

"আশ্চর্য!"

"বাবার ওই স্বপ্নের কথা আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন?"

"শুনেছি। স্বপ্নে এমন অবাস্তব অনেক কিছুই দেখা যায়। কিন্তু চুরিটা চুরিই। দুটো ব্যাপার একই সঙ্গে হওয়ার ফলে মনে হয়েছে স্বপ্নই সত্য। মানুষের মনের ব্যাপারটা এমনই যে ভাল-মন্দ কিছু হওয়ার আগে মনের মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সব সময় না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই হয়। এখানেও তাই হয়েছে। অর্থাৎ মূর্তি চুরির পরই ওই স্বপ্ন।"

"কিন্তু...!"

"কোনও কিন্তু নেই এর মধ্যে। ওটা চুরিই।"

"এই সুন্দরগড়ে চোর-ডাকাতের উপদ্রব তো কখনও ছিল না। থাকলে কবেই চুরি হয়ে যেত। আমাদের প্রজারা এত ভাল যে আমরা তাদের নয়নের মণি। কাজেই এ কাজ তারা করবে না। ও জিনিস বংশ পরম্পরায় আমাদের কাছে রয়েছে। সবাই জানে। তবু ওটি যে এমন রহস্যময়ভাবে উধাও হয়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কা আমাদের কখনও হয়নি।"

আমি বললাম, "দেখুন, এই চুরির ব্যাপারে সুন্দরগড়ের মানুষজন দায়ী নন। কিন্তু

BanglaBook.org

বহিরাগত কারও দ্বারাও তো এ কাজ সম্ভব হতে পারে।"

"বহিরাগত কেউ এই দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে যাতায়াত করলে কারও না কারও নজরে পড়ে যেতই।"

"সেজন্যই সে রাতের অন্ধকারকে বেছে নিয়েছে। রাতেই এসেছে, রাতেই কাজ হাসিল করেছে, রাতেই উধাও হয়েছে। যাক সে কথা, এখন দেখতে হবে বাইরের লোক কারা এখানে আসা-যাওয়া করত?"

"একসময় এখানে ঘন ঘন যাতায়াত করত আমার দাদার বন্ধু রাজনন্দগাঁওয়ের বিজয়দা ও তার বোন জয়া। আর মাঝে-মাঝে আসতেন দিবাকরদা। বিজয়দার খুব ইচ্ছে ছিল...।"

"আমি জানি।"

"তা সম্ভব হয়নি দুটি কারণে। এক, আমাদের বংশ মর্যাদার উপযুক্ত ওরা নয়। দুই, আমি পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়ে নাচ ও অভিনয় শিখছিলাম ভবিষ্যতে একজন চিত্রাভিনেত্রী হবো বলে। ইচ্ছে ছিল নিজেই সেই চলচ্চিত্রের প্রযোজনা ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকব। ঠিক সেই একই কারণে আমার দাদার সঙ্গে জয়ারও কোনও স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ফলে ওদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছিল। দিবাকরদা অবশ্য ওদের লুকিয়ে সময় পেলেই এখানে চলে আসেন। উনি আমাদের পরিবারের বন্ধুর মতো।"

"আচ্ছা রম্যাণী দেবী...।"

"আমি দেবী নই, মানবী।"

"আপনার কি একবারও মনে হয়নি, এই বংশমর্যাদার ব্যাপারটা ইস্যু করলে সারা জীবন আপনাকে অবিবাহিতই থাকতে হতে পারে?"

"না না। ঠিক তা নয়। আসলে বাবা যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন ধারাটাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখবই। তারপর তো আমি একা। তখন কী করব আ করব সে তখনকার ব্যাপার। শুধু দাদার মৃত্যুটাই যা আমাদের সংসারে বিরাট একটা অভিশাপ হয়ে গেছে।"

"আপনার দাদা চন্দ্রকান্তবাবু মারা যান কীভাবে?"

"শুনেছি নাগপুর শহরে জনবহুল ওয়ার্ধা রোডে বেপরোয়া একটি লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা যান। ঘটনার প্রায় সাতদিন পরে আমি যখন পুনে থেকে এলাম তখন সব শেষ।"

"তার মানে আপনার দাদার ডেডবডি দেখার সুযোগটুকুও আপনি পাননি। আপনার বাবাও নিশ্চয়ই...।"

"ওঁর পক্ষে কি দেখা সম্ভব? যা করবার ওর বন্ধুরাই করেছে।"

আমি সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "ওই বিজয়বাবু এখন

BanglaBook.org

ডোঙ্গরগড়ের এক প্রভাবশালী ব্যক্তির মেয়েকে বিয়ে করেছেন, তাই না?"

রম্যাণী বলল, "হ্যাঁ।"

"আর জয়ার বিয়ে হয়েছে কোথায় যেন?"

"নাগপুরে মাউন্ট রোড এক্সটেনশনে।"

"তা হলে এমন কিছু কি ধারণা করা যায় না যে আপনার দাদার মৃত্যুটা ঠিক দুর্ঘটনা নয়, ওটা হত্যাকাণ্ড। আপনাদের আভিজাত্যের কাছে মাথা নত করে প্রতিশোধ নেবার জন্য ওরা দু'ভাইবোনই যুক্তি করে ওই কাণ্ড ঘটিয়েছে। আপনাদের সম্পত্তি এবং যুগলময়ূরী দুটোই হাতছাড়া হওয়ায় এই আক্রোশ ওদের।"

আমার কথা শুনে শিউরে উঠল রম্যাণী। বলল, "কী বলছেন আপনি?"

"মনে হয় ঠিকই বলছি। আপনি নিজেই আমার সন্দেহের দিকগুলো একটু বিবেচনা করে দেখুন না?"

দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে গেল। আমরা আর নদীর ধারে রইলাম না। প্রাসাদে ফিরে এলাম।

মালা আমাদের চা করে খাওয়াল। কী মিষ্টি মেয়ে মালা। ওকে দেখে ওর কথাবার্তা শুনে খুব ভাল লাগল আমার।

চা-পর্ব শেষ হলে রম্যাণী আমাকে নিয়ে গেল ওর বাবার কাছে। অশীতিপর বৃদ্ধ বিষ্ণুকান্ত আচার্য বয়সের ভারে এবং পুত্রশোকে নুয়ে পড়েছিলেন। আমি গিয়ে প্রণাম করে আসন গ্রহণ করতেই উনি বললেন, "তুমিই সেই? মানে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"দিবাকর তোমার কথা বলেছিল আমাকে। তা কী নাম যেন তোমার?"

নাম বললাম।

"চ্যাটার্জী। অর্থাৎ ব্রামিন।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তোমাদের বংশে কেউ কখনও রাজা ছিল?"

"না। তবে ভিখারীও ছিলেন না কেউ।"

"বিয়ে করেছ?"

"উঁহু।"

"কেন করোনি?"

"আসলে মনের দিক থেকে সেরকম কোনও সাড়া পাইনি তাই।"

"বেস্ট অব লাক। তোমার দ্বারাই কোনও বড় কাজ সম্ভব। পারবে তুমি আমার যুগলময়ূরীকে উদ্ধার করতে?"

BanglaBook.org

"না।"

"তা হলে কেন এসেছ এখানে?"

"আপনার মতো একজন মানুষের পায়ের ধুলো নিতে। আপনার সুন্দরগড়কে ভালবাসতে। এত ঐশ্বর্যের মানুষ হয়েও আপনার এই নিরালাবাস আমাকে বিস্মিত করেছে।"

"এখানকার প্রকৃতি আমাকে প্রেরণা দেয়। এখানকার মাটি আমার মা। আর ওই যুগলময়ূরীকে নিরাপদে রাখার এর চেয়ে উপযুক্ত জায়গা আর হতেই পারে না।"

"তবু তো ধরে রাখতে পারলেন না যুগলময়ূরীকে।"

"যে নিজের থেকে চলে যায় তাকে কি কেউ ধরে রাখতে পারে বাবা? ছেলে গেল, ময়ূরী গেল। শেষ সময়ে ছেলের মরা মুখটাও একবার দেখতে পেলাম না। শুনলাম ওর মুখটা নাকি এমনভাবে থেঁৎলে গিয়েছিল যে একদম চেনাই যাচ্ছিল না। এখন শুধু রম্যাণীকে নিয়েই আমার চিন্তা। বেঁচে থাকতে ওর একটা কোনও ব্যবস্থা আমি করে যেতে পারলাম না, এও আমার আর এক দুঃখ।"

বিষ্ণুকান্তবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমার ঘরে এলাম। রম্যাণীও এল।

মালা জলখাবার নিয়ে এল আমাদের জন্য। রম্যাণী আমি দুজনেই খেতে বসলাম। নানাবিধ মিষ্টান্ন। অন্যান্য খাবার।

অবাক হয়ে বললাম, "এই গাঁয়ে এতসব পেলেন কী করে?"

রম্যাণী হেসে বলল, "কেন? গ্রাম বলে কি মানুষের বাস নেই? পাশের গ্রাম থেকে আনিয়েছি।"

আমি মালাকে জিজ্ঞেস করলাম, "এবার তোমাকে কতকগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, উত্তর দাও তো?"

মালা ভয়ে ভয়ে তাকালো আমার দিকে।

আমি হেসে বললাম, "ভয় পাচ্ছো কেন? তুমি এ বাড়িতে কতদিন আছো?"

"খুব ছোটবেলা থেকেই। বাবা-মা'র কথা মনে পড়ে না। এখানেই মানুষ আমি।"

"সে রাতের কথা তোমার কিছু মনে আছে?"

"উল্লেখযোগ্য কিছুই তো ঘটেনি সে রাতে। তেমন কিছু মনেও করতে পারছি না।"

"এ বাড়ির দরজা কখন বন্ধ হয়?"

"বাইরের দরজা সবসময়ই বন্ধ থাকে। অন্যগুলো রাত দশটার পর।"

"আচ্ছা, বিষ্ণুকান্তবাবু যে ঘরে থাকেন সে ঘরের দরজা বন্ধ করে কে?"

"ওই ঘরটা খোলাই থাকে। বাবু ওঁর ঘরে কারও শোওয়া পছন্দ করেন না বলে সবাই আমরা আলাদা ঘরেই থাকি। দিদি তো আগে পুনেতে থাকতেন। দাদা মারা

BanglaBook.org

যাওয়ার পর থেকে এখানেই আছেন। তবে উনি মাঝে মাঝে রাতে উঠে বাবার ঘরে একবার করে উঁকি দিয়ে দেখেন। আমিও দেখি। তবে ওঁর খুব শরীর খারাপ করলে আমরা কেউ না কেউ থেকে যাই ওঁর ঘরে।"

আমি এবার রম্যাণীকে প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা, আপনার বাবা কি একেবারেই হাঁটাচলা করতে পারেন না?"

"তা কেন? উনি তো নিজেই উঠে বাথরুমে যান। মাঝে মধ্যে সকাল অথবা বিকেলের দিকে বাইরে বেরিয়ে ঘরের কাছেই পায়চারি করেন।"

"এবং সে সময় ঘর একেবারেই ফাঁকা থাকে। যেদিনের ঘটনা সেদিনও কি বাইরে বেরিয়েছিলেন?"

"ঠিক বলতে পারব না। রোজের মতো বিকেলের দিকে মালাকে নিয়ে আমি রূপসার ধারে বসেছিলাম। তবে হ্যাঁ, ওইদিন ফিরতে আমাদের একটু দেরি হয়েছিল। কেননা নদীর ওপারে দেবনগরীতে একটা গ্রামীণ মেলা দেখতে গিয়েছিলাম আমরা। তিন দিনের মেলা। ওইদিনই ছিল শেষ দিন। ওটা অবশ্য সুন্দরগড়ের এলাকার মধ্যে পড়ে না।"

"তা হলে মনে হচ্ছে রাতে নয়, ওই সময়টুকুর মধ্যেই যা হবার তা হয়েছে। আপনারা বাড়িতে নেই। বাবা হয় বাথরুমে অথবা বাইরে পায়চারি করছেন। ঘুঘু চোর এসে তার কাজটি হাসিল করে চলে গেছে। সেই চোর জানত চাবি এবং যুগলময়ূরী কোথায় আছে।"

রম্যাণীর মুখে কথা নেই। মালাও হাঁ করে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে।

সে রাতটা সুন্দরগড়ে বেশ ভালভাবে কাটিয়ে পরদিন সকাল হতেই রওনা হলাম নাগপুরের দিকে। রহমতের টাঙ্গাতেই স্টেশন পর্যন্ত এসে বেলা একটায় নাগপুর প্যাসেঞ্জারে চেপে রাত এগারোটা নাগাদ নাগপুরে এসে নামলাম। রাতটা বাধ্য হয়েই স্টেশন সংলগ্ন হোটেলে কাটাতে হল। পরদিন সকাল থেকে শুরু হল তদন্তের কাজ।

মৌচাকে ঢিল ছোড়ার জন্য প্রথমেই গেলাম থানায়। কেননা এই দুর্ঘটনা হত্যাকাণ্ড হলে যারা এ কাজ করেছে থানা থেকেই তাদের কাছে খবর পৌঁছে যাবে। তারপর যা হবে বা হতে পারে সেজন্য আমি পুরোপুরি তৈরি।

এরপর সেই রিসার্চ সেন্টারে এলাম, যেখানে চন্দ্রকান্ত বিজ্ঞান গবেষণার কাজ করত। ওয়ার্ধা রোডের দুর্ঘটনাস্থল থেকে গবেষণাগারটা খুব একটা বেশি দূরে নয়। সেখানে গিয়ে ওর বন্ধু স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও সদুত্তর কিছু পেলাম না। সবাই বলল, "এসব ব্যাপারে আমাদের জড়াবেন না। আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি বন্ধুর শেষকৃত্য করবার। আপনার কিছু জানবার

BanglaBook.org

থাকলে আপনি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।"

ওদের সাফ কথা জানার পর চন্দ্রকান্ত যে কোয়ার্টারে থাকত সেখানে গিয়ে খোঁজখবর শুরু করলাম। এখানকারই কেয়ার টেকার দুবেজির মুখে এক চাঞ্চল্যকর খবর শুনে রীতিমতো চমকে উঠলাম। দুবেজি বললেন, "বাবুজি, সাচ বাত বোলনে সে মেরি জিন্দগী খতরেমে পড় যায়েঙ্গে। যো লাশ উনহোনে জ্বালায়া থা উয়ো চন্দ্রকান্ত বাবুকা নেহি থে। দুসরা কিসিকা। চন্দ্রকান্ত জিন্দা হ্যায়।"

"জিন্দা হ্যায়!"

"হাঁ বাবু। শেঠ ধরমচান্দ উনকো কয়েদ করকে রাখ্খা হ্যায়।"

"কিঁউ?"

"ও তো মুঝে মালুম নেহি।"

পরে ও যা বলল তাতে বোঝা গেল সেদিন ও দূর থেকে লক্ষ করেছে ধরমচাঁদের লোকেরা ওকে একটা গাড়িতে করে উঠিয়ে নিয়ে গেছে।

আমি বললাম, "ওরা ওকে কোথায় রেখেছে বলতে পারো?"

দুবেজি বললেন, "বাবুজি, আমি গরিব আদমি আছে। আমার এক লেড়কির সাদী ভি দিতে বাকি আছে। ওই শেঠজি জানতে পারলে বরাবরের জন্য আমার দুশমণ হয়ে যাবে। আমার জিন্দগী বরবাদ করে দেবে।"

"জানি। কিন্তু দুবেজি, চন্দ্রকান্তর বদলে আপনার লেড়কিকে যদি ওই শেঠ ধরমচাঁদ তুলে নিয়ে যেত তখন আপনি কী করতেন?"

"বাবুজি!"

"আপনার ভয় নেই দুবেজি। চন্দ্রকান্তবাবু কোটি টাকার মালিক। ওকে উদ্ধার করতে পারলে আপনার মেয়ের বিয়ে কিন্তু আটকাবে না। মেয়ের বিয়ের সব খরচা উনিই দেবেন।"

এবার দারুণ উৎসাহিত হয়ে দুবেজি বললেন, "কথা দিচ্ছেন তো বাবুজি। আমি কিন্তু আশা করে রইলাম। তা ছাড়া আমার মেয়ে তো মেয়ে নয়, লছমি আছে, লছমি। আসুন, দেখে যান।"

আমি দুবেজির সঙ্গে ওর ঘরে গেলাম। গিয়েই অবাক হলাম। মনে হল কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে কোনও লক্ষ্মী প্রতিমারই জীবন্ত রূপ যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি আমি।

দুবেজি বললেন, "বাবুজি, রামটেকে পাহাড়ের কোলে ধরমচাঁন্দের একটা বাগানবাড়ি আছে। আমার ধারণা চন্দ্রকান্তবাবু ওখানেই আছেন। সন্ধের পর আপনি আসুন, আমি দূর থেকে আপনাকে বাড়ি চিনিয়ে দেবো।"

দুবেজির সঙ্গে গোপন পরামর্শ করে আমি আবার হোটেলে ফিরে এলাম।

দুপুরে স্নান খাওয়ার পর বিশ্রাম করছি, দরজায় টক টক শব্দ। জানি এমনটা হবে।

BanglaBook.org

তাই সতর্ক হয়ে দরজা খুললাম।

দুজন মাঝারি চেহারার গুণ্ডাকৃতি লোক প্রায় জোর করেই ঘরে ঢুকে বলল, "আপনি এখানে কোন কাজকাম নিয়ে এসেছেন দাদাজি?"

আমি ওদের বসতে বলে বললাম, "সব তো জেনেই এসেছেন দেখছি। তাই নতুন করে কী আর বলার আছে?"

"আছে বৈকি। আপনি চন্দ্রকান্তবাবুর ব্যাপারে মাথা ঘামাতে এসেছেন বলেই আমাদের আসতে হল।"

"কোনও মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে আমি মাথা ঘামালে আপনাদের ঘুম ছুটে যাবে কেন? ওদের সুন্দরগড়ের প্রপার্টি আমি কিনে নিচ্ছি। তাই চন্দ্রকান্তবাবুর ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। ওর কোনও ডেথ সার্টিফিকেট ওর বাড়ির লোকরা দেখাতে পারছেন না। ওর ডেড বডি জ্বালানোর সময় বাড়ির লোকজনও কেউ উপস্থিত ছিলেন না। তাই খোঁজখবর একটু নিতেই হচ্ছে।"

গুণ্ডারা পরস্পরের মুখের দিকে একবার তাকালো। তারপর ওদেরই একজন বলল, "কাল সকালের মধ্যেই ডেথ সার্টিফিকেট আপনি পেয়ে যাবেন। কিন্তু বিকেলের পর আপনি আর এখানে থাকবেন না।" বলেই একটা রিভলভার বের করে আমার কপালের মাঝখানে ঠেকিয়ে ধরে বলল, "আমাদের কথা না শুনলে পরিণামটা কী হবে তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন?"

আমি তৈরিই ছিলাম। তাই ওরা কথা বলে চলে যাবার জন্য উদ্যত হতেই আমার রিভলভারের বাঁট দিয়ে লোকটার মাথায় সজোরে একটা আঘাত করে আর একজনের কান ও চোয়ালের মাঝখানে একটা ঘুষি মারতেই বসে পড়ল সে। মানুষের শরীরের এমন কতকগুলো অংশ আছে যেখানে মোক্ষম ঘা দিতে পারলে তার আর প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকে না। উপর্যুপরি ওদের সেইসব জায়গায় ঘা দিতেই ওরা অক্ষম হয়ে পড়ল।

আমি ওদের দিকে রিভলভার তাগ করে বললাম, "এবার বলো, শেঠ ধরমচাঁদ চন্দ্রকান্তবাবুকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন? আমি কিন্তু পুলিশের লোক। একটুও লুকোবার চেষ্টা কোরো না।"

ওদের চোখ এবার কপালে উঠে গেল। বলল, "আপকো ক্যায়সে মালুম? আপনি সব কুছু জানেন?"

"আমি পুলিশের লোক। আমি জানব না তো কে জানবে? ধরমচাঁদ ওকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে?"

"রামটেক। তালাওপর যো পিলেবালা মকান হ্যায়, ওঁহি মে।"

বুঝলাম দুবেজির অনুমান সত্য। বললাম, "ঘরের চাবি কার কাছে?"

"কেয়ার টেকার শিউপূজন কি পাস।"

BanglaBook.org

বলেই একটা রিভলবারের বের করে

আমি রিভলভার রেখে নাইলনের ফিতে দিয়ে ওদের দুজনেরই হাত-পা চেয়ারের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে ক্লোরোফর্ম ইউজ করলাম। তারপর দরজায় তালা দিয়ে সোজা দুবেজির ওখানে।

যুগলময়ূরী উদ্ধারের চেয়ে চন্দ্রকান্তকে উদ্ধার করতে পারলে সত্যিই একটা কাজের কাজ করা হবে। দেখি কী হয়!

দুবেজির ওখানে গিয়ে হোটেলের ঘটনার কথা বলতেই চোখ কপালে উঠল দুবেজির। বলল, "ওরে বাবা। আপনি তো কাল্লা আর ভাল্লাকে ঘায়েল করেছেন। এ কী করে সম্ভব হল?"

"প্রথমত আমি এইরকম আক্রমণের জন্য তৈরি ছিলাম। আর ওইসব গুণ্ডারা এতদিন শুধু মেরেই এসেছে, মার খায়নি। তা ছাড়া আমি জানি মানুষের শরীরের ঠিক কোন কোন জায়গায় আঘাত হানলে সে প্রাণে মরবে না কিন্তু অবশ হবে। তাই সহজেই কাবু করতে পেরেছি ওদের। ওদের মুখে যা শুনলাম তাতে আপনার অনুমানই ঠিক। আপনি শুধু রামটেকে নিয়ে গিয়ে দূর থেকে বাড়িটা আমাকে চিনিয়ে দেবেন।"

সন্ধে হওয়া পর্যন্ত দুবেজি আমাকে অপেক্ষা করতে বললেন। তারপর আমাকে নিয়ে চললেন রামটেকে। ঘন ঘন বাস যায় এ পথে। তারই একটিতে সামনে পেছনে করে দূরত্ব বজায় রেখে বসলাম দুজনে। শেঠ ধরমচাঁদ অবশ্য রামটেকে থাকেন না। নাগপুর শহরে অগ্রসেন চকে তাঁর বিরাট মকান।

সন্ধের পর পাহাড়ি রামটেক সুনসান হয়ে যায়। তাই এখানে অন্ধকারে গা আড়াল দিয়ে পথ চলতে কোনও অসুবিধে হল না। দুবেজি আমাকে বাড়ি চিনিয়ে দিতেই আমি বললাম, "আপনার কাজ শেষ। আপনি সোজা স্টেশনে চলে যান। আজ রাতেই যাতে নাগপুর ছেড়ে যেতে পারি এমন কোনও গাড়ির খোঁজখবর নিন।"

দুবেজি বিদায় নিলে আমি বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। রোগাটে চেহারার এক যুবক এগিয়ে এল আমার দিকে।

আমি বললাম, "কাল্লা ভাল্লা নে ভেজা। শিউপূজন কৌন?"

"ম্যায় হুঁ।"

"দরোয়াজা খোলিয়ে। চন্দ্রকান্তবাবুকো সুই দেনা হ্যায়।"

"নেহি বাবুসাব। শেঠজি কা হুকুম নেহি। কাল্লা ভাল্লাকো সাথ লেকে আইয়ে আপ।"

আর কোনও কথা নয়, আমি সরাসরি ওর দিকে রিভলভার তাগ করে বললাম, "দরোয়াজা খোলিয়ে।"

BanglaBook.org

শিউপূজন ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দিল।

ঘরের ভেতর দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে ভরা শীর্ণকায় এক রাজপুত্র ম্লান মুখে বসেছিল। আমি ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলাম তাকে, "আপনিই কি চন্দ্রকান্ত আচার্য!"

"হ্যাঁ। আপনি?"

"আপনাদের পরিবারের এক বন্ধু। যদি বাঁচতে চান এখনই চলে আসুন আমার সঙ্গে। একদম দেরি করবেন না।"

এই সুযোগে শিউপূজন পালাতে যাচ্ছিল। আমি ওকে ধরে মোক্ষম একটা ঘা দিতেই জ্ঞান হারাল সে।

চন্দ্রকান্ত এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, "আমি তো পালাতেই চাই। কিন্তু কিছুতেই এদের সঙ্গে পেরে উঠছিলাম না। সুযোগও পাচ্ছিলাম না।"

"আপনার কথা পরে শুনব। এখন চলুন।"

আমরা জঙ্গলের পথ ধরে বাইরে এসেই একটা অটো পেয়ে গেলাম। সেই অটোতেই একেবারে রেলওয়ে স্টেশনে।

দুবেজি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। চন্দ্রকান্ত তো আবেগে জড়িয়ে ধরল দুবেজিকে।

আমি চন্দ্রকান্তকে বললাম, "আপনার আসল উদ্ধারকর্তা কিন্তু দুবেজিই। উনি না বললে আমি জানতেও পারতাম না আপনি বেঁচে আছেন বলে। আমরা সবাই জানি আপনি মৃত।"

চন্দ্রকান্ত বলল, "উঃ! সেদিনের কথা মনে পড়লে গা যেন শিউরে ওঠে আমার।"

আমি দুবেজিকে বললাম, "গাড়ির খবর কিছু জানেন?"

"ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই গীতাঞ্জলি আসছে।"

আমি হাজার খানেক টাকা দুবেজিকে দিয়ে বললাম, "চট্ করে দুটো টিকিট কেটে আনুন। বাকি টাকা রেখে দিন আপনার কাছে। আমি ততক্ষণে চন্দ্রকান্তবাবুকে একটা সেলুনে নিয়ে গিয়ে একটু ভারমুক্ত করিয়ে আনি।"

দুবেজি চলে গেলেন। আমিও স্টেশন সংলগ্ন একটি সেলুনে নিয়ে গেলাম চন্দ্রকান্তকে। তারপর দুবেজি এলে রেলের ক্যান্টিনে ভরপেট খাওয়া-দাওয়ার পর সময়মতো ট্রেনে উঠলাম। একটি সংরক্ষিত বগিতে বাড়তি কিছু দিয়ে ব্যবস্থা করে নিলাম দুজনের। দুবেজি বিদায় নিলেন। ওঁর উপকারের কথা জীবনেও ভুলব না।

পথে যেতে যেতে চন্দ্রকান্ত ওর কাহিনী যা শোনালো তা এইরকম— রাজনন্দগাঁওয়ের বিজয় ও জয়ার সঙ্গে ওদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক শেষ হলেও হঠাৎ একদিন নাগপুরের

BanglaBook.org

ব্যাক সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যুতে দেখা হয়ে গেল জয়ার সঙ্গে। আগের কথা সব ভুলে সে ওকে সাদর আমন্ত্রণ জানালো ওর শ্বশুরবাড়িতে। চন্দ্রকান্তও ভাল মন নিয়েই গেল ওদের বাড়ি। মস্ত বড়লোকের বউ হয়েছে জয়া। অবাঙালি পরিবার। ওর স্বামী রতনলাল শাহ একটি পেট্রল পাম্পের মালিক। ওই পরিবারের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় শেঠ ধরমচাঁদের সঙ্গেও পরিচয় হল ওর। জয়াই পরিচয় করিয়ে দিল। শুধু তাই নয়, ওদের অগাধ সম্পত্তি এমনকী যুগলময়ূরীর বৃত্তান্তও জানিয়ে দিল উচ্ছ্বাস বশে।

এরই পরিণামে রতনলাল ও ধরমচাঁদ বার বার উত্যক্ত করতে লাগলেন ওকে। এবং ওই দুর্লভ সম্পদটাকে একবার চোখের দেখা দেখতে চাইলেন। কিন্তু চন্দ্রকান্তও বার বার জানিয়ে দিল, পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ ছাড়া ও জিনিস বাইরের কাউকে দেখাবার নয়।

এরপর থেকেই চলতে লাগল নানাভাবে ওর প্রতি ভীতি প্রদর্শন। তারপর হঠাৎ একদিন সন্ধের মুখে একটি বেপরোয়া ট্রাক ওকে চাপা দিতে এলে ও কোনওরকমে নিজেকে বাঁচাতে পারলেও পথচারি অন্য এক যুবক লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে গেল। সেই দৃশ্য দেখেই জ্ঞান হারাল ও । পরে যখন জ্ঞান ফিরল তখন ও রামটেকে বন্দি। রতনলাল এবং ধরমচাঁদ দুজনেই এবার দেখা করল ওর সঙ্গে। বলল, "আমাদের কথা শুনলে এমনটি হত না। পুলিশের খাতায় তুমি এখন মৃত। এখন আর ওই যুগলময়ূরী আমরা দেখতে চাই না। বরাবরের জন্য পেতে চাই। তুমিই বলো কীভাবে ওটা পাওয়া যেতে পারে।"

চন্দ্রকান্ত বলল, "সুন্দরগড়ের প্রাকৃতিক অবস্থান এমনই এক জায়গায় যেখানে দিনে রাতে যে কোনও সময়ই অচেনা কোনও লোক গেলে তাকে গ্রামবাসীদের মুখোমুখি হতে হবে। অতএব ও জিনিস নিতে গেলে বা নিয়ে ফিরে আসবার সময় বিপদের শেষ থাকবে না।"

রতনলাল বলল, "তবুও আমরা হাল ছাড়ছি না। শুধু আমার স্ত্রীর অনুরোধে তোমাকে আমরা বাঁচিয়ে রেখেছি। যতদিন না ওটা আমাদের হাতে আসে ততদিন তোমাকে বাঁচিয়ে রাখব। তারপর ভেবে দেখব কী করা যাবে তোমাকে নিয়ে।"

এরপর একদিন রতনলাল এসে বলল, "আমরা খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি সুন্দরগড় স্টেটের বাইরে দেবনগরীতে একটা গ্রামীণ মেলা বসে। ওইদিন নিশ্চয়ই ওই এলাকায় গেলে কেউ আমাদের সন্দেহ করবে না। যুগলময়ূরী হরণের ওই হল উপযুক্ত দিন। সম্ভব হলে তোমার বোন রম্যাণীকেও নিয়ে আসব আমরা।"

শুনেই বুক কেঁপে উঠল চন্দ্রকান্তর। বলল, "আমার জীবন তো শেষ করে দিয়েছেন। বোনটাকে অন্তত বেঁচে থাকতে দিন। তা ছাড়া রম্যাণী হরণ করতে গেলে এ কূল ও কূল দুকুলই যাবে আপনাদের। ওই যুগলময়ূরী থাকে আমার বাবার ঘরের সিন্দুকে। চাবি থাকে...।"

BanglaBook.org

"ওঁরই বালিশের নীচে। সে খবরও জানি। তাই আর দেরি করতে চাইছি না আমরা।"

চন্দ্রকান্ত বলল, "বেশ, যুগলময়ূরী হাতে পেলেই যদি আপনারা ক্ষান্ত হন তো হোন। তবে একটা কথা, ওই দুর্লভ সম্পদটি নিয়ে আসবার সময়ও কিন্তু বিপদ হতে পারে। যদি আমার পরিবারের নিরাপত্তার আশ্বাস দেন তো একটা গোপন পথের সন্ধান আমি বলে দিতে পারি।"

"কথা দিলাম।"

"যুগলময়ূরী হাতে পাওয়ার পর আপনাদের লোককে বলবেন আমাদের বাড়ির উঠোনের পেছনদিকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতে। সেখানে বহুদিনের পুরনো একটি সুড়ঙ্গ পথের ছোট্ট দরজা আছে। ওই সুড়ঙ্গপথ এসে মিলেছে রূপসা নদীর ধারে। বাইরের দিক থেকে কেউ সে পথের সন্ধান পাবে না। কিন্তু বাড়ির ভেতর দিয়ে এলে সহজেই বিনা বাধায় সে চলে আসতে পারবে। বহুদিনের পরিত্যক্ত পথ। হয়তো আগাছায় ভরে আছে। কিন্তু নিরাপদ।"

চন্দ্রকান্তর কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, "আপনি ওদের কথায় বিশ্বাস করে ওই গোপন পথের সন্ধান দিতে গেলেন কেন? নিয়ে চলে আসবার সময় ওরা কারও না কারও হাতে ধরা পড়লে আপনাদের সম্পদ আপনাদেরই থেকে যেত।"

চন্দ্রকান্ত বলল, "এখানেই আমি একটু চালাকি করেছি। তার কারণ, আমাকে আজ না হয় কাল মরতেই হবে। এরা আমাকে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখবে না। বাবারও তো এখন শেষ সময়। রম্যাণীর দিকে ওদের নজর পড়লে রম্যাণীও বাঁচবে না। অতএব কোনওদিক থেকেই বাঁচার কোনও সম্ভাবনা নেই আমাদের। তাই বুদ্ধি খাটিয়ে ওরাও যাতে ধ্বংস হয় এবং যুগলময়ূরীও যাতে বেহাত না হয় সেজন্যই ওই গোপন পথের সন্ধান দিলাম ওদের। ওই সুড়ঙ্গের বেরনোর পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে অনেক আগেই। বর্তমানে ওটি একটি মরণকূপ ছাড়া কিছুই নয়। বিষাক্ত সাপেদের বংশবৃদ্ধি হচ্ছে এখন ওর ভেতরটায়। তা সে যাই হোক, যুগলময়ূরী চুরি হয়েছে এখবর আমি পেয়েছি। কিন্তু চোরদের একজনও ফিরে আসেনি। এদের ধারণা চোরেরা ওদের ওপর বাটপাড়ি করেছে। তবে আমি জানি শেষপর্যন্ত কোন পরিণতি হয়েছে তাদের। তাই দারুণ আনন্দে আছি আমি। ধরমচাঁদ আর রতনলালরা এখন চোরেদের খুঁজে বের করার জন্য চারদিক তোলপাড় করছে।"

কাহিনী রোমাঞ্চকর তাতে সন্দেহ নেই। শেষ রাতে যখন আমরা রাজনন্দগাঁওয়ে নামলাম তখন সুনসান চারদিক। এই অসময়ে সুন্দরগড়ে যাওয়া যাবে না। প্রায় কুড়ি কিমি পথ। হেঁটে যাওয়াও অসম্ভব। তাই বাধ্য হয়েই সকালের জন্য অপেক্ষা করতে হল। এই সময়টুকু চন্দ্রকান্তকে আমার একটা রুমাল দিয়ে ওর মুখ সবসময় ঢেকে

BanglaBook.org

রাখতে বললাম।

বার কয়েক চা খেয়ে এবং স্টেশনের অন্ধকার অংশে অকারণ পায়চারি করে সময় কাটালাম। একটু বেলায় একটা টাঙ্গা নিয়ে রওনা হলাম সুন্দরগড়ের দিকে। রহমতের টাঙ্গা পাওয়া গেল না। অন্য একজনের টাঙ্গায় উঠে রাজবাড়ি যাব বলতেই টাঙ্গাওয়ালা আমাদের নিয়ে ঘোড়া ছোটাল।

বাড়ির কাছে গিয়ে টাঙ্গা থামলে সর্বাগ্রে বেরিয়ে এল মালা। সঙ্গে রম্যাণীও।

আমরা টাঙ্গা থেকে নামতেই রম্যাণী বলল, "ইনি?"

"ভেতরে চলুন, বলছি।"

টাঙ্গা ভাড়া আগে থেকেই দিয়ে রেখেছিলাম। তাই ঘরে গিয়ে চন্দ্রকান্তকে আমার বিছানায় বসিয়ে রম্যাণীকে বললাম, "ভাল করে আমার এই বন্ধুটির মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা?"

চন্দ্রকান্ত এবার রুমাল সরাতেই চমকে উঠল রম্যাণী, "দাদা!"

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল চন্দ্রকান্ত। বলল, "হ্যাঁ, আমি রে। মরিনি। বেঁচে আছি। ইনি না থাকলে...।"

রম্যাণীও কাঁদতে লাগল দাদাকে জড়িয়ে ধরে। বলল, "তোমাকে যে এইভাবে ফিরে পাবো তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি দাদা। তোমাকে হারিয়ে আমরা জীবন্মৃত হয়েছিলাম।"

মালাও হতচকিত হয়ে বলল, "এমন অসম্ভব কী করে সম্ভব হল?" বলেই ছুটল পাশের ঘরে বিষ্ণুকান্তবাবুকে খবর দিতে।

রম্যাণী ও চন্দ্রকান্তও গিয়ে হাজির হল।

বিষ্ণুকান্তবাবু নিজের কানকে, চোখকেও বিশ্বাস করতে পারলেন না। বললেন, "না না। মিথ্যে— সব মিথ্যে। তোমরা আমার সঙ্গে রসিকতা করছ। নয়তো আবারও একটা স্বপ্ন দেখছি আমি। স্বপ্ন মিলিয়ে গেলেই দেখব স-অ-অ-ব মিথ্যে।"

চন্দ্রকান্ত বাবাকে প্রণাম করে বাবার বুকে মাথা রেখে বলল, "না বাবা, মিথ্যে নয়। আমি সত্যিই ফিরে এসেছি।"

রম্যাণী এবার আমার হাত দুটি ধরে কান্না-ধরা গলায় বলল, "সত্যি করে বলুন তো আপনি কে? আপনি গোয়েন্দা না কোনও জাদুকর?"

"আমি অম্বর চ্যাটার্জি। আপনাদের পরিবারকে ঘিরে যে দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল তা ঈশ্বরের ইচ্ছায়। এখন যা হল তার মূলেও তিনিই। তবে একটা কথা, আপনার দাদার ব্যাপারে আমরা রাজনন্দগাঁওয়ের বিজয়বাবু ও জয়াকে যে সন্দেহ করেছিলাম তা নেহাতই অমূলক। ওঁরা দুজনেই সন্দেহের ঊর্ধ্বে। যদিও জয়ার একটু ভুলের জন্য এতবড় বিপর্যয়টা ঘটে গেল তবুও সে বেচারি নিরপরাধ। আপনার দাদার কাহিনী শুনে আমার অন্তত তাই মনে হয়েছে। এই অপহরণ ও চুরির জন্য

BanglaBook.org

দায়ি জয়ার স্বামী রতনলাল শাহ ও শেঠ ধরমচাঁদ। শুধু তাই নয়, পথে আসতে আসতে আপনার দাদার মুখে যা শুনলাম তাতে মনে হয়েছে ওই যুগলময়ূরীও আপনাদের হাতছাড়া হয়নি। ওটি এ বাড়ির গোপন সুড়ঙ্গের মধ্যেই বহাল তবিয়তে আছে।"

চমকের পর চমকের পালা।

ততক্ষণে সুন্দরগড়ের প্রজারা খবর পেয়ে দলে দলে ছুটে এসেছে চারদিক থেকে। আনন্দে উল্লাসে মেতে উঠেছে সবাই। তারাই মশাল জ্বেলে পেশাদার সাপুড়েদের সাহায্যে সেই সুড়ঙ্গপথের ভেতরে ঢুকে তিনটি গলিত শবের পাশ থেকে উদ্ধার করে আনল যুগলময়ূরীকে।

বিষ্ণুকান্তবাবু বললেন, "দেখলে তো, আমার যুগলময়ূরী কত জাগ্রত। সে স্বপ্ন দিয়ে নিজে উধাও হয়ে আমার চন্দ্রকান্তর ফিরে আসার পথ পরিষ্কার করে দিল।"

সুন্দরগড়ে সেদিন উৎসব রজনী। কত নাচগান হল। কত বাতি জ্বলল। আনন্দে আত্মহারা হল সকলে।

আমি বেশ কয়েকটা দিন ওদের ওখানে কাটিয়ে সুন্দরগড় থেকে বিদায় নিলাম। আসবার সময়ে বার বার বলে এলাম, এই চরম আনন্দের মধ্যে দুবেজির স্মৃতি যেন মন থেকে মুছে না যায়। বেচারি গরিব মানুষ। ওর মেয়েটিও লক্ষ্মীস্বরূপা। সে যাতে সুপাত্রে পড়ে তেমন ব্যবস্থা যেন ওরা অবশ্যই নেয়। ওর বিয়ের যাবতীয় দায়িত্ব বহন করুক ওরাই।

রম্যাণী ও চন্দ্রকান্ত দুজনেই আমাকে কথা দিল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

নিঠুর দরদী

আজকাল ছুটির দিনে আমি একটু এদিক-সেদিকে চলে যাই। আজ গিয়েছিলাম বেড়াচাঁপার দিকে। রাতে যখন বাড়ি ফিরলাম চারদিক তখন নিস্তব্ধ নিঝুম। রাখহরি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। তবে ঘুমিয়ে পড়লেও বেশি ডাকাডাকি করতে হয় না ওকে। ওর ঘুম খুব সজাগ। তাই ডোর বেলে চাপ দিতেই ও দরজা খুলে আমার দিকে কেমন যেন চোখে তাকিয়ে বলল, "কাকে চাই?"

সাধারণত দরজা খোলার আগে ও বাইরের আলো জ্বালে। আজ তা করল না। উপরন্তু এমন এক প্রশ্ন। নিশ্চয়ই কিছু একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে। তাই ওর চোখে চোখ রেখেই বললাম, "অম্বর চ্যাটার্জী আছেন?"

"না। ওঁর ফিরতে রাত হবে।" বলেই দড়াম করে মুখের ওপর সশব্দে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

আমার অভিজ্ঞতায় বুঝে নিলাম অঘটন কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটেছে। এবং সেটা আমাকে কেন্দ্র করে। তাই খুব আলতোভাবে হ্যাজবোল্টটা টেনে দিয়েই বাইরে এসে একটি টেলিফোন বুথ থেকে থানায় একটা ফোন করলাম।

আমার পরিচিত একজন ইনসপেক্টর তখন কর্মরত অবস্থায় ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হলেন কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশকে নিয়ে। তারপর বাইরে থেকেই বাড়ির চারদিক ঘিরে ফেললেন তাঁরা।

আমি নিশ্চিন্ত হয়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম। হ্যাজবোল্ট সরিয়ে আবার ডোর বেলে পুশ করতেই আলো না জ্বেলে দরজা খুলল রাখহরি।

আমি বললাম, "মিঃ চ্যাটার্জী ফিরেছেন?"

"না। বললাম তো রাত হবে।"

"আর কত রাত হবে? এখনই তো বারোটা।"

"তাতে কী? একটা দুটোও হতে পারে।"

আমি এবার গলার স্বর অসম্ভব রকমের গম্ভীর করে বললাম, "উনি ভেতরেই আছেন। হয় আসতে বলো, না হলে আমরা কিন্তু জোর করে ভেতরে ঢুকব।" বলেই রাখহরির হাত ধরে একটা হেঁচকা টান দিয়ে বাইরে আনলাম ওকে। তারপর বাইরে থেকে দরজাটা আবার এঁটে দিতেই ভেতরে দুড়দাড় শব্দ।

বুঝলাম কেউ বা কারা যেন ভেতরে ছিল। যারা অনেক আগে থেকেই ভেতরে

BanglaBook.org

ঢুকে ব্ল্যাকমেল করছিল রাখহরিকে। এবং ওদেরই জন্য আমার নিরাপত্তার খাতিরে রাখহরি উল্টোপাল্টা বকছিল এতক্ষণ। ওরা এখন বিপদ বুঝে ছাদে উঠেছে।

আমি পুলিশকে নির্দেশ দিতেই পুলিশের লোক ভেতরে ঢুকে সিঁড়ির দিকে ছুটল। কিন্তু আগন্তুকরাও চতুর কম নয়। ওরা ছাদে উঠেই বন্ধ করে দিয়েছিল ওপরের দরজা।

সেই দরজার কাছে একজনকে পাহারায় রেখে ইনসপেক্টর বাড়ির বাইরে এসে ছাদের দিকে রিভলভার তাগ করে বললেন, "যদি ভাল চাও তো ধরা দাও বাছাধনরা। না হলে দরজা ভেঙে তোমাদের ডেডবডি নামিয়ে আনব ছাদ থেকে।"

প্রত্যুত্তরে একটি বোমা ফাটার শব্দ শোনা গেল। ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল চারদিক। আর তারই মধ্য দিয়ে দুষ্কৃতীরা ছাদ থেকে লাফিয়ে চোখের পলকে উধাও।

মুহূর্তের মধ্যে যা কিছু ঘটে গেল তার সবই অবাস্তব মনে হল।

রাখহরির মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে।

আমি বললাম, "কী ব্যাপার বল তো?"

ও বলল, "আপনি আসবার বেশ কিছুক্ষণ আগে দুজন বিশ্রি চেহারার লোক এসে দরজায় বেল টিপল। আমি ভাবলাম আপনিই এসেছেন। তাই আলো জ্বেলে দরজা খুলেই দেখি মূর্তিমান ওরা। ওদের একজন জিজ্ঞেস করল, আপনি বাড়িতে আছেন কিনা। আমি 'না' বললে ওরা জানতে চাইল, কখন আসবেন? আপনার আসতে রাত্রি হবে বলায় ওরা আমার বুকে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে জোর করে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বলল, "তোর বাবুর সঙ্গে আমাদের একটা বোঝাপড়া আছে। যতক্ষণ না আসে আমরা কিন্তু ততক্ষণ এখানেই থাকব।" বলে ঘরে ঢুকে দারুণ অসভ্যতা শুরু করে দিল। গোটা ঘর তছনছ করে চারদিক নাড়াঘাঁটা করে একশা করল। অশ্রাব্য মুখের ভাষা ওদের। একটু আধটু নেশাও করেছিল বোধ হয়। ঘরে কেক, বিস্কুট যা ছিল সব সাবাড় করে মিনিটে মিনিটে চায়ের অর্ডার দিতে লাগল। ওদের মতলব ভাল নয় বুঝে আমি ওদের নির্দেশ মতোই সবকিছু করে যেতে লাগলাম। একবার ভেবেছিলাম ছাদে উঠে দরজা বন্ধ করে ছাদ দিয়ে পালাব। কিন্তু সিঁড়ির কাছে যেতেই একজন সজোরে একটা লাথি মারল আমাকে। এরপর আমি আর এগোতে সাহস করিনি। ওদের কথাবার্তা শুনে মনে হল ওদের হাতে আপনার জীবন বিপন্ন। তাই আপনি আসার পর আমি আপনার সঙ্গে ওইরকম ব্যবহার করলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আপনি আমার কথাবার্তা শুনে এবং চোখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝে নেবেন।"

BanglaBook.org

আমি বললাম, "বুঝে তো নিয়েইছি। কিন্তু ব্যাপারটা খুব রহস্যময় মনে হচ্ছে। এরা কারা? কেন এল এখানে? আমাকে মারবার উদ্দেশ্য থাকলে তো অন্ধকারে লুকিয়েই মারতে পারত। অযথা এমন সিন ক্রিয়েট করার তো কোনও দরকার ছিল না।"

রাখহরি বলল, "উঃ! কী ভয়ঙ্কর ওরা।"

পুলিশ আবার ভেতরে এসে ঘরের অবস্থা দেখে যা যা নোট নেবার নিয়ে বিদায় নিল। যাবার সময় ইনসপেক্টর বললেন, "খুবই গোলমেলে ব্যাপার। এরা যে কারা কিছু অনুমান করতে পারলেন?"

বললাম, "না"।

"তা হলে একটু সাবধানে থাকবেন মিঃ চ্যাটার্জী। কেননা গুপ্ত ঘাতকদের বিশ্বাস নেই। আমরাও অবশ্য নজর রাখব আপনার বাড়ির দিকে।"

"কোনও দরকার নেই। আপাতত ওরা আর এদিকে আসবে না। তা ছাড়া আমি কখন কোথায় থাকি না থাকি তারও ঠিক নেই, তাই অযথা একজন স্টাফকে রিজার্ভ না করাই ভাল। বিশেষ করে এই ঘটনার পর আমি আরও বেশি সতর্ক থাকব।"

পুলিশ বিদায় নিলে আমি মুখ-হাত ধুয়ে সোফায় দেহটা এলিয়ে দিলাম।

রাখহরির ভয় তখনও কাটেনি। তবুও ও ওই সময়টুকুর মধ্যেই একটু আলুভাজা ও পরোটা করে আমাকে খাইয়ে দিল। শয়তানরা শুধু চা-বিস্কুট নয়, ফ্রিজের ভেতর থেকে বের করে সন্দেহ-রসগোল্লাগুলো পর্যন্ত খেয়ে গেছে।

ওরা যে কেন কী জন্য এসেছিল তা বুঝতে না পারায় ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটল সারারাত। কিছুতেই দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। সারাটা রাত বিছানায় শুয়ে জেগেই কাটিয়ে দিলাম।

ভোরের দিকে একটা ফোন এল।

রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলতেই শুনতে পেলাম, "আমি ডেঞ্জার সিগন্যাল বলছি।"

"বলুন, শুনছি।"

"আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমাকে অমান্য করে লেভেল ক্রসিং যারা ক্রস করতে যায় তারা সবাই কাটা পড়ে।"

"জানি।"

"তা হলে আপনি কেন আগুন নিয়ে খেলছেন মিঃ চ্যাটার্জী?"

"এটাই তো আমার কাজ।"

"আপনি কি জানেন না আগুন নিয়ে খেলতে গেলে অনেক সময়ই হাত পোড়ে?"

"সেটা অসতর্ক এবং আনাড়ি খেলোয়াড়দের। পাকা খেলোয়াড়ের নয়।"

"তবুও আমি বলছি, আপনি আগুন নিয়ে খেলা বন্ধ করুন।"

"তার আগে বলুন আপনি কে?"

"ড্যাম ফুল।"

"সে তো বুঝতেই পারছি।"

"এটা আপনার উদ্দেশ্যে বললাম। আপনি গোয়েন্দাগিরি করেন অথচ আমার

BanglaBook.org

পরিচয় জানেন না?"

"কী করে জানব? মেঘের আড়ালে মেঘনাদ হয়ে লুকিয়ে থাকলে কি তার পরিচয় জানা যায়? ডেঞ্জার সিগন্যাল ধাতব। তার ভাষা নেই। অথচ আপনি...।"

"আমি সরব। ডেঞ্জার সিগন্যাল হয়ে আমার লেভেল ক্রসিং-এ আসার আগেই আমি বিপদ সংকেত দিই।"

"এবার বুঝতে পেরেছি। বার্নপুরে পাঁচজন ব্যবসায়ীকে রেলের চাকায় কাটিয়ে মারার নায়ক আপনি। সারা পুলিশ দপ্তর যাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে আপনি সেই...।"

"ইউ আর রাইট। বুঝতে পেরেছেন তা হলে?"

"পেরেছি। কিন্তু হঠাৎ আমাকে এমন হুঁশিয়ারি দেওয়ার কারণ?"

"আছে বৈকি। আমার দুজন লোক আজ আপনার কাছে গিয়েছিল সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু আপনি তাদের চালাকি করে পুলিশের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। ওরা নেহাত অসুরের শক্তি ধরে তাই কোনওরকমে পালিয়ে আসতে পেরেছে। কাজটা কি আপনি ভাল করলেন?"

আমি এবার কঠিন গলায় বললাম, "নিশ্চয়ই ভাল করেছি। আমার কোনও লোক যদি আপনার অবর্তমানে আপনার বাড়িতে ঢুকে আপনার কোনও লোককে ভয় দেখিয়ে ঘরের মধ্যে বাঁদর নাচ নাচত তখন আপনি কী করতেন?"

"আমার কথা ছাড়ুন। জেনে রাখুন, ওরা দুজনে অতি ভয়ঙ্কর। ওদের ঘাঁটিয়ে ঠিক করলেন না। এখন থেকে ওরাই আপনার নিয়তি।"

"তেমনই আমিও ওদের নিয়তি। সেইসঙ্গে আপনারও।"

ওদিক থেকে বিদ্রূপের একটা হাসি শোনা গেল।

আমি বললাম, "এতক্ষণ ধরে আজেবাজে কথা তো অনেক হল। এখন কী বলতে চান তা স্পষ্ট করে বলুন?"

"রূপরাজ সাহানি আমারই শিকার। ওর কেসটা আপনি না নিলেই ভাল করতেন।"

"রূপরাজ সাহানি কে তাই তো জানি না। অতএব তার কোনও কেস নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না আমার।"

"আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। রূপরাজ সাহানির কেস আপনি হাতে নিয়েছেন।"

"ওই নামের কোনও লোককেই আমি চিনি না।"

"না চিনতে পারেন। কিন্তু ওর কেস আপনি নিয়েছেন।"

"আমি আপনার মতো কাপুরুষ নই। তবে হ্যাঁ, এবার দারুণ আগ্রহী হয়ে খোঁজখবর নেবো, মাথা ঘামাবো। কেননা বিষয়টা আমার খুব রহস্যময় মনে হচ্ছে।"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর শোনা গেল, "রূপরাজ সাহানির খুনের ব্যাপারে তার স্ত্রী অনুরাধা সাহানি আপনাকে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর হিসেবে নিয়োগ করেননি?"

BanglaBook.org

"এখনও পর্যন্ত না।"

"আমার কাছে কিন্তু পাক্কা খবর আছে।"

"খবরটা নেহাতই কাঁচা। তাই আমাকে ঘাঁটিয়ে আপনি আপনার নিজের বিপদই ডেকে আনলেন। যাই হোক, টেলিফোনের তার যেমন আপনার কণ্ঠস্বরকে আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছে তেমনই আমার তদন্তের সূত্র আপনার শরীরটাকেও একদিন টেনে আনবে আমার কাছে। তখন আইন-আদালতের তোয়াক্কা না করে...।"

"আমার মাথাটাকেই আপনি গুঁড়িয়ে দেবেন। এই তো? যাক, আপনি তা হলে আমার সঙ্গে দুশমনিই চাইছেন? ঠিক আছে। আমার পথের কাঁটা কীভাবে উপড়ে নিতে হয় আমি তা জানি।"

আর কোনও কথা নয়। এরপর রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ শোনা গেল। লাইন কাট।

ভোরের আলো ফুটে উঠতে না উঠতেই এমন একটা ফোন পেয়ে মাথার মধ্যে যেন ঝিম ধরে গেল। রূপরাজ সাহানিকে আমি সত্যিই চিনি না। তবে কয়েকদিন আগে তাঁর খুন হওয়ার বৃত্তান্ত কাগজে পড়েছি। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ঘরের বনেদী এবং বিত্তবান ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি। সৎ ও সজ্জন হিসেবেও সুনাম ছিল। ব্যবসার সূত্রে বিহারের নওয়াদায় থাকতেন। সেখানেই তিনি রেলে কাটা পড়ে মারা যান। পুলিশের অনুমান, ডেঞ্জার সিগন্যালের ডেঞ্জার গ্যাঙ-এর লোকরাই খুন করে তাঁকে। অথচ এই ছদ্মনামের আড়ালে লুকিয়ে আছেন যিনি তাঁর নাগাল অনেক তদন্তের পরও পাওয়া যায় না। একাধিক খুনের ঘটনায় ও সন্ত্রাস সৃষ্টিতে পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে তাকে। কিন্তু পুলিশের গন্ধ শুঁকেই সে বিপদ টের পেয়ে উধাও হয়ে যায়। তা সে যাই হোক, ওঁর খুনের ব্যাপারে আমার সাহায্য নেবার জন্য এখনও পর্যন্ত কেউই এগিয়ে আসেননি। অথচ উনি কীভাবে টের পেলেন যে ওই কেসটা আমিই হাতে নিয়েছি? তা ছাড়া বিহারের কোনও ব্যবসায়ী পরিবার সেখানকার কোনও তদন্তকারী অফিসারের সাহায্য না নিয়ে আমার কাছে আসবেনই বা কেন? আমি তো তেমন কোনও নামজাদা গোয়েন্দা বা কেউকেটা নই, তা হলে? ব্যাপারটা তাই রীতিমতো ভাবিয়ে তুলল আমাকে। এখন আমাকে খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে এই ঘটনায় আমি জড়িয়ে পড়লাম কীভাবে?

ফোন রেখে অকারণে ঘরময় একটু পায়চারি করে বাথরুমের কাজ সেরে আয়েস করে বসতেই রাখহরি চা আর বিস্কুট দিয়ে গেল।

বিস্কুটে কামড় দিয়ে আমি অবাক চোখে তাকালাম ওর দিকে। বললাম, "কী ব্যাপার! এগুলো কি তোর গোপন স্টক? ওই রাক্ষসদের নজর পড়েনি বুঝি এগুলোর দিকে?"

রাখহরি বলল, "এইমাত্র মোড়ের মাথা থেকে নিয়ে এলাম।"

BanglaBook.org

বিস্কুট খেয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিলাম আমি।

একটু পরেই খবরের কাগজ এলে চোখ রাখলাম কাগজের পাতায়। প্রথম পাতায় উল্লেখযোগ্য কোনও খবরই নেই। আর ভেতরের পাতাগুলো বিজ্ঞাপনে ভর্তি। তাই কাগজ রেখে বাগানে এসে গাছপালাগুলোর পরিচর্যা করতে লাগলাম।

সকালের সোনা রোদে চারদিক যখন ঝলমলিয়ে উঠল ঠিক তখনই একটা টাটা সুমো এসে থামল বাগানের গেটের কাছে।

গাড়ির শব্দ শুনে রাখহরি এগিয়ে গেল।

আমি দূর থেকেই দেখলাম অত্যন্ত দামি শাড়ি পরা ও নানাবিধ অলঙ্কারে সজ্জিতা এক তরুণী গাড়ি থেকে নেমেই আমার খোঁজ করলেন।

আমিও এবার এগিয়ে গেলাম তাঁর দিকে। বললাম, "আপনি নিশ্চয়ই অনুরাধা সাহানি?"

তরুণী অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী করে জানলেন?"

"আগেভাগেই আমি অনেক কিছু জানতে পারি।"

"আশ্চর্য!"

"আসুন, ভেতরে আসুন।"

তরুণী ভেতরে এলে আমার সোফায় আমি তাঁকে বসতে বললাম। তারপর রাখহরির দিকে তাকাতেই রাখহরি বলল, "ব্যবস্থা করছি।"

রাখহরি সঙ্গে সঙ্গে দোকানে গিয়ে আমাদের জন্য বেশ ভালরকম জলখাবারের ব্যবস্থা করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসল।

আমি বললাম, "এবার বলুন অনুরাধা দেবী, আপনার জন্য আমি কী করতে পারি?"

"তার আগে বলুন, আপনি আমার নাম জানলেন কী করে?"

"শুধু নাম নয়, আপনি যে আসবেন তাও জানতাম। তবে আজই আসবেন তা জানতাম না।"

"আমার মনে হয় আমি তা হলে ঠিক লোকের কাছেই এসেছি।"

আমি হেসে বললাম, "আপনি যদি অম্বর চ্যাটার্জী নামে কারও কাছে এসে থাকেন তা হলে ঠিক লোকের কাছেই এসেছেন।"

"হ্যাঁ, অম্বর চ্যাটার্জীর কাছেই এসেছি আমি।"

"আপনার স্বামীর ওই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের একটা কিনারা করবার জন্য, এই তো?"

"না। এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক কে বা কারা তাদের প্রত্যেককে আমি চিনি। পুলিশও চেনে। কিন্তু ওই ধূর্ত বেড়ালদের ধরবার মতো ফাঁদ এখনও পর্যন্ত কেউ পাততে পারেনি। সেই কাজটা আপনাকে করতে হবে। এমনভাবে ধরতে হবে ওদের যাতে এক জালে সবাই ওরা ধরা পড়ে। ওরা ধরা না পড়লে আরও কত লোক যে ওদের শিকার হয়ে অকালে জীবন বিসর্জন দেবে তা কে জানে?"

BanglaBook.org

রাখহরি প্লেট ভর্তি সিঙাড়া কেক ও কফির পেয়ালা এনে নামিয়ে রাখল আমাদের সামনে।

খেতে খেতেই কথাবার্তা চলতে লাগল আমাদের।

আমি বললাম, "এত সকালে আপনি কোথা থেকে এলেন?"

"আমি কলকাতা থেকেই আসছি। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে একটা ফ্ল্যাট নেওয়া আছে আমাদের। কলকাতায় এলে আমরা ওখানেই উঠি।"

"তা না হয় হল। আপনি তো থাকেন বিহারে। সেখান থেকে আমার খোঁজ আপনি কীভাবে পেলেন?"

"জয়ন্ত বিশ্বাস নামে কাউকে আপনি চেনেন?"

"চিনি বৈকি। ল্যান্সডাউনে বাড়ি। একসঙ্গে একই কলেজে পড়েছিলাম আমরা। দেখাসাক্ষাত অবশ্য অনেকদিন নেই।"

"উনি আমাদের পরিবারের বিশেষ বন্ধু। ওঁর মুখে শুনেই আপনার কাছে এসেছি আমি। আপনি নিশ্চয়ই জয়ন্তর মুখে শুনেছেন আমার কথা। নামও জেনেছেন?"

"মোটেই তা নয়। অন্য একটা সূত্র থেকেই আপনার খবর পেয়েছি। আগে আপনার কথা শুনি। পরে সব বলব আপনাকে।"

চা-পর্ব শেষ করে অনুরাধা বললেন, "আমার নাম অনুরাধা মুখার্জী। পরে সাহানি হই। বুঝতেই পারছেন বাঙালি। আপনাদেরই এই লাইনে বাগনানে বাড়ি। আমার বাবা-মা দুজনেই বেঁচে আছেন। খুবই অভাবের সংসার ছিল আমাদের। শ্যামপুর কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়তে পড়তেই আমি সংসার চালানোর তাগিদে কলকাতায় একটি হোটেলে নর্তকীর চাকরি নিয়ে পড়াশুনা ছাড়ি। তখনই রূপলাল সাহানির সঙ্গে আমার পরিচয়। জয়ন্ত বিশ্বাস ও আমার স্বামী একই ব্যবসায়ে যুক্ত ছিলেন। সেই সূত্রেই ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। যাই হোক, বিয়ের পর আমি রূপলালের নওয়াদার বাড়িতে চলে আসি। ওঁর দয়ায় আমাদের পরিবারে আর কোনও দুঃখ-কষ্ট রইল না। বাগনানে এখন আমাদের পাকা বাড়ি। জমিজমাও হয়েছে অনেক। আমার স্বামী অত্যন্ত সৎভাবে ব্যবসা করতেন। গরীব দুঃখীদের সাহায্য করতেন। সেই মানুষের যে অমন মর্মান্তিক মৃত্যু হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। বাড়ি গাড়ি শাড়ি গয়না কোনও কিছুরই অভাব নেই আমার। অল্পদিন হল বিধবা হয়েছি। এখন বলুন তো যাঁর দয়ায় আমার এত কিছু সেই তিনিই যদি আমার জীবনে না থাকেন তো আমার বেঁচে থেকে লাভ কী?"

"ওঁর মৃত্যুটা ঠিক কীভাবে হল একটু যদি বলেন...।"

"একদিন উনি কী একটা কাজে বিহারশরীফে গেলেন কিন্তু বাড়ি ফিরলেন না। তিন দিন পরে বাড়ির কাছেই লেভেল ক্রসিং-এ রেলের চাকায় ছিন্নভিন্ন তাঁর দেহটার সন্ধান পাওয়া গেল। এটি যে দুর্ঘটনা বা আত্মহত্যা নয় তার প্রমাণ ওঁর হাত-পা দুটোই লাইনের সঙ্গে বাঁধা ছিল। ওঁর মারুতিটা ছিল হসুয়ার মোড়ে। তবে

BanglaBook.org

খেতে খেতেই কথাবার্তা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

রহস্যময়ভাবে উধাও গাড়ির ড্রাইভার রতনলাল।"

"রতনলালের বাড়ি কোথায়?"

"হসুয়াতেই। কিন্তু না সে বাড়ি ফিরেছে না পাওয়া গেছে তার ডেডবডি।"

"অর্থাৎ পলাতক। তার মানে খুনিদের দলে হয়তো সেও ছিল। তাই গা ঢাকা দিয়েছে।"

"না। রতনলাল সে প্রকৃতির মানুষ নয়। তা ছাড়া কোথায় হসুয়া, কোথায় নওয়াদা। হসুয়া তিলাইয়ার মোড়ে। রেল স্টেশনের কাছে। আর নওয়াদা সেখান থেকে বেশ কয়েকটি স্টেশন দূরে। ওরা রতনলালকেও হয় খুন, নয় তো গুম করেছে।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "একটু আগে আপনি বললেন এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক কে বা কারা তাদের আপনি চেনেন। পুলিশও চেনে। তাই, যদি আপনি ওদের সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করেন তা হলে কিন্তু আমার তদন্তের খুব সুবিধে হয়।"

"সব বলব বলেই তো আপনার কাছে এসেছি আমি।"

রাখহরি এতক্ষণ মন দিয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। কিন্তু তারই মধ্যে আবার দু'কাপ চা তৈরি করে দিয়ে গেল আমাদের। অমনিই জিজ্ঞেস করল, "দিদি, আজ আপনি আমাদের এখানে ডাল-ভাত যা হোক দুটো খেয়ে যাবেন তো?"

অনুরাধা বললেন, "না ভাই। আজ নয়, অন্য একদিন। তোমাদের এখান থেকে বেরিয়ে আমি একবার বাগনানে যাব আমার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে। তারপর আবার ফিরে যাব নওয়াদায়।"

আমি বললাম, "এবার বলুন, ওদের ব্যাপারে কী বলবেন? লেভেল ক্রসিং, ডেঞ্জার গ্যাঙ সব যেন কেমন ওলোট-পালট হয়ে যাচ্ছে আমার।"

"যাবারই কথা। লক্ষ্মীসরাই, বেগুসরাই, কিউল, মোকামা, আকবরপুর সর্বত্র সন্ত্রাস ওদের। দশ পনেরোজনের একটি অশুভ চক্র। প্রতীক হল ডেঞ্জার সিগ্‌ন্যাল। এই মাফিয়া দলটি রেলের স্ক্র্যাপ বিক্রির সঙ্গে যুক্ত। ওয়াগন ভাঙা থেকে শুরু করে ভারতীয় রেলের যাবতীয় সর্বনাশের মূল এরাই। এরা এমনই বেপরোয়া যে খুন করে নিজেদের পরিচয় দিয়ে টেলিফোনে পুলিশকে খুনের কথা জানায়। যাদের বাড়ির লোক খুন হয় জানিয়ে দেয় তাদেরকেও। ওদের টার্গেট হল বড় ব্যবসায়ীরা। খুনের জন্য ওরা ছোরা-ছুরি, বোমা-গুলি কিছুই ব্যবহার করে না। শুধু একই দলের কাজ এটা জানাবার জন্য রেলের লেভেল ক্রসিংকেই ব্যবহার করে। জীবন্ত মানুষকে হাত-পা বেঁধে ট্রেন আসার আগের মুহূর্তে লাইনে ফেলে দেয়। শুধু ফেলে দেওয়া নয়, এমনভাবে বেঁধে রাখে যে সেখান থেকে সরে যাওয়ারও কোনও উপায় থাকে না। ওদের কালো হাত বহুদূর বিস্তৃত। যে কোনও ব্যবসায়ী একটি বিশেষ সীমাবদ্ধতার ওপরে উঠে গেলে অর্থাৎ এই রাজ্যের মধ্যে অধিক বিত্তবান ও

BanglaBook.org

ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলে ডেঞ্জার গ্যাঙ বিপদ সিগন্যাল দেখায়। বলে, লেভেল ক্রস করে ঊর্ধ্বসীমায় পৌঁছতে গেলে ডেঞ্জার সিগন্যালকে লাভের অর্ধাংশ দিতে হবে। না হলেই বরণ করে নিতে হবে চরম পরিণতিকে। শুধু তাই নয়, ওরা খুন করে। করে পুলিশকে জানায়, "আজ একটা খুন হয়েছে। খুনটা আমরাই করেছি। তাই অযথা সময় নষ্ট করে দৌড়-ঝাঁপ করবেন না। অযথা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কাউকে বিরক্ত করবেন না। কোনও নিরীহ মানুষকে গ্রেফতার করে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করবেন না। মনে রাখবেন, আমাদের কাজের জন্য অন্যের শাস্তি হলে পুলিশকে কিন্তু আমরা ছাড়ব না। আমরা যত না খুন করি, পুলিশ ও নেতারা তার চেয়েও অনেক বেশি খুন করে। আমরা অত্যন্ত ভদ্রলোক। মশা যেমন নির্বিচারে মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর রক্তপান করে ব্যবসায়ীরাও তেমনই কায়দায় শোষণ করে মানুষকে। তাই ব্যবসায়ীরা আমাদের কাছে রক্তশোষক মশক-এর মতো। সেজন্যই ব্যবসায়ী খুন আমাদের কাছে মশা মারার মতোই সামান্য ব্যাপার।"

এই পর্যন্ত বলে অনুরাধা থামলেন।

আমিও একাগ্রচিত্তে ওঁর বক্তব্য শুনে স্থির হয়ে বসে রইলাম। গ্যাঙটি যে সত্যই ডেঞ্জারাস তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু ওদের যুক্তির সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। ব্যবসায়ীরা যদি ওই দলের কাছে রক্তশোষক মশক হন তা হলে একমাত্র চাকুরিজীবি ছাড়া সবাই তো ব্যবসায়ী। যে লোকটা বাদাম বেচছে সেও যা, আর যিনি জুয়েলারির দোকানে বসে লাখ লাখ টাকা আয় করছেন তিনিও তা। আসলে এই দুষ্কৃতীর দল চুনোপুঁটি নয়, রাঘব বোয়ালদেরই মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে চায়। আর সেজন্যই এই অজুহাত।

আমি অনুরাধাকে বললাম, "আপনার স্বামীর ব্যবসাটা ঠিক কী ধরনের ছিল বলুন তো?"

"ওঁর ব্যবসা এক ধরনের ছিল না। প্রথমে বাড়ি কেনাবেচা, পরে প্রমোটারি। তারও পরে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে টাকা খাটাতেন। রেল ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ তৈরি করতেন। রাঁচি, হাজারিবাগ ও পটনাতে ওঁর স্টিল ফার্নিচারের দোকান ছিল। সম্প্রতি নওয়াদাতে জমি কিনে একটি সিনেমা হল তৈরি করছিলেন।"

"তার মানে অনেক টাকারই মালিক হয়েছিলেন তিনি।"

"হ্যাঁ। কিছুদিন আগে পটনার একটি হোটেলে একজন ব্যবসায়ীর পার্টিতে যখন আমরা যোগ দিয়েছিলাম তখন ওরা আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করে। ওরা ওঁর কাছে দু'কোটি টাকা অথবা ওঁর ব্যবসার লভ্যাংশের অর্ধেক নিয়মিতভাবে যাতে বিনা ঝামেলায় ওদের হাতে তুলে দেওয়া হয় এমন দাবি করে। কিন্তু উনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, ওদের কোনওভাবেই কোনও সাহায্য করবেন না বলে। ওরা অবশ্য ওদের প্রস্তাবটা আর একবার ভেবে দেখবার কথা বলে বিদায় নেয়। তারপরই এই। জয়ন্তবাবু আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। উনি অনেক করে ওঁকে বললেন, ওদের সঙ্গে

BanglaBook.org

সংঘর্ষে না যেতে। এমনকী এও বললেন জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বাদ না করার জন্য। আমার উনি হেসে বললেন, "ব্যবসায় ফুলে-ফেঁপে ওঠাটা আমার একটা নেশা। তেমন হলে ব্যবসা আমি গুটিয়ে নেবো। মুম্বই অথবা পুনেতে গিয়ে হোটেল ব্যবসা করব। তবু এক পয়সাও দেবো না ওদের।" জয়ন্তবাবু আর কোনও কথা না বলে শুধু একটি কথাই বললেন, "তোমার নিয়তি এবার ঘনিয়েছে দেখছি।"

আমি একটু চুপ থেকে বললাম, "জয়ন্তর সঙ্গে আপনাদের বন্ধুত্ব কতদিনের?"

"অনেকদিনের। আমি তো বিয়ের পর থেকেই ওকে দেখছি ওঁর সঙ্গে।"

"জয়ন্তর কীসের ব্যবসা?"

"শুনেছি উনিও প্রথমে বাড়ি কেনাবেচার লাইনে ছিলেন। পরে এই লাইনে মাফিয়াচক্র সক্রিয় হয়ে ওঠায় উনি প্রেমোটারির পথ ধরেন। পটনায়, ভাগলপুরে, রাঁচিতে ওঁর এখন রমরমা কারবার। রাজগীর থানার কাছে একটি জমি পছন্দ করে উনি হোটেল তৈরি করবার পরিকল্পনা করেছিলেন। আমার উনি অবশ্য ওঁকে রাজগীরের বদলে পটনায় জমি কিনতে বলেন। আর রাজগীরের জমিটি উনি রতনলালের নামে কিনে ওকে গিফট দেন। তবে ওইখানে হোটেল তৈরি করার দায়িত্বটা দেন জয়ন্তবাবুকেই। পরিকল্পনামতো কাজও এগোচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ...।"

"জয়ন্ত কি পটনার জমিটা কিনেছিল?"

"হ্যাঁ। এমনকী ওখানে একটা ফাইভ স্টার হোটেল নির্মাণের আয়োজনও করছিলেন।"

"কাজ কতটা এগিয়েছিল বলতে পারেন?"

"না। তবে এই ব্যাপারে উনি আর্থিক সাহায্যের জন্য আমার স্বামীর কাছে ঘনঘন আসা-যাওয়া করছিলেন।"

"তা হলে ধরা যেতে পারে জয়ন্ত এতদিনেও আপনার স্বামী রূপলাল সাহানির ধারেকাছে পৌঁছতে পারেননি।"

"না।"

আমি বললাম, "আপনার কথা মোটামুটি শুনলাম। ব্যাপারটা যে দারুণ গোলমেলে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের নায়ক যে কারা তাও অজানা নয়। শুধু ওই লোকগুলোকে হাতে নাতে ধরতে পারলেই যাবতীয় রহস্যের যবনিকা পতন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই, জয়ন্ত বিশ্বাস আমার অতীতের বন্ধু। তবে কিনা বহুদিন ওর সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই। তাই আমার খবর ও কী করে পেল এটা আমার খুবই জানতে ইচ্ছে করছে। ও কী নিজেই আপনাকে আমার কাছে পাঠাল?"

অনুরাধা বললেন, "না। অনেকদিন আগে কাগজের রিপোর্ট পড়ে আপনার প্রসঙ্গে উনি বলেছিলেন আপনি নাকি ওঁর বন্ধু হন। তা ছাড়া আমার বাড়ি বাগনানে।

BanglaBook.org

তাই বলেছিলেন মৌড়িগ্রামে আপনার বাড়ির কথা। ওই বিপজ্জনক গ্যাঙটিকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য আপনার শরণ নেওয়ার কথা আমিই ওঁকে বলেছিলাম। কিন্তু উনি 'হুঁ-হাঁ' করে আর এগোননি। আমার এই চরম বিপদের মুহূর্তে যখন আমি ওঁর দ্বারস্থ হলাম তখন উনি বললেন, "এই ব্যাপারে অম্বরকে কাজে লাগালে ও হয়তো একটা কিনারা করতে পারে। আমার নাম করে ওর কাছে গিয়ে বলে দেখো, ও রাজি হয় কি না। মনে হয় 'না' করবে না। তাই অনেক আশা নিয়েই আপনার কাছে আমি এসেছি আজ।"

আমি বললাম, "এই ধরনের কোনও গ্যাঙকে ধরিয়ে দিতে পারলে সত্যিই একটি ভাল কাজ হবে আমার দ্বারা। সবচেয়ে বড় কথা, রতনলালকে জীবিত অথবা মৃত যে অবস্থাতেই হোক খুঁজে বের করতে হবে। তা হলেই রহস্যের জট খুলে যাবে। রতনলালকে কিডন্যাপ করেই খুনিরা মস্ত একটি ভুল করে গেছে। এখন আপনার কথা বলুন, স্বামীর অবর্তমানে ওঁর বিজনেস...।"

"ব্যবসার কিছুই আমি বুঝি না। শেষ পর্যন্ত সব দায়িত্ব জয়ন্তবাবুর হাতেই তুলে দিতে হবে হয়তো। তবে যা উনি সঞ্চয় রেখে গেছেন তা সারা জীবনেও দু'হাতে খরচা করে শেষ করতে পারব না। এখন বলুন আপনাকে কি দিতে হবে?"

"আপাতত কিছু না। তার কারণ, এটা ঠিক আপনার কেস নয়। দেশের এক শ্রেণীর নাগরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপার। আসামীদের ধরিয়ে দিতে পারলে সরকারিভাবে আমি কিছু পুরস্কার পাবার আশা করব। যেহেতু আপনার মৃত স্বামীর জীবন আমি ফিরিয়ে দিতে পারব না তাই আপনার কাছ থেকে কোনওকিছুই প্রত্যাশা করি না। ধরুন, যদি আমি সফল না হতে পারি, তা হলে?"

"সফল আপনি হবেনই। আমার মন কিন্তু তাই বলছে। আপাতত আমি আপনার জন্য এক লাখ টাকার একটা চেক এনেছি। যদি ওই গ্যাঙটাকে আপনি ধরিয়ে দিতে পারেন তা হলে আরও চার লাখ টাকা আপনাকে আমি দেবো। না হলে এই শেষ।"

আমি চেকটি হস্তগত করলাম। তারপর বললাম, "আপনার সব কথাই তো শুনলাম। কিন্তু আপনার কোনও সন্তানাদি...।"

অনুরাধা ম্লান হেসে বললেন, "বিয়ের পর একটি হয়েছিল। কিন্তু সে বেঁচে নেই। মাত্র চারদিনের মাথাতেই..।"

"স্যরি। না জেনে আপনার ব্যথার জায়গায় আমি ঘা দিয়ে ফেললাম। কিছু মনে করবেন না।"

অনুরাধা বললেন, "না না। তাতে কী? আচ্ছা, আজ তা হলে আসি?" বলে উঠে দাঁড়িয়েই বললেন, "ওঃ হো, আপনার ফোন নম্বরটা আমাকে দিন তো?"

আমি আমার নাম-ঠিকানা লেখা একটি কার্ড অনুরাধাকে দিলাম। তারপর বললাম, "যাবেন কিন্তু খুব সাবধানে। আমার এখানে দেখা করতে আসার অপরাধে আপনার জীবনও কিন্তু বিপন্ন হতে পারে।"

BanglaBook.org

অনুরাধা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিদায় নিলেন।

উনি চলে যাবার পর আমি চেকটা হাতে নিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম কিছুক্ষণ। জয়ন্তর সঙ্গে আজ প্রায় দশ বছর আমার যোগাযোগ নেই। আমার গোয়েন্দাগিরির কথা হয়তো আমার কোনও বন্ধুবান্ধবের মুখ থেকে ও শুনে থাকতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য! এই ব্যাপারে অনুরাধাকে পাঠানোর আগে আমার সঙ্গে ও নিজে কোনও যোগাযোগ করল না কেন? তার চেয়েও আশ্চর্যের, ডেঞ্জার গ্যাঙের ওরা আমার ব্যাপারে কীভাবে জানল আর আমার টেলিফোন নম্বরই বা পেল কী করে? অনুরাধা যে আমার সাহায্য নেবে এমন ধারণাই বা ওদের হল কেন? অনেক ভেবেও আমি কোনও কূল পেলাম না।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর যখন চিন্তা করছি এই ব্যাপারে কীভাবে এগোব সেই নিয়ে, তেমন সময় আবার টেলিফোন, "কেসটা তা হলে আপনি নিয়েই নিলেন মিঃ চ্যাটার্জী? ভালই করেছেন। ডেঞ্জার গ্যাঙ বড়ই বিপজ্জনক। তাদের ধরিয়ে দেওয়া একান্তই দরকার। তা কবে আসছেন আমাদের নওয়াদায়?"

"ভাবছি আজকালের মধ্যেই যাব।"

"আপনি নিশ্চয়ই অনুরাধা সাহানির বাড়িতে উঠবেন?"

"অবশ্যই।"

"ভদ্রমহিলা কিন্তু অত্যন্ত সুন্দরী।"

আমি ইংরেজিতে একটি গালাগালি দিয়ে ফোন নামিয়ে রাখলাম।

ফোনের কথাগুলো টেপ হয়ে গেছে।

অনুরাধা চলে যাবার পরই তদন্তের স্বার্থে পুলিশ এসে এই ব্যবস্থা করে গেছে।

রাখহরিও সময়মতো ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা দিয়ে এসেছে চেকটা। এ পর্যন্ত কোনও কাজের জন্য এক লাখ টাকা পাওয়া দূরের কথা, এর অর্ধেকও পাইনি আমি। গ্যাঙটাকে যদি ধরতে পারি তা হলে পাবো আরও চার লাখ টাকা। ভাবা যায়?

এখন আমার নিজের কাছেই নিজের প্রশ্ন, এগোব আমি কোন পথ দিয়ে?

আমি যখন আকাশ-পাতাল ভাবছি রাখহরি তখন কী যেন ভেবে বলল, "আপনার কাছে আমি অনেকদিন আছি। কিন্তু কোনও জটিল কেসের ব্যাপারেও আপনাকে এতটা ভাবতে দেখিনি। এই ব্যাপারে আমার কিছু বলা উচিত নয় যদিও তবুও বলি, খুনিদের পেছনে ধাওয়া না করে আপনি বরং চেষ্টা করুন ওই রতনলালকে খুঁজে বের করার। অবশ্য ইতিমধ্যে যদি সে খুন না হয়ে থাকে।"

রাখহরির কথাটা মনে ধরল আমার। বললাম, "আমিও ঠিক এইরকমই চিন্তাভাবনা করছিলাম রে। তাই ভাবছিলাম, নওয়াদায় না গিয়ে হসুয়ার মোড় থেকেই শুরু করি তদন্তটা।"

"হসুয়াটা কোথায় বলুন তো? এমন নাম কখনও শুনিনি।"

BanglaBook.org

"রাজগীরের কাছাকাছি। ওটাকে তিলাইয়ার মোড়ও বলা হয়। তিলাইয়া রেলস্টেশন থেকে মাত্র এক কিমি।"

"কবে যাবেন তা হলে?"

"আজই যেতে পারলে ভাল হত কিন্তু আজ যাচ্ছি না। ওদের আরও দু-একটা ফোনের হুমকির আশা করছি। তাই কালকের যাওয়াটা ফাইনাল।"

"কোন গাড়িতে যাবেন?"

"সম্প্রতি হাওড়া থেকে কিউল হয়ে গয়া যাবার একটি এক্সপ্রেস ট্রেন চালু হয়েছে। ওই গাড়িতেই যাব। ওই ট্রেনটা নওয়াদা তিলাইয়া হয়ে গয়ায় যায়। তুই একবার হাওড়া স্টেশনে গিয়ে দেখ, ওই গাড়িতে একটা রিজার্ভেশন পাস কিনা। না পেলে কাল পূর্বা এক্সপ্রেসের সাধারণ বগিতে চেপেই যাব। ওই গাড়িতে গেলে অবশ্য গয়ায় নামতে হবে। সেখান থেকে নওয়াদা কিম্বা বিহার শরীফের বাসে হসুয়ায়।"

রাখহরি বলল, "খুব সাবধানে যাবেন কিন্তু। ট্রেনেও সাবধানে থাকবেন। ঘুমিয়ে পড়লেই বিপদ।"

আমি বললাম, "ভয় নেই। তুই গিয়ে একবার টিকিটের চেষ্টা করে দেখ।"

আমি টাইমটেবল দেখে ফর্ম ফিলাপ করে কিছু টাকা দিয়ে রাখহরিকে স্টেশনে পাঠালাম।

ও চলে যাবার একটু পরেই জয়ন্তর ফোন এল, "হ্যালো এ.সি., কেমন আছিস?"

এ.সি. মানে অম্বর চ্যাটার্জী। ও বরাবর আমাকে এই নামেই ডাকত। আজও তাই ওই নামেই সম্বোধন করল।

বললাম, "তুই কোথা থেকে ফোন করছিস?"

"তার আগে বল, আছিস কেমন?"

"আমি সবসময় যেমন থাকি অর্থাৎ ভালই। তা এতদিন বাদে কী মনে করে?"

"একটু আগে অনুরাধা সাহানি কি তোর কাছে গিয়েছিল?"

"হ্যাঁ।"

"ওকে আমিই পাঠিয়েছিলাম তোর কাছে। ওর মুখে সব শুনেছিস নিশ্চয়ই?"

"শুনেছি। টেলিফোনে হুমকিও পেয়েছি।"

"তা ডিসিশনটা কি নিলি?"

"ডেঞ্জার গ্যাঙকে এবার থেকে রেড সিগন্যালটা আমিই দেখাব।"

"খুব সাবধানে ভেবেচিন্তে এগোবি কিন্তু। ওরা দারুণ খতরনক। তোর ব্যাপারে অনেকদিন আগে একবার অনুরাধার কাছে গল্প করেছিলাম। তারপর তোর কয়েকটা ঘটনা বিশেষ করে গোয়েন্দা অম্বর বইটা পড়ে ও তোর ব্যাপারে দারুণ উৎসাহী হয়। আমার বন্ধু রূপলাল সাহানির হত্যাকাণ্ডের পর ও যখন তোর সাহায্য নেবার জন্য আগ্রহী হয় আমি তখন ওকে এড়িয়েই যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও শুনল না।

BanglaBook.org

তাই তোর ঠিকানাটা ওকে দিলাম। পুরো ঠিকানা তো আমি জানি না। তাই মৌড়িগ্রামে পাঠিয়ে খুঁজে নিতে বললাম। ওদের জালে আমিও জড়িয়েছি রে ভাই, যে কোনও মুহূর্তে আমার জীবনও বিপন্ন হতে পারে।"

আমি বললাম, "সাবধানে থাক। চেষ্টা করে দেখি কতটা কি করতে পারি। কিন্তু তুই এখন ফোন করছিস কোথা থেকে?"

"বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে আমার এক বন্ধুর বাড়ি থেকে। তুই কবে নওয়াদায় যাচ্ছিস বল? তা হলে একসঙ্গেই যাব আমরা।"

আমি বললাম, "ঠিক নেই। সম্ভবত এই সপ্তাহর শেষের দিকেই যাব।"

"আজকালের ভেতর হয় না?"

"আমার কতকগুলো আইনি জটিলতার কাজ আছে, সেগুলোকে শেষ না করে যেতে পারছি না।"

"বেস্ট অব লাক। তুই নওয়াদায় এলেই তোর সঙ্গে দেখা করব।"

আমি ফোন নামিয়ে রাখলাম। ফোনে ওর সঙ্গে কথা বলার পর দুশ্চিন্তা আমার আরও বেড়ে গেল।

দুশ্চিন্তা বেড়ে যাওয়ার কারণ একটাই। কারণটা হল ফোনের হুমকি এবং জয়ন্তর কণ্ঠস্বর হুবহু এক। তবে কি ডেঞ্জার গ্যাঙের আড়ালে জয়ন্তরই কোনও কূটবুদ্ধি খেলা করছে? না হলে এই সমস্ত ঝুট-ঝামেলার মাঝখানে আমি জড়িয়ে পড়ব কেন? মিঃ সাহানিকে খুন করে অথবা খুন করিয়ে ব্যবসায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা অনুরাধাকে ব্ল্যাকমেল করে সে হয়তো ওকে সর্বস্বান্ত করবার চেষ্টা করছে। অনুরাধা সুন্দরী রমনী, সেদিক থেকেও ওর মনে কোনও বদ মতলব থাকতে পারে। তবুও আমি আরও নিশ্চিন্ত হবার জন্য থানায় একবার ফোন করলাম। ফোনের কথপোকথন টেপ করবার ব্যবস্থা ওরাই করে রেখেছিল। এই ফোনের মধ্য দিয়েই ঘুঘুর ফাঁদে ঘুঘু ঠিকই ধরা পড়বে।

একটু পরেই ইনসপেক্টর এলেন।

তাঁকে সব কথা খুলে বলতেই তিনি টেপের কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করে বললেন, "স্ট্রেঞ্জ। আপনার বন্ধুর কণ্ঠস্বর আর হুমকির স্বর তো দেখছি হুবহু এক।" বলে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আপনার বন্ধু জয়ন্তবাবুর ঠিকানাটা জানেন?"

"না। ল্যান্সডাউনের দিকে থাকে এইটুকুই শুধু জানি। তাও সুদীর্ঘকাল ওর সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই।"

"কিন্তু এতদিন বাদে উনি হঠাৎ আপনাকে টার্গেট করতে গেলেন কেন?"

"হয়তো বা পাপের ভারা পূর্ণ হয়েছে বলে। আসলে ব্যাপারটা একটু হালকাভাবেই নেওয়া যাক। সাহানি পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং বিশ্বাসটা দৃঢ় করার জন্যই হয়তো কোনওসময় মুখ ফসকে আমার প্রসঙ্গ চলে আসে। তারপর অনুরাধার জেদকে আর এড়িয়ে যেতে পারে না। এখন যখন ও বুঝতে পেরেছে আমাকে

BanglaBook.org

এড়ানো আর সম্ভব নয় তখন সাধুসাজা এবং পুরনো বন্ধুত্বকে ঝালিয়ে নেওয়ার জন্যই এই ফোন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ডেঞ্জার গ্যাং-এর গডফাদার জয়ন্ত ছাড়া আর কেউ নয়।"

ইনসপেক্টর বললেন, "আমারও তাই ধারণা।" বলে একটু চুপ করে থেকে বললেন, "আচ্ছা মিঃ চ্যাটার্জী, আপনি অনুরাধা সাহানির গাড়ির নম্বরটা কি নোট করে রেখেছেন?"

আমি বললাম, "না। ঘটনার আকস্মিকতায় সে কথা একবারের জন্যও মনে হয়নি। এমনকী বাগনানে কোন জায়গায় ওঁর বাপের বাড়ি সে কথাও জানা হয়নি।"

"ঠিক আছে। ও ব্যাপারটা আপনি আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। আর হ্যাঁ, আপনি কি এই গ্যাঙটাকে ধরার ব্যাপারে কোনও পরিকল্পনা বা চিন্তাভাবনা করছেন?"

"অবশ্যই। আমি হয়তো আজকালের মধ্যেই রওনা হবো নওয়াদার দিকে।"

"বেস্ট অব লাক। যান আপনি। ওখানকার পুলিশও যাতে আপনাকে সাহায্য করে সে ব্যবস্থাও আমরা করে দেবো।"

আমি বললাম, "খবরদার নয়। এখান থেকে কোনওকিছুই জানাবেন না ওখানকার পুলিশকে।"

"জানালে দোষ কি?"

"এমনও তো হতে পারে ওখানকার পুলিশের একাংশের সাহায্য নিয়েই ডেঞ্জার গ্যাঙ এমন ভয়ানক সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে?"

"পারে। কিন্তু আপনি যে এই ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছেন এই তথ্য তো ডেঞ্জার গ্যাং-এর অজানা নয়।"

"তবুও যতটা গোপনে কাজ করা যায় ততটাই ভাল।"

ইনসপেক্টর হেসে করমর্দন করে বিদায় নিলেন।

পরদিন গয়া এক্সপ্রেসেই আমি রওনা হলাম তিলাইয়ার দিকে। এর মধ্যে কোনও হুমকি বা জয়ন্তর কোনও ফোন আসেনি। এমনকী অনুরাধা সাহানিও ফোন করেননি আমাকে।

রাত দশটা কুড়িতে ট্রেন ছাড়ল। নতুন চালু হয়েছে গাড়িটা। তাই ভিড় একদমই নেই। রাখহরি যাওয়া মাত্রই টিকিট পেয়েছে এই গাড়ির।

আমি একটি আপার বার্থে শুয়ে তদন্তের কাজ কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাব সেই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে লাগলাম। দ্রুতগামী ট্রেনের গতি এবং দুলুনিতে মাঝে মাঝেই ঘুমে জড়িয়ে আসছিল চোখ দুটো। কিন্তু এখন ঘুমিয়ে পড়া মানেই নিজের হাতে মৃত্যুর যবনিকাকে টেনে আনা। ডেঞ্জার গ্যাঙের লোকেরা যদি আমার পিছু নিয়ে থাকে তা হলে এই ঘুমই হবে আমার কালঘুম। কাল সকালের সূর্যোদয় আমাকে আর দেখতে হবে না।

BanglaBook.org

রাত্রি প্রায় দুটো নাগাদ ট্রেন আসানসোলে আসতেই আমার কম্পার্টমেন্টের কোচ অ্যাটেনড্যান্ট এসে টিকিট দেখতে চাইলেন আমার। বললেন, "আপনিই কি মিঃ এ. চ্যাটার্জী?"

বললাম, "হ্যাঁ, আমিই।"

"আসুন আপনি আমার সঙ্গে। ফার্স্ট ক্লাস এ.সি.-তে মিসেস অনুরাধা সাহানি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

আমি বললাম, "ওঁকে গিয়ে বলুন, আমি এখানে বেশ আছি।"

"উনি শুনছেন না। আপনি আসুন।"

অগত্যা যেতেই হল।

প্ল্যাটফর্মে নেমে দু'চারটে বগির পরই ফার্স্ট ক্লাস এ.সি.-তে উঠলাম। ছোট্ট একটি কূপের মধ্যে অনুরাধা একাই ছিলেন। দুজনের থাকার মতো কূপ।

অ্যাটেনড্যান্ট আমাকে ওঁর কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, "ইনিই তো?"

অনুরাধা একমুখ হেসে বললেন, "হ্যাঁ, ইনিই।"

একটু নিশ্চিন্ত হলাম। এতক্ষণ একা একা মুখ বুজে আসছিলাম এবার কথা বলার মতো একজনকে পেলাম। এমনই একজন, যাঁর কাজের জন্যই এখানে আসা। শুধু তাই নয়, এই কূপের মধ্যে লক করে নিশ্চিন্তে একটু ঘুমনোও যাবে।

অনুরাধা বললেন, "রাতদুপুরে আপনাকে ডিসটার্ব করলাম।"

আমি বললাম, "এতে আমার উপকারই হল। কিন্তু আমি যে এই গাড়িতে আছি এ-খবরটা আপনি পেলেন কী করে?"

"আমি স্টেশনে এসে আপনার বাড়িতে ফোন করেছিলাম। আপনার ওই ছেলেটিই আমাকে বললে, এস টু বগিতে বাইশ নম্বর বার্থে আপনি আছেন। স্টেশনে আপনাকে খুঁজে বের করবার সময় পাইনি। পরে আমার অনুরোধে রেলের লোকরাই আপনাকে ডেকে আনল আমার কাছে।"

"ধরুন যদি আমি অন্য গাড়িতে যেতাম?"

"তা হলে আর কী? বাড়ি পৌঁছে দর্শন পেতাম আপনার। আপনি যে এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসবেন এ আমি ভাবতেও পারিনি।"

কথালাপের মধ্যেই ঘুমের ঘোরটা কেটে গেল কখন যেন। অনুরাধা ওঁর ফ্লাস্ক থেকে গরম কফি একটু খেতে দিলেন আমাকে। আমি কফিতে চুমুক দিয়ে বললাম, "জয়ন্তর ব্যাপারে আপনাকে দু'একটা কথা আমি জিজ্ঞেস করব এবার।"

"বেশ তো, কী জানতে চান বলুন?"

"জয়ন্ত বিশ্বাস মানুষটাকে দেখে আপনার কী মনে হয়?"

"হঠাৎ এরকম প্রশ্ন করছেন কেন?"

"তার কতকগুলো কারণ আছে। প্রথমত, জয়ন্তর সম্পর্কে আমার ধারণা খুব একটা স্পষ্ট নয়। বহুদিন ওর সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই। আপনার স্বামী

BanglaBook.org

খুন হলেন অথচ উনি বহাল তবিয়তে আছেন। মিঃ সাহানির মতো অতটা বিত্তবান না হলেও উনিও নেহাত হেঁজিপেঁজি বিজনেসম্যান নন। আপনার স্বামীর মৃত্যুর পরে বর্তমানে আপনার যা অবস্থা তাতে আপনি বলছেন আপনাকে ওর ওপরই নির্ভর করতে হবে। তখন আপনার বিশ্বাসের মর্যাদা উনি তো নাও রাখতে পারেন।"

"অসম্ভব কিছুই নয়। আমি শুধুমাত্র হাউস ওয়াইফ। আমার এই দুঃসময়ে ওঁকে বিশ্বাস করা বা ওঁর ওপরে নির্ভর করা ছাড়া আর কোনও উপায়ও নেই।"

"এ ব্যাপারে ওর আগ্রহ কতটা?"

"ষোলো আনা।"

"এ কাজে ওর নিজের জীবনের ঝুঁকিও তো আছে।"

"তবে কিনা উনি কিন্তু ওদের কথামতোই চলেন।"

"তা যদি হয়, তা হলে এমনকী আপনার কখনও মনে হয়নি যে ওই ডেঞ্জার গ্যাঙ-এর দলের সদস্যদের মধ্যে উনিও একজন?"

অনুরাধা এবার নতবদন হলেন। তাঁর পদ্মের মতো মুখখানি গ্রহণলাগা চাঁদের মতো ম্লান হয়ে গেল। বললেন, "এরকম কিন্তু আমার কখনও মনে হয়নি। আর বিশ্বাসঘাতকতা করলেই বা আমার কী যায় আসে? ওঁর ব্যবসা তো আমি সামলাতেও পারব না। আর উনি এ পর্যন্ত যা রেখে গেছেন তাতে আরও অধিক অর্থের প্রয়োজনে আমাকেও কোনও কিছু করতে হবে না।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "এইবার আপনাকে আমি একটি অনধিকার প্রশ্ন করব। যদি কিছু মনে না করেন।"

অনুরাধা মিষ্টি হেসে বললেন, "না না। কিচ্ছু মনে করব না। এখন আপনি আমার বন্ধুর মতো। আপনার যা মনে আসে তাই বলুন। শুধু জয়ন্তবাবু নয়, আপনাকেও তো আমি বিশ্বাস করছি। না হলে এই রাতে একদিনের অল্প কিছুক্ষণের পরিচয়ে আমি আপনাকে আমার কূপের মধ্যে ডাকিয়ে আনলাম কোন সাহসে?"

"সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি যা বলছিলাম তা হল, আপনি তো রীতিমতো একজন সুন্দরী মহিলা, এত ঐশ্বর্যের মালিক। কাঁচা বয়স আপনার, যদি কেউ হঠাৎ করে আপনার জীবনে আসে, তাকে কী আপনি মেনে নেবেন না? সারাটা জীবন একা একা নিশ্চয়ই থাকবেন না আপনি। ওই ব্যাপারে কোনও চিন্তাভাবনা আপনি করেছেন কী?"

"নিশ্চয়ই করেছি। আপনার অবগতির জন্য জানাই, রূপরাজ সাহানির সঙ্গে আমার রেজিস্ট্রি বিবাহ হলেও বিয়ের আগে আর একজনের সঙ্গে আমার মালাচন্দনে বিবাহ হয়েছিল। তাঁর নাম বিহারীলাল। তিনি উত্তরপ্রদেশে থাকেন। সাহানির চেয়েও অনেক বেশি ঐশ্বর্যবান তিনি। এই হত্যাকারীরা সমুচিত শাস্তি পেয়েছে জানার পরই আমি তাঁর কাছে চলে যাব। আমি তাঁকে যতটা আপন করে নিতে পেরেছি ততটা আপন কিন্তু আর কাউকেই করে নিতে পারিনি। আমার মন-

BanglaBook.org

প্রাণ আমার সমস্ত সত্তাটা পড়ে আছে তাঁর দিকে।"

আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে অনুরাধার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর বললাম, "কিন্তু তিনি কি আপনাকে গ্রহণ করবেন?"

"না করলে তাঁর দরজার সামনে পড়ে থেকে মাথা খুঁড়ে মরব। আমি এত বোকা নই যে তাঁকে না বুঝে তাঁর গলায় মালা দিয়েছি। তিনিই আমার আসল পতি এবং গুরু।"

"আপনি সুখী হন।"

"আপনার আর কোনও বক্তব্য?"

"আপাতত নেই।"

"তা হলে এবার আপনি একটু বিশ্রাম করুন।"

ট্রেন এসে মধুপুরে থামল।

আমি বার্থে উঠে দেহটা টান করে শুয়ে পড়লাম। ঘুমের একটু সত্যই প্রয়োজন। দু'চোখের পাতায় ঘুমও আছে আমার। কিন্তু ঘুমবো কী করে? অনুরাধা সাহানির এই অকপট স্বীকৃতি আমাকে যেন চমকে দিল। আমার মতো একজনকে এই রাতদুপুরে তার কূপে নিয়ে আসা, বন্ধুর মতো ব্যবহার করা, নিজের গোপন ইচ্ছার কথা অকপটে স্বীকার করা সবই কেমন যেন রহস্যময় মনে হল আমার কাছে। সদ্য স্বামীহারা এক বিধবা কী করে বলেন তিনি উত্তরপ্রদেশে চলে যাবেন বিহারীলাল নামে একজনের কাছে। এমন তো চিন্তাও করা যায় না। যাই হোক, যার যেমন ভবিতব্য, যার যেমন রুচি তিনি তো তাই করবেন। আমি আমার কাজ করতে এসেছি, করে চলে যাব।

বাকি রাতটা দারুণ ঘুমিয়েছিলাম। ভোরবেলা কপালে নরম হাতের স্পর্শ পেয়ে ঘুম ভাঙল।

অনুরাধা বললেন, "কী! আর কত ঘুমোবেন? নামতে হবে না এবার?"

"তিলাইয়া এসে গেল?"

"তিলাইয়ায় নামবেন কোন দুঃখে? আগে নওয়াদায় চলুন। ওখানে থেকেই যা করবার তা করবেন।"

"আপনি সারারাত জেগে ছিলেন বুঝি?"

"দুজনেই ঘুমোলে একেবারেই গয়ায় পৌঁছে যেতাম।"

ট্রেন থামল নওয়াদায়। স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা রিকশায় পৌঁছে গেলাম সাহানিদের স্বপ্নপুরীতে।

অনুরাধা বললেন, "আমার ড্রাইভার এত তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে এসে পৌঁছতে পারেনি। তাই আপনাকে রিকশায় নিয়ে এলাম। কিছু মনে করবেন না যেন।"

"কিছুই মনে করব না। আমি তো আপনাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করব বলে

BanglaBook.org

আসিনি। এসেছি তদন্তের কাজে। তাই কোনওরকম সুখসুবিধা গ্রহণ করবার মতো মানসিকতা আমার নেই।"

"ধন্যবাদ।"

অনুরাধা আমার থাকবার জন্য একটি ঘর দেখিয়ে দিয়ে নিজে অন্য ঘরে চলে গেলেন। এ বাড়ির কাজের লোকজনরাও বেশ ভদ্র। আমার যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য পালা করে সেদিকে নজর রাখতে লাগল। আমি শুধু ভাবতে লাগলাম, বিচিত্র রমণীর মন। এত সুখ, এত ঐশ্বর্য, এমন স্বপ্নের মতো স্বপনপুরী ছেড়ে ইনি কিনা চলে যাবেন উত্তরপ্রদেশে কে এক বিহারীলাল, তার কাছে। আশ্চর্য!

আমি যখন মুখ-হাত ধুয়ে পোশাক পরিবর্তন করে ফ্রেস হয়ে বসেছি অনুরাধা তখনই প্লেট ভর্তি খাবার নিয়ে আমার ঘরে এলেন। বললেন, "যা যা এনেছি সবই খাবেন কিন্তু। কোনও অজুহাতেই কোনওকিছু ফেলে রাখবেন না।"

আমি হেসে বললাম, "সুখাদ্য যদি হয় তা হলে তা ফেলে রাখার মতো বোকা আমি নই। তা ছাড়া যথেষ্ট খিদেও পেয়েছে আমার।"

"খুব ভাল ছেলে আপনি। কিন্তু এমন রাঙা মুলোটি হয়ে আছেন অথচ বিয়ে করেননি কেন?"

"এবার কিন্তু আপনি একটা অনধিকার প্রশ্ন করলেন।"

"এইরকম অনধিকার প্রশ্ন আপনিও আমাকে করেছিলেন। আমি কিন্তু তাতে রাগ করিনি। বরং বন্ধু ভেবে যা কাউকে বলা উচিত নয় তা বলেছি।"

"আয়্যাম স্যরি। আসলে আমার বিয়ে না করার পেছনে অন্য একটা কারণ আছে। আমি যে কাজের সঙ্গে যুক্ত আছি তাতে যে কোনও মুহূর্তে আমার নামের ওপর একটা চন্দ্রবিন্দু বসে যেতে পারে। তাই—।"

"জীবন-মৃত্যুর দোলায় দুলে সীমানা পার হতে চান, তাই না?"

"ঠিক তাই।"

"আপনার মতো মানুষ সত্যিই দেখিনি আমি।"

কথা বলতে বলতেই খাওয়া শেষ করলাম। তারপর বললাম, "আর একটুও ব্যক্তিগত আলোচনা নয়। এবার যা হবে তা শুধুই কাজের কথা। কেননা নষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে এতটুকুও নেই।"

"এ কাজে এতটুকু দেরি হোক, আমিও তা চাই না। তবে একটা কথা, আপনি কিন্তু এখন বাঘের গুহায়। এই বাড়িতে পদার্পণ মাত্রই আপনি কিন্তু ওদের নজরে পড়ে গেছেন।"

"এতে আমার কাজের সুবিধে হবে খুব। তবুও আমি খুব সতর্ক হয়েই কাজ করব। আপনি নিজেও সাবধানে থাকবেন। কেননা ওরা কিন্তু এবার আপনাকেও টার্গেট করতে পারে।"

"পারে। তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত যে এখনও পর্যন্ত ওরা কোনও

BanglaBook.org

ব্যবসায়ীর মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পর তার স্ত্রী বা বাড়িঘর মেয়েদের ওপর আক্রমণ চালায়নি।"

"না হলেই ভাল। আপাতত আমি এই তদন্তের কাজ শুরু করব আপনাদের গাড়ির ড্রাইভার সেই রতনলালকে উদ্ধার করার প্রস্তুতি নিয়ে।"

"কিন্তু সে কী আর বেঁচে আছে?"

"তার ডেডবডি যখন পাওয়া যায়নি তখন আশা তো একটু করা যায়। ওর বাড়ি কি হসুয়াতেই?"

"হ্যাঁ। বাজারের কাছেই বাড়ি।"

"বাড়িতে কে কে আছে ওর?"

"বছর দশেকের একটি ছেলে ও ছিপলি। মানে ওর বউ। একটি আদিবাসী মেয়েকে বিয়ে করে বেশ সুখেই দিন কাটছিল ওর। মাঝখান থেকে কী যে হয়ে গেল! কী ভাল মেয়ে ছিপলি। যেমনই সহজ সরল, তেমনই কর্মঠ। আমার তো যা হবার তা হয়ে গেল। দেখুন একটু চেষ্টা করে যদি কোনওরকমে উদ্ধার করতে পারেন রতনলালকে।"

আমি বললাম, "করতেই হবে। না হলে এই রহস্যের জট খুলবে না।" বলে হসুয়ায় যাবার জন্য তৈরি হলাম।

নওয়াদা থেকে রাজগীর অথবা গয়াগামী যে কোনও বাসে চাপলেই হসুয়ার মোড়। আমি সেইরকমই একটি বাসে সাধারণ যাত্রীদের ভিড়ে মিশে প্রায় ঘণ্টা খানেকের জার্নিতে হসুয়ায় এলাম। আরও আগে আসা যেত কিন্তু এখানে পথ বলে তো কিছু নেই, যা আছে তা পথের কঙ্কাল। বড় বড় খানাখন্দয় ভরা। অত্যন্ত বিপজ্জনক।

যাই হোক, হসুয়ায় নেমে রতনলালের বাড়ি খুঁজে বের করতে খুব একটা দেরি হল না। মাটির পাঁচিলে ঘেরা ঝকঝকে তকতকে উঠোনের প্রান্তে আদিবাসী প্রথায় তৈরি মাটির ঘর। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

আমি যাওয়ামাত্রই একটা দেশি কুকুর অচেনা অতিথি দেখে তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দিল।

অবশেষে ছিপলি উঠে এসে শান্ত করল তাকে। তারপর আমাকে দেখে বলল, "কাকে চাই?"

আমি স্মিত হেসে বললাম, "তোমার নাম যদি ছিপলি হয় তা হলে আমি তোমাকেই চাই। তুমি তো রতনলালের বউ।"

"হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কে?"

"আমি হলাম আমি। তোমার বাড়িতে এলাম, তুমি আমায় বসতে বলবে না? চা-জল দেবে না?"

ছিপলি একটু লজ্জা পেয়ে বলল, "খুব ভুল হয়ে গেছে। কখনও দেখিনি তো

BanglaBook.org

আপনাকে।"

ও আমাকে অত্যন্ত সমাদরে ওর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। মাটির ঘর হোক কিন্তু আলো-পাখা এমনকি রঙিন টিভিরও ব্যবস্থা সেখানে।

আমি ঘরে গিয়ে বিছানায় না বসে একটি চেয়ারে বসলাম। তারপর বললাম, "আমি রতনলালের ব্যাপারে খোঁজখবর নেবো বলেই এসেছি।"

এবার আর থাকতে পারল না ছিপলি। শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল।

আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম ছিপলিকে। বন্য আদিবাসী মেয়ে। অথচ কী চমৎকার মুখশ্রী তার। গায়ের রঙ ঘন কালো। এত কালো যে তা সচরাচর চোখে পড়ে না। সেই কালো মেয়ের হরিণের মতো চোখ দুটি যে কোনও মানুষকেই বুঝি আকর্ষণ করে।

কিছু সময় পরে ছিপলি ওর চোখের জল মুছে বলল, "একটু বসুন আপনি। আপনার জন্য চা করে আনছি।"

আমি বললাম, "শুধু চা কিন্তু। অন্য কিছু নয়। কেননা তোমাদের মনিবের বাড়ি থেকে আমি অনেক কিছু খেয়ে এসেছি। তবে তার আগে এক গেলাস জল আমাকে দাও।"

ছিপলি ঘর থেকে বেরিয়েই রান্নাঘরে ঢুকে দুটো ক্ষীরের মিষ্টি ও এক গেলাস জল নিয়ে ঘরে ঢুকল।

বললাম, "এসব কী?"

"ঘরে ছিল। শুধু জল কি মানুষকে দেওয়া যায়? তা ছাড়া আমি যে আপনার জন্য দোকানে যাইনি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।"

ওর কথায় কোনও টান নেই। জড়তা নেই। কে বলবে ও আদিবাসী মেয়ে!

মিষ্টি জল খেয়ে আমি বললাম, "তোমার ছেলেটাকে তো দেখছি না ছিপলি? সে কোথায়?"

"ইস্‌কুলে গেছে।"

একটু পরেই ও চা করে নিয়ে এলে আমি চা খেতে খেতে বললাম, "আমি যে কেন এসেছি তা তোমাকে আগেই বলেছি। এখন তুমিই বলো, দর্পরাজ সাহানি বড় ব্যবসায়ী। তিনি ডেঞ্জার গ্যাঙের চাহিদামতো টাকাপয়সা দিতে চাননি বলেই খুন হলেন। কিন্তু রতনলালের কী হল? তার অপরাধটা কোথায়?"

"হিংসা। বাবুদের বন্ধু হলেন জয়ন্ত বিশ্বাস। উনি রাজগীরে হোটেল ব্যবসা করতে চেয়েছিলেন। এমনকী জমিও দেখে ছিলেন একটা। তা রাধা দিদিমণি—।"

"রাধা দিদিমণি!"

"সে কী! রাধা দিদিমণিকে চেনেন না? যাঁর ওখান থেকে আপনি আসছেন।"

"ও তুমি মিসেস সাহানির কথা বলছ? অর্থাৎ অনুরাধা।"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ। আমি ওঁকে রাধা দিদিমণি বলি। দয়ার অবতার। আমার স্বামীকে ওরা উঠিয়ে নিয়ে যাবার পর দুদিন ছাড়াই দু'পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছেন। তা বলুন তো, এত টাকা আমি কখনও খরচা করতে পারি? যাই হোক, ওই রাধা দিদিমণির ইচ্ছাতেই বাবু জমিটা আমার স্বামীর নামে কিনে গিফট দেন। সেখানে একটা হোটেলও তৈরি হচ্ছিল। সব খরচ বাবুই দিচ্ছিলেন। বলেছিলেন, "এই হোটেল ঠিকভাবে চালাতে পারলে আমাদের একমাত্র সন্তান বাবুয়ার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।" তা সেই হিংসাতেই এখানকার একজন ব্যবসায়ী গোপীচাঁদ গুপ্তার বিষ নজরে পড়েছিলাম আমরা।"

ছিপলির কথায় এই অন্ধকারে একটু যেন আশার আলো দেখতে পেলাম আমি। তাই দারুণ উৎসাহিত হয়ে বললাম, "তারপর?"

"ওই গোপীচাঁদ একদিন আমার খোকার বাবাকে বললেন, রাজগীরের ওই জমিটা কেনবার ইচ্ছে তাঁর অনেকদিনের। কিন্তু নানান জটিল সমস্যার কারণে তিনি ওটি কিনে উঠতে পারছিলেন না। তা ছাড়া জমির মালিক এমন একটা অসম্ভব রকমের দাম চাইছিল যাতে তিনি দর কষাকষি করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একদিন শুনলেন বাবুর বন্ধু জয়ন্ত বিশ্বাস জমিটা ওই দামেই কেনবার জন্য রাজি হয়ে কিছু টাকা দিয়ে নাকি বায়নানামাও করিয়েছেন। তারপরই জানতে পারলেন রূপরাজ সাহানি নিজে ওই জমি কিনে রতনলালকে গিফট দিয়েছেন অথবা ওর নামেই কিনেছেন। এইবার শুরু হল আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার। তারপর একদিন লোক মারফত খোকার বাবাকে ডাকিয়ে ওঁর মহলে নিয়ে গিয়ে অনেক বোঝালেন। বললেন, 'রূপরাজ সাহানির দিন আসন্ন।' খতমের তালিকায় সর্ব প্রথম নামটিই ওর। আজ বাদে কাল ডেঞ্জার গ্যাঙ-এর লেভেল ক্রসিং-এ ওর লাশটা যদি পড়ে থাকে তখন তোর ওই হোটেল ব্যবসা চালাবে কে? তার চেয়ে তোর নামে জমি যখন, তুই তখন ন্যায্য দামে জমিটা আমাকেই লিখে দে। কাজ হবে ভেতরে ভেতরে। কেউ জানতেও পারবে না। তা ছাড়া এমনও তো হতে পারে, রূপরাজ সাহানির ডেড বডি জ্বলে ওঠার পর তোকেও একটা বেওয়ারিশ লাশ হয়ে চিতায় উঠতে হবে। অতএব ভেবে দেখ, আমার শর্তে রাজি, নাকি নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনবি?" খোকার বাবা বলেছিলেন, "জমি যেখানে আমি কিনিনি সেখানে জমি বিক্রি করার অধিকারও নেই আমার। তাই এ ব্যাপারে কিছুই আমার করার নেই।"

আমি বললাম, "তারপরই এই বিপর্যয়?"

"হ্যাঁ। ঠিক তিনদিনের মাথায়।"

ছিপলির সঙ্গে কথা বলে ওর মুখে সব শুনে আমার কপালেও তখন ঘাম দিয়েছে। ওদিকে জয়ন্তর কণ্ঠস্বর, টেলিফোনের হুমকিতেও জয়ন্তর কণ্ঠ, এদিকে গোপীচাঁদ গুপ্তা। সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। এখন মনে হচ্ছে, এই গোপীচাঁদই ডেঞ্জার গ্যাঙ-এর গডফাদার নয়তো? আর জয়ন্ত? ও

BanglaBook.org

নিশ্চয়ই ওদেরই দুষ্কৃতী দলের একজন সক্রিয় সদস্য। এখন এই গোপীচাঁদকে কোনওরকমে ফাঁদে ফেলতে পারলেই পুরো গ্যাঙটা এসে যাবে হাতের মুঠোয়।

আমি বললাম, "রতনলাল নিখোঁজ হবার পর গোপীচাঁদের লোকেরা তোমাদের ভয়টয় দেখায়নি?"

"না। তবে বিহারশরীফ-এর এক কুখ্যাত গুণ্ডা কুশাই যাদব একদিন এসে আমার কাছে রাজগীরের জমির দলিলটা চেয়েছিল। কিন্তু আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছি, দলিল হয় বাবুর বাড়িতে নয় তো সরকারি সাবরেজিস্টারের অফিসেই পড়ে আছে, আমাদের কাছে নেই।"

আমি বললাম, "তা হলে হয়তো রতনলালের বেঁচে থাকার একটা ক্ষীণ আশা এখনও আছে। ওরা ওকে মারবে। তবে এখনই নয়। ওই দলিল হাতে পাওয়ার পর বিক্রয় কোবালায় ওদের দলিলে সই করিয়ে তবেই ওকে মারবে ওরা। তাই ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে যাওয়ার আগেই উদ্ধার করতে হবে ওকে।"

"কিন্তু কীভাবে? ও যে কোথায় আছে তাই তো জানি না। তা ছাড়া গোপীচাঁদের সঙ্গে লড়তে যাওয়া আর বুনোবাঘের সঙ্গে শুধু হাতে লড়তে যাওয়া একই ব্যাপার।"

"কিছুই কঠিন ব্যাপার নয়। এখন বলো তোমার বাপের বাড়ি কোথায়?"

"রাঁচির কাছে রামগড়ে।"

"ছেলেটা স্কুল থেকে এলে আজই তাকে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কর। যতদিন না এই শয়তানদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া না যায় ততদিন ও ওখানেই থাকবে। তোমার বিশ্বাসী কেউ এখানে আছে যে ওকে নিয়ে যাবে ওখানে?"

"হ্যাঁ আছে। বুধিরাম মাহাতো।"

"বিশ্বাসী?"

"শুধু বিশ্বাসী নয়, ওর সঙ্গে ছেলেকে পাঠালে যমেরও সাধ্য নেই ওর কাছ থেকে ছেলেকে কেড়ে নেয়।"

"খুব ভাল কথা। এই মুহূর্তে এমনই একজন লোকের দরকার আমাদের।"

"খোকার বাবাকে ওরা গুম করার পর বুধিরাম আমাকে বারবার বলেছিল, ছেলেকে সরিয়ে দিতে। কিন্তু আমিই রাজি হইনি। এখন আপনিও যখন বলছেন...।"

"বলছি এই কারণে যে এখানকার মানুষজন, পথঘাট সবই আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। এসব চিনিয়ে দেওয়ার জন্য একজনের সাহচর্য একান্ত প্রয়োজন। আর এই কাজের ভারটা তোমাকেই নিতে হবে।"

সাপিনী যেভাবে ফণা তুলে ফোঁসফোঁসিয়ে ওঠে ছিপলিও ঠিক সেইভাবেই ফুঁসে উঠল। বলল, "আপনি আমার পাশে থাকলে এ কাজ আমার দ্বারাই সম্ভব। শুধু একবার যদি জানতে পারি সে কোথায় আছে...।"

"ওর জন্যে আমি আছি। ছেলেটাকে পাঠিয়ে দেওয়ার পরই তুমি শুধু আমাকে চিনিয়ে দেবে ওই কুশাই গুণ্ডার ঠেকটাকে। তারপর ওকে মোচড় দিয়েই জেনে

BanglaBook.org

নেবো ওদের গোপন ঘাঁটিটা কোথায়। গোপীচাঁদ ডেঞ্জার গ্যাঙের গডফাদার হলেও এরাই হচ্ছে কাজের লোক।"

আমরা কথা বলতে বলতেই ছেলেটা এসে গেল স্কুল থেকে। ছিপলি ওকে স্নান করিয়ে খাইয়েদাইয়ে ডাকিয়ে আনল বুধিরামকে।

আমি বুধিরামকে যা করতে হবে তা বললাম।

বুধিরাম বলল, "আমি অনেক আগেই বলেছিলাম ছিপলিকে। কিন্তু ও শুনল না আমার কথা। এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তবুও আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি। একটু গজ তুলো দিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধিয়ে ডাক্তার দেখাতে যাওয়ার অছিলায় নিয়ে যেতে হবে ওকে। কেননা শত্রুরা বোধ হয় আপনার উপস্থিতি টের পেয়েছে। একটু আগেই দেখলাম কুশাইটা ঘোরাফেরা করছে হসুয়ার মোড়ে। আর ধীরা ও ভীরা নামের দুটো শয়তান তীক্ষ্ণ নজর রাখছে এদিকে।"

ধীরা আর ভীরা নাম দুটো শুনেই চমকে উঠলাম। এই দুষ্কৃতীরাই তো আমার ওখানে গিয়ে ভয় দেখিয়েছিল রাখহরিকে।

আমি বললাম, "তা যদি হয়, তা হলে একটা কাজ করো। ছেলেটাকে আহত বা রোগী সাজানোর কোনও দরকার নেই। এর পেছনদিক দিয়ে কোনও রাস্তা নেই?"

ছিপলি বলল, "হ্যাঁ আছে। আমি সেদিক দিয়েই পাচার করে দিচ্ছি ওকে।"

বুধিরাম ছেলেটাকে নিয়ে পেছনদিক দিয়েই উধাও হয়ে গেল।

ছিপলি এবার ঘরের ভেতর ঠাকুরের জায়গা থেকে একটা শাঁখ এনে তাতে ফুঁ দিল। পরপর তিনবার। তারপর বলল, "এই শঙ্খধ্বনিতে একদিকে যেমন ছেলের মঙ্গল কামনা করলাম অন্যদিকে তেমনই ওদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণাও করলাম।"

আমি বললাম, "ধীরা আর ভীরাকে আমি দেখিনি। কুশাইকেও আমি চিনি না। ওদের কীভাবে চেনা যায়?"

"বুধিরামের মুখে তো শুনলেন ওরা আশপাশেই আছে। কুশাইও নিশ্চয়ই আপনাকে আক্রমণের জন্য তৈরি। তাই বাইরে বেরোলেই চিনে যাবেন ওদের। আর গোপীচাঁদের মহলটা আপনাকে আমি চিনিয়ে দেব সন্ধের পর।"

"এমনও হতে পারে রতনলালকে ওরা ওই মহলেই বন্দি করে রেখেছে।"

"না। ওদের বাড়িতে চুন্নি নামে একজন কাজ করে, তার মুখে শুনেছি ওখানে ও নেই।"

"তা হলে ওদের আর কোনও ঠেক?"

"একটা আছে। সেটা হল কাকোলাতের পেছনে চৌমুখ পাহাড়ে। কিন্তু জায়গাটা আমি ঠিক চিনি না। ওর মুখে শুনেছি, ওই পাহাড়ে জঙ্গলে নাকি গোপীচাঁদের গোপন ঘাঁটি।"

"বুঝেছি। ডেঞ্জার গ্যাঙের আসল দপ্তর তাহলে ওখানেই। ঠিক আছে। এখন আমি নওয়াদায় ফিরে যাই। সন্ধের পর আবার আমি আসব। তারপরই শুরু হবে

BanglaBook.org

অভিযান ও তদন্তের কাজ।"

"কিন্তু এখন আপনি যাবেন কী করে? যদি ওরা...।"

"আক্রমণ ওরা করবেই আর সেজন্য আমি তৈরি।"

"আপনি স্কুটার চালাতে পারেন?"

"পারি।"

"আপনি তা হলে একটু বসুন। বুধিরামের ছেলের স্কুটারটাই আপনাকে আমি এনে দিচ্ছি।"

"খুব ভাল হয় তা হলে। তুমি ওকে বোলো, দু'চারদিনের জন্য এটা সবসময় আমার কাছেই থাকবে।"

ছিপলি চলে গেল। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেই স্কুটার চালিয়ে এসে বলল, "দেখলেন তো আমিও পারি। যদিও আমার লাইসেন্স নেই, তবুও খোকার বাবার কাছে গাড়ি চালানোও শিখেছি ভালভাবে।"

আমি হেসে বললাম, "তোমাকে দিয়েই কাজ হবে।"

এমন সময় মোটরের হর্ন। চেয়ে দেখি গাড়ি এসে যাওয়ায় অনুরাধা সাহানি নিজেই এসে হাজির।

বললাম, "এ কি? আপনি আবার এলেন কেন?"

উনি মিষ্টি হেসে বললেন, "না এসে কি পারি! তখন আপনি বাসে করে এলেন দেখে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। তাই গাড়ি আসতেই ড্রাইভারকে বিশ্রাম করতে বলে নিজেই চালিয়ে এলাম এটাকে। ছিপলির মতো ভাল না হলেও আমিও চালাতে পারি। চলুন, অনেক বেলা হয়ে গেছে। আজ আর বেশি দৌড়ঝাঁপ করবেন না। কাল যা করবার করবেন।"

ছিপলি বলল, "ভালই হয়েছে। আপনারা যান, একটু পরে আমিও যাচ্ছি।"

অনুরাধা আমাকে ওর টাটা সুমোয় হসুয়ার মোড়ে নিয়ে এসে সেই অপহরণের জায়গাটা দেখালেন। বললেন, "এখানেই ছিল আমাদের মারুতিটা।"

"সেটা এখন কোথায়?"

"সারাতে দিয়েছি। গাড়ির অনেক যন্ত্রাংশও চুরি গেছে। এ চুরি অবশ্য ছিঁচকে চোরেদের কাজ। অপহরণকারীদের সঙ্গে এই চুরির কোনও সম্পর্ক নেই।"

আমি যখন গাড়ি থেকে নেমে জায়গাটার অবস্থান দেখছি ঠিক তখনই হিরো হোন্ডায় চেপে এক দুর্ধর্ষ বিহারী আমার চারপাশে এক বাগাড়ে চক্কর দিতে লাগল। তারপর ওই অবস্থাতেই একটা সিগারেট ধরিয়ে আমার মুখে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "রূপ কি রানি বঙ্গাল কি বাদশা। দেখো ভাইয়াব ক্যায়সা তামাশা।" বলে আরও একবার আমার মুখে ধোঁয়া ছাড়তেই আমি সজোরে ওর নাকে একটা ঘুষি মারলাম। হিরো হোন্ডা সমেত বীরপুঙ্গব ছিটকে পড়ল রাস্তার ধারে।

পড়বি তো পড় লাট খেয়ে ঘুরে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। নাকে আঘাত লেগে

BanglaBook.org

গলগল করে ঝরে পড়তে লাগল রক্তের ধারা। আশপাশের দোকানপত্তর থেকে যে সব লোকজন ও পথচারিরা মজা দেখছিল এতক্ষণ তাদের চোখ এবার কপালে উঠে গেছে।

অনুমানে বুঝলাম এই সেই কুখ্যাত কুশাই গুণ্ডা। তাই ওর কাছে গিয়ে জামার কলার ধরে ওকে টেনে তোলার চেষ্টা করে বললাম, "বাবা কুশাই, চিরকাল তুমি অন্যের রক্ত ঝরিয়ে এসেছ। এখন থেকে মা বসুমতি তোমার রক্তই পান করবেন। আর সেইজন্যই আমার মতো কসাইকে পাঠিয়েছেন এখানে তোমাদের মোকাবিলা করতে। এবার থেকে একটু সাবধানে থেকো বাবা। এই প্রকাশ্য রাজপথে এত লোকের সামনে তোমার প্রেস্টিজ কিন্তু পাংচার।"

ভয়ঙ্কর মূর্তিতে রুদ্ররোষে উঠে দাঁড়াল কুশাই। তারপর আড়চোখে আশপাশের লোকজনের মুখের ভাব লক্ষ করে পকেটে হাত ঢোকাতেই আমার পিস্তল আমার হাতে চলে এল। বললাম, "কোনওরকম চালাকি নয়। বাড়াবাড়ি করলেই শেষ করে দেবো।"

ক্রুদ্ধ কুশাই আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে পড়ে থাকা হিরো হোন্ডাটা তুলে উধাও হয়ে গেল নিমেষে। চলে গেল, তবে ওর চোখের চাহনি বলে গেল অন্য কথা।

তারপরই মূর্তিমান যমের মতো ধেয়ে এল ধীরা এবং ভীরা। কিন্তু এলে কী হবে? আমার হাতে পিস্তল দেখেই থমকে দাঁড়াল ওরা। মনে হয় ওদের হাতে সেরকম মারাত্মক কোনও অস্ত্র ছিল না। তাই রাগে ফুঁসতে লাগল।

অনুরাধা বললেন, "চলুন, আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে সিন ক্রিয়েট করে লাভ নেই।"

"হ্যাঁ, চলুন। মনে হচ্ছে এখন থেকে আমাকে আর ওদের পেছনে ছুটতে হবে না, ওরাই আমার পেছনে ছুটবে।"

রাস্তা খারাপ হলেও অনুরাধার টাটা সুমোয় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম নওয়াদায়। আমরা যাওয়ার পর মুহূর্তে ছিপলিও এসে হাজির হল। ওর চোখে-মুখে দারুণ উত্তেজনা। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবুদাদা।"

"কী হয়েছে? তুমি এত হাঁফাচ্ছ কেন?"

"ওই কুশাই গুণ্ডা, আপনার কাছে মার খেয়েই বোধ হয় ভাগছিল। যাবার সময় বলে গেল, আজ রাতের মধ্যেই দড়িবাঁশ খাটিয়ার ব্যবস্থা করে রাখিস। খোকার বাবাকে আজই আমরা ফিরিয়ে দেবো। আর তোদের ওই বাঙালিবাবুরও আজই শেষ রাত। তাই বলি, আপনি কিন্তু আর এখানে একদণ্ডও থাকবেন না। আপনি একা। ওরা অনেকজন। আপনি কিছুতেই পেরে উঠবেন না ওদের সঙ্গে।"

অনুরাধা বললেন, "আমিও তাই বলি। এদের সঙ্গে লেগে সত্যিই পারা যাবে না।

BanglaBook.org

আমার পিস্তল আমার হাতে চলে এল

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

থানা-পুলিশ করেও লাভ হবে না কিছু। প্রকাশ্য রাজপথে এরা দাপিয়ে গুণ্ডামি করে বেড়াচ্ছে অথচ পুলিশ প্রশাসন নির্বিকার। তাই কারও সাহায্য পাবেন না এখানে।"

"সেটা সর্বত্রই। এইসব ক্রিমিনালদের পুলিশও ভয় করে। কেননা এরা এমনই মারাত্মক যে পুলিশকেও খুন করতে এদের বাধে না। অতএব দোষ দেওয়া যায় না কাউকেই।"

"তা হলে বুঝে দেখুন।"

"বোঝাবুঝির কিচ্ছু নেই। এদের অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে বলে এরা নিজেরাই নিজেদের চিনিয়ে দিচ্ছে। তাই ভয় করলে চলবে না। আঘাতের পাল্টা আঘাত করলে এরাই বরং ভয় পাবে। তার প্রমাণ তো হাতে নাতে পেলেন। একটা মোক্ষম ঝাড় খাওয়ার পর কুশাইয়ের অবস্থাটা দেখলেন তো।"

"তা তো দেখলাম। কিন্তু যদি ও সত্যসত্যই গুলি করত?"

"করবার সময় পেত না। তার আগেই ওকে আমি জখম করে দিতাম। তবে আজই সন্ধে অথবা রাতের অন্ধকারে ও আসবে। আসবে ওর দলের লোকেরা। আমি এবং এই বাড়িটাই হবে ওদের টার্গেট। এখানে একটা ছোটখাটো যুদ্ধ হবে। তারপরই ঘনিয়ে আসবে ওদের কাল।"

এমন সময় হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল।

অনুরাধা ফোন ধরলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার ফোন।"

আমি ফোন ধরতেই উত্তর এল, "হ্যালো, এ.সি. আমি জয়ন্ত বলছি। তুই তা হলে এসে গেছিস। মিসেস সাহানি তোকে খুবই যত্ন করছেন নিশ্চয়ই। তবে এখানে এসে পরিস্থিতি যা দেখছি তাতে মনে হচ্ছে তোকে বোধ হয় আর বাঁচানো যাবে না।"

আমি কঠিন গলায় বললাম, "আমি বাঁচবার জন্য জন্মাইনি। মরবার জন্যই জন্মেছি। আমার কাজও অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। তাই আমাকে আর ফোনে বিরক্ত না করলেই বাধিত হব।" বলে ফোনটা নামিয়ে রেখে নিজের মনেই বললাম, "তোমার মুখোশ আমি খুলছি শয়তান।"

অনুরাধা বললেন, "জয়ন্তবাবুর ফোন। আপনি এত রেগে গেলেন কেন মিঃ চ্যাটার্জী?"

আমি একটু হেসে ব্যাপারটাকে হালকা করার জন্য বললাম, "ও কিছু নয়। আসলে আমি একটা অন্য মুডে ছিলাম।" তারপর ছিপলির দিকে তাকিয়ে বললাম, "বিপদে কোনও ভয় নয়। বুকের পাটা ফুলিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। তবে রতনলালের ব্যাপারে কুশাই যা বলে গেছে তা যদি সত্য হয় সেটা হবে নেহাতই দুর্ভাগ্যজনক। তবে এটা তো ঠিক, সে এখনও বেঁচে আছে। সময়মতো গিয়ে পড়লে এখনও হয়তো উপায় আছে তাকে উদ্ধার করবার। তাই ওর খোঁজে যাওয়ার জন্য

BanglaBook.org

আরও একটা স্কুটারের প্রয়োজন।"

অনুরাধা এবার ছিপলির মুখ থেকে আমাদের পরিকল্পনার কথা সব শুনে বললেন, "আপনি কি তা হলে সত্যসত্যই ওদের সঙ্গে সংঘর্ষে যাবেন?"

"এতদূর এগিয়ে এসে এখন আর পিছিয়ে পড়ার কোনও পথই খোলা নেই। তাছাড়া রণে ভঙ্গ দেওয়ার চেয়ে আসন্ন মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়াই অম্বর চ্যাটার্জীর পক্ষে অনেক বেশি গৌরবের।"

"তা হলে আর একটুও দেরি না করে স্নান-খাওয়ার পাটটা এখনই চুকিয়ে নিন।"

আমি স্নানের জন্য তৈরি হবার আগে বাড়ির লোকেদের প্রত্যেককে বললাম, "এই বাড়ি আজ যে কোনও সময় যে কোনও মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারে। অতএব তোমরা সবাই কিন্তু খুব সতর্ক থাকবে। একটু কিছু বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই জানাবে আমাকে।"

ভীত-সন্ত্রস্ত সকলে ঘাড় নেড়ে যে যার কাজে গেল।

স্নানান্তে খেতে বসেছি তেমন সময় আবার টেলফোন। এবারের ফোনটা এল পুলিশ হেড কোয়ার্টার থেকে। ফোন ধরেই শিউরে উঠলেন অনুরাধা, "সে কী! কখন?"

"এই একটু আগে।"

ছিপলি আমার জন্য কী একটা তরকারি আনছিল, হাত থেকে খসে পড়ল সেটা। বলল, "খোকার বাবার কিছু...?"

অনুরাধা বললেন, "না।"

আমি বললাম, "তা হলে?"

"জয়ন্তবাবু।"

"কী হয়েছে জয়ন্তর?"

"লেভেল ক্রশিং।"

"অসম্ভব। এই একটু আগেই তো সে আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলল। এরই মধ্যে সে লেভেস ক্রশিং-এ বলি হল! এরই মধ্যে পুলিশে খবর গেল! ব্যাপারটা কিন্তু খুবই রহস্যময়। পুলিশের এখন বক্তব্য কী?"

"আমাকে একবার স্পটে যেতে হবে। গিয়ে সনাক্ত করতে হবে জয়ন্তবাবুকে।"

"কেন, ওঁর বাড়ির কেউ নেই?"

উনি তো বিয়েই করেননি। আছে এক হতভাগা ভাগ্না। নাম কুণাল চৌধুরী। সে যে কখন কোথায় থাকে কেউ জানে না।"

আমি বললাম, "একেই বলে লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। ঘর নেই, সংসার নেই অথচ ব্যবসাবাণিজ্য করে কোটি কোটি টাকার মালিক হতে চান। এখন পরিণামে কী হল?"

অনুরাধা বললেন, "উনি ঘর-সংসার করেননি ঠিক কথা। কিন্তু জীবনটা ছিল

BanglaBook.org

ব্যাভিচারের। কাজেই টাকার প্রয়োজন ছিল। যাক, আপনি খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করুন। আমি একবার থানা থেকে ঘুরে আসছি।"

আমি বললাম, "আপনি একা নন, আমিও যাব আপনার সঙ্গে। ফোনটা আদৌ পুলশির নাও হতে পারে।"

অনুরাধার মুখ ঘেমে উঠল।

একটু পরেই এসে হাজির হল পুলিশের গাড়ি। পরিচিত একজন ইনসপেক্টর এসে বললেন, "আপনি রেডি আছেন ম্যাডাম?"

আমিও তখন যাবার জন্য তৈরি।

ইনসপেক্টর বললেন, "আপনি?"

আমি আমার পরিচয়পত্রটা দেখিয়ে দিলাম।

ইনসপেক্টরের নাম এ.পি. শর্মা। একটু ঠাণ্ডা মেজাজের লোক। বললেন, "তা আপনি এখানে কী ব্যাপারে এসেছেন?"

আমি বললাম, "আমি এদের এই পরিবারের একজন বন্ধু লোক। মিসেস সাহানি এবং জয়ন্ত বিশ্বাস দুজনের আমন্ত্রণেই আমি এখানে এসেছি। একটু চেষ্টা করে দেখি না যদি এদের কারও কোনও হদিশ পাই। এ ব্যাপারে আমি কি আপনাদের কাছ থেকে কোনও সাহায্য পেতে পারি?"

"পুলিশের সাহায্যের কোনও প্রয়োজনই আপনার হবে না মিঃ চ্যাটার্জী। হলে আপনি আসামাত্রই রিপোর্ট করতেন। আপনি এসেছেন সেই কোন ভোরে। হসুয়ার মোড়ে একটা প্যানিকও সৃষ্টি করে এসেছেন। এখন আর আপনার পুলিশের প্রয়োজন কী? তাছাড়া আপনার ডেথ ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়ে গেছে। এইমাত্র ডেঞ্জার গ্যাঙের লোকের ফোনে সে কথা আমাদের জানিয়ে দিল।"

"বাঃ! আমার ব্যাপারে এত নাড়িনক্ষত্র আপনারা জেনে ফেললেন অথচ একটি কুখ্যাত দল দিনের পর দিন এমন সব কাণ্ড করে যাচ্ছে, তাদের চাঁইগুলোকে আপনারা আজও ধরতে পারলেন না?"

"ধরতে পারলে তো ল্যাঠা চুকেই যেত। আমাদের আর চাকরি করার প্রয়োজন হত না।"

যাই হোক, পুলিশের সঙ্গে স্পটে গিয়ে দেখে এলাম জয়ন্তকে। আমি তো চিনতেই পারলাম না। না পারার কারণ আছে। এতদিনে ওর চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তবে অনুরাধা চিনতে পারল। লাশ সনাক্ত করার পর ফিরে এলাম দুজনে। গিয়েছিলাম পুলিশের গাড়িতে, আসতে হল রিকশায়।

দুপুর গড়িয়ে গেছে তখন। বাড়ির কাছাকাছি এসেছি হঠাৎই এক বিপর্যয়। পেছন থেকে কে যেন একটা মোটর বাইক নিয়ে সজোরে ধাক্কা দিতেই রিকশা থেকে ছিটকে পড়লাম আমি। সামনের একটি লাইটপোস্টে মাথাটা এমনভাবে ঠুকে গেল

BanglaBook.org

যে মুহূর্তের মধ্যে চোখে অন্ধকার দেখলাম। চারদিক থেকে অনেক লোকজন ছুটে এল বুঝতে পারলাম। কিন্তু...। কিছুক্ষণ বাদে আবার যখন ধাতস্ত হলাম তখন বুঝলাম আমার চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে ছিপলি।

আমি আস্তে করে বললাম, "মিসেস সাহানি...?"

"ওঁর কথা বলতে পারব না। বাড়ির সামনে আপনাকেই পেয়েছি আমরা।"

আমি একটু উঠে বসার চেষ্টা করতেই ছিপলি বলল, "এখনই নয়। ডাক্তার তেওয়ারি এসে আপনাকে দেখে গেলে তারপর।"

আমি উঠতে গেলাম বটে তবে মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। একটু পরেই ডাঃ তেওয়ারি এলেন। এসে ভালভাবে পরীক্ষা করে বললেন, "ভয়ের কিছু নেই। মাথাটা যে ফেটে যায়নি এই যথেষ্ট। কপালের কালসিটে পড়া ফোলা জায়গাটায় একটু বরফ ঘষে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। ব্যথা মরার ওষুধও লিখে দিচ্ছি কয়েকটা।"

ডাক্তারবাবু বিদায় নিলে উঠে বসলাম আমি। বললাম, "আঘাতের আকস্মিক ঘোরটা এখন কাটিয়ে উঠেছি। এবার বলো, মিসেস সাহানি কোথায়?"

ড্রাইভার জগদীশদা বললেন, "মনে হয় ওঁকে ওরা অপহরণ করেছে।"

আমি উঠে বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে জল দিয়ে এসে বললাম, "মিসেস সাহানির মুখে শুনেছিলাম ওরা মেয়েদের গায়ে হাত দেয় না। তাদের বিরক্ত করা পছন্দ করে না। এ তো দেখছি উল্টো ব্যাপার।"

ছিপলি বলল, "ওসব বাজে কথা। শয়তানের বাছবিচার আছে নাকি? তা ছাড়া এই প্রথম ওরা ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মতো একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পেয়েছে। তাই এখন ওদের হিতাহিত জ্ঞান নেই।"

আমি জগদীশদাকে বললাম, "আমাকে দু'একদিনের জন্য একটা মোটর বাইকের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?"

ছিপলি বলল, "কোনও দরকার নেই। আমার কাছে যেটা আছে এতেই কাজ হয়ে যাবে। আপনি একটু সুস্থ হোন।"

"আমি ঠিক আছি। আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না। ব্যথা মরার ওষুধ একটু আনিয়ে দাও দোকান থেকে। তারপর দেখছি।"

ততক্ষণে কে একজন ছিপলির নির্দেশে এক গেলাস গরম দুধ নিয়ে এল।

দুধ আমি খাই না। কিন্তু আজ যেন মনে হল খাওয়ার একটু প্রয়োজন আছে। তাই এক নিঃশ্বাসে শেষ করে দিলাম দুধটুকু। তারপর বললাম, "এবার তা হলে যাওয়ার জন্য তৈরি হও।"

ছিপলি বলল, "আমি তৈরিই আছি।"

ব্যথা মরার ওষুধ এলে আমি সেই ওষুধ খেয়ে যেখানে রিকশা থেকে পড়ে গিয়েছিলাম সর্বাগ্রে সেখানে এসে দাঁড়ালাম। জগদীশদাও এলেন আমার পিছু পিছু। আমি স্থানীয় দোকানদারদের জিজ্ঞেস করলাম অনুরাধা সাহানির ব্যাপারে কেউ কিছু

BanglaBook.org

বলতে পারে কিনা। আশ্চর্যের ব্যাপার! ওরা সবাই একজোটে বলল, কেউ নাকি কিছুই দেখেনি।

বাধ্য হয়েই এবার থানায় গেলাম। জগদীশদাই আমাকে গাড়ি করে থানায় নিয়ে গেল।

ইনসপেক্টর শর্মা আমাকে দেখেই বললেন, "এই খবরও পেয়েছি। আপনার রিকশায় মোটর বাইক নিয়ে ধাক্কা দিয়েছিল মহম্মদ নাসিম নামের এক দুষ্কৃতি। একটু আগে লোকটাকে দেখা গেছে বিহারশরীফের দিকে যেতে। তবে কোনওভাবেই পালাতে পারবে না ও। ধরা পড়বেই। এখন সমস্যা হচ্ছে অনুরাধা সাহানিকে নিয়ে। ওঁকে কিডন্যাপ করেছে কুণাল চৌধুরী। জয়ন্ত বিশ্বাসের ভাগনে।"

শুনেই উত্তেজিত হলাম। বললাম, "মাই গড। সর্বনাশ হয়ে যাবে তা হলে।" তারপর বললাম, "দেখুন, সাধারণ পুলিশ ইনসপেক্টর বলতে সকলের যা ধারণা আপনি কিন্তু তার ব্যতিক্রম। আপনার কাজের যা নমুনা তাতে মনে হচ্ছে আপনি এখানকার সফল অফিসার। আপনি একটু চেষ্টা করলে কিন্তু এদের চক্রকে ভেঙে দিতে পারেন।"

"সেজন্যই তো পটনার আই.জি. আমাকে পাঠিয়েছেন এখানে। বুড়ো ঘুঘুদের দিয়ে কাজ হবে না। এখানে দরকার ইয়ং জেনারেশনের লোক। আমি নিজের জীবন বাঁচিয়ে একটু একটু করে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তবে কিনা এই এলাকায় গুণ্ডাবাজিটা বেশি হলেও খুনখারাপি খুব কম। শুধু কয়েকটি পাকা মাথার চালে বড় বড় ব্যবসায়ীগুলো মরছে এক এক করে।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে। আপনি সচেষ্ট হন। আমিও চেষ্টা করে দেখি কতদূর কী করতে পারি। এখন যেভাবেই হোক, মিসেস সাহানি এবং রতনলালকে উদ্ধার করতেই হবে।"

আমি উঠে দাঁড়াতেই মিঃ শর্মা বললেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। জেনে রাখুন, এ ব্যাপারে পুলিশ কিন্তু নিষ্ক্রিয় নেই। যার জন্য হাই কমান্ডের নির্দেশে আমার এখানে আসা। তাছাড়া সত্যি বলতে কি, মিসেস সাহানিকে দেখার পর থেকে ওঁর প্রতি আমার এমন একটা সফ্‌ট কর্নার এসে গেছে যে তা কি বলব। ওরকম সুন্দরী মহিলা আমি দেখিনিই বলতে পারেন। তাই ওঁকে কেউ নির্যাতন করবে এ আমি সহ্য করব না। তবুও কী জানেন, কতকগুলো ক্ষেত্রে পুলিশের এমন একটা সীমাবদ্ধতা থাকে যাকে লঙ্ঘন করা যায় না। তাই আপনি আপনার কাজ করুন। আমি আমার কাজ করি। আর হ্যাঁ, আপনাকে একটা মোবাইল ফোন দিয়ে রাখছি। প্রয়োজনে এর মাধ্যমে আপনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। থানার এবং আমার কোয়ার্টারের দুটো ফোন নম্বরই আপনার কাছে থাক।"

পুলিশের এই সহযোগিতায় আমার মনোবল দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আমি ইনসপেক্টরের সঙ্গে করমর্দন করে জগদীশদার সঙ্গে ফিরে এলাম।

BanglaBook.org

আমাদের আসার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়েছিল ছিপলি। বলল, "থানায় গিয়ে কোনও কাজ হল বাবুদাদা?"

বললাম, "একটা কাজ হয়েছে। মিসেস সাহানির অপহরণকারীর নামটা জানতে পেরেছি।"

আবার ফণা তুলল ছিপলি, "কে সে?"

"কুণাল চৌধুরী।"

ছিপলির দু'চোখেই এবার আগুন। বলল, "এই শয়তানই তা হলে খুন করেছে জয়ন্তবাবুকে।"

"আর আমার রিকশায় মোটর বাইকে করে যে ধাক্কা মেরেছিল তার নাম মহম্মদ নাসিম।"

"নাসিম! ওটা মানুষ নয়, একটা পিশাচ। ওই কুণালবাবু শয়তানের সঙ্গে ওর এখন দোস্তি খুব। খোকার বাবার মুখে শুনেছি আকবরপুরে পাহাড়ের কোলে একটা পুরনো বাড়িতে এখন ওরা থাকে। এবার বুঝেছি এই চক্রটাই তা হলে করে বেড়াচ্ছে এইসব কাজ। এখন থেকে ওদের মরণ ঘণ্টা আমিই বাজাবো।"

"তুমি চেনো আকবরপুরের ঠিকানাটা?"

"ওখানে গিয়ে পৌঁছলেই আমি সব চিনে নেবো। আপনি শুধু আমাকে ঘণ্টাখানেক সময় দিন। একবার আমি বাড়ি থেকে তৈরি হয়ে আসি। আমার কালুয়াই ওদের সবাইকে খুঁজে বের করবে।"

ছিপলি আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে ও যে স্কুটারে চেপে এসেছিল সেই স্কুটারেই দ্রুত চলে গেল হসুয়ার দিকে।

আমি জগদীশদাকে বললাম, "ছিপলিকে বোধ হয় একা যেতে দেওয়া ঠিক হল না। আপনি যেভাবেই হোক আমাকে একটা স্কুটার অথবা মোটর বাইকের ব্যবস্থা করে দিন।

"আমার আছে। আমারটাই নিয়ে যান আপনি। তা আমি বলছিলাম কি গাড়ি যখন আছে তখন...।"

"গাড়িটা রিজার্ভে থাক। এখানকার ফোন নম্বর আমি টুকে নিয়েছি। প্রয়োজনে জানাব। মিসেস সাহানিকে উদ্ধারের জন্য হয়তো এমন সব জায়গায় আমাদের যেতে হবে যেখানে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার অসুবিধা।"

জগদীশদা একটা হিরো হোন্ডাই নিয়ে এলেন। আমি তাতে চেপে ভয়ঙ্কর কুৎসিত রাজপথ ধরে এগিয়ে চললাম হসুয়ার দিকে। একসময় পৌঁছেও গেলাম। কিন্তু কোথায় ছিপলি? ছিপলি তো নেই।

ছিপলির বদলে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কুশাই শয়তানটা। বলল, "কী বাবুজি! এ বাড়ির মায়া যে ছাড়তে পারছেন না দেখছি।"

আমি কঠিন বলায় বললাম, "ছিপলি কোথায়?"

"আরে বাবু! ছয়লা বাবু। ছিপলি কি আমার কেউ যে বলে দেবো সে

BanglaBook.org

কোথায়?"

"এই রাতদুপুরে তুমি এখানে কী করতে এসেছিলে?"

"আমি তো আপনারই মতো ছিপলির খোঁজে এসেছিলাম। রতনলাল ওকে একবার শেষবারের মতো দেখতে চাইছে। তা এসে দেখছি ঘরে তালা। ভেবেছিলাম ওর বাচ্চাটাকেও নিয়ে যাব। বাচ্চাটাকে কোথায় সরালেন চালাকি করে?"

"ওসব বাজে কথা রেখে বলো ছিপলি কোথায়?"

"ধীরা আর ভীরা হয়তো ওকে নিয়ে গেছে রতনলালের কাছে। না হলে আর কেউ নিয়ে গেছে।"

এমন সময় হঠাৎই কুকুরের ডাক চরমে উঠল। সেই কালো দেশি কুকুরটা। সকালে যেটা উঠোনে শুয়েছিল। এই তা হলে ছিপলির কালুয়া।

কুকুরটা এসে আগে আমার গা-পা শুঁকতে লাগল। তারপর কুশাই-এর দিকে তাকিয়ে শুরু করল ভীষণ চেঁচামেচি।

কুশাই-এর হাতে দেশি রিভলভার। ও সেটা আমার দিকে তাগ করে বলল, "বাঙালিবাবু, আজ আর আপনার নিস্তার নেই। আগে এই কুকুরটাকে মারব। তারপর আপনাকে।"

ওর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী যন্ত্র আমার কাছে আছে। আমি সেটা বের করার মুহূর্তেই ও বলল, "না না। একদম নয়। দিন আর রাত্রি কখনও এক হয় না বাবুজি। আজ সকালের কথাটা চিন্তা করুন। আপনি কি আমাকে পকেটে হাত ঢোকাতে দিয়েছিলেন?" বলেই রিভলভারটা তাগ করল আমার দিকে। বলল, "না। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। শুরুটা আপনাকে দিয়েই করা যাক।"

আমি হেসে বললাম, "তবে তাই হোক বিহারীদাদা।" বলে এমন একটা লাথি ঝাড়লাম অতর্কিতে যে ট্রিগারে চাপ দেওয়ার আগেই পা মচকে পড়ে গেল সে। আর সেই সুযোগে ওর রিভলভার ধরা হাতটিকে পা দিয়ে চেপে ধরলাম আমি।

খসে পড়ল রিভলভার।

এবার ও-ও প্রচণ্ড ঘুর্ণিতে নিজেকে মুক্ত করে উঠে দাঁড়াতেই ওরই রিভলভারের নল দিয়ে আঘাত করলাম ওর মাথায়। চাপ পেয়ে গুলিটা ছিটকে দেওয়ালের গায়ে গিয়ে লাগল।

রক্তাক্ত কুশাই ছটফট করতে লাগল মাটিতে পড়ে।

আর এমনই এক নাটকীয় মুহূর্তে ঝড়ের বেগে যে এসে হাজির হল তাকে দেখেই কালুয়া ছুটে এসে তার পায়ে লুটোপুটি খেতে লাগল।

কুশাইও আঁতকে উঠল তাকে দেখে। চোখ দুটো কপালে উঠিয়ে বলল, "রতনলাল! তু আভিতক জিন্দা হ্যায়?"

রতনলাল সজোরে ওর মুখে একটা পদাঘাত করে বলল, "হ্যায়।"

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবুজি, আপনি কে আছেন?"

BanglaBook.org

আমি ওকে সংক্ষেপে আমার পরিচয় দিয়ে বললাম, "আমি তোমারই সন্ধানে এসেছিলাম। এখন তুমি ফিরে আসায় আমার দুশ্চিন্তা দূর হল। তবে এই মুহূর্তে ছিপলির খুব বিপদ। ধীরা আর ভীরা ওকে কিডন্যাপ করেছে। তাছাড়া কুণাল চৌধুরী নামে এক শয়তান কিডন্যাপ করেছে মিসেস সান্যালকে।"

উত্তেজিত রতনলাল বলল, "আমার বাবুয়া। বাবুয়া কোথায়?"

"বাবুয়ার জন্য চিন্তা কোরো না। ও নিরাপদ জায়গাতেই আছে।"

কিন্তু বাবুজি, ধীরা আর ভীরা ছিপলিকে কিডন্যাপ করবে কী করে? আমি যে নিজে হাতে ওদের দুজনকে রেল লাইনে শুইয়ে দিয়ে এসেছি। ওরা জোর করে আমাকে দিয়ে কোর্টের কাগজে সই করিয়ে নিয়েছে। তারপর যখন নওয়াদা আর তিলাইয়ার মাঝের স্টেশন ছাতারে আমাকে লেভেল ক্রসিং-এ বাঁধতে এসেছিল আমি তখন ওদের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম একবার আমার বউ বাচ্চাকে দ্যাখবার জন্য। তা ওরা ছিপলিকে আনবার জন্য কাকে যেন পাঠায়। আর সেই সুযোগে আমি ওদের দুজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমার দুটো হাতই দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। তবুও ওদের অন্যমনস্ককায় আমি এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ি ওদের ওপর যে দুজনেই মুখ থুবড়ে পড়ে যায় লাইনের ওপর। সেই সুযোগে আমি লাইনে ঘষে আমার দড়ি আলগা করে দুদিকের লাইনে ওদের দুজনকে গলার সঙ্গে ফাঁস লাগয়ে বেঁধে দিই। তারপর হাত দুটোকে এমনভাবে জখম করে দিই যাতে ওই দড়ি খুলে ওরা পালাতে না পারে। এমন সময় একটা মালগাড়ি এসে...। আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের মৃত্যু দেখে এসেছি বাবু। এই কদিনে চিনে নিয়েছি এদের সবাইকে মাত্র জনা কয়েক লোকে এতদিন ধরে এই সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। আর এদের হয়ে কাজ করছে এই কুশাই শয়তান, মহম্মদ নাসিম, ধীয়া আর ভীরা। এদের চালনা করে গোপীচাঁদ গুপ্তা, জয়ন্ত বিশ্বাসের মতো লোকেরা। আরও যে দু'একজন নেই তা নয়। হাজিপুরের ওঙ্কারমল জেঠিয়ার নামও শোনা গেছে। সেদিন বিহার শরীফে আমার বাবুকে ওরা যখন মুখে কাপড় বাঁধা অবস্থায় আক্রমণ করল আমি তখনই কয়েকজনকে চিনে ফেলেছি। তাই থানায় খবর দেবো বলে গাড়ি নিয়ে যখন পালিয়ে আসছি তখনই ধীরা ভীরা আর এই কুশাই শয়তানটা আমার পেছু নেয়। ধীরা আর ভীরাকে আমি মেরেছি। এখন এই কুশাই শয়তানটাকেও শেষ করব বলেই ওর বজ্রবাহু দিয়ে কুশাই-এর গলাটাকে এমনভাবে চেপে ধরল যে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে এল ওর। কুশাই-এর আর্তনাদ করারও আর শক্তি রইল না।

এরই মধ্যে রতনলাল কয়েকগাছা মোটা দড়ি এনে বাড়ির উঠোনে একটি গাছের সঙ্গে ওকে আস্টেপিস্টে বেঁধে ওর দুটো পায়ের হাড়ে মোটা একটা কাঠ দিয়ে এমনভাবে জখম করল যে ওই অবস্থায় কারও সাহায্য ছাড়া কোনওমতেই সে পালাতে পারবে না।

কাজ শেষ হলে রতনলাল বলল, "আমি ছিপলির খোঁজে যাই। ওরা নিশ্চয়ই

BanglaBook.org

ওকে গোপীচাঁদের মহলে নিয়ে যাবে।"

"কারা নিয়ে যাবে? ধীরা আর ভীরাকে তো তুমি নিজে হাতে শেষ করে দিয়েছ।"

"জানি না। আর কাউকে তো চিনি না আমি।"

"এই কদিন তুমি কোথায় ছিলেন?"

"গোপীচাঁদের গুদাম ঘরে। আমি আবার ওখানেই ফিরে যাচ্ছি বাবু। আপনি একটু এদিকে নজর রাখুন।" বলেই কুশাই-এর সেই দেশি রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়ে ওর পকেট হাতড়ে কতকগুলো গুলি বের করে ঝড়ের বেগে উধাও হয়ে গেল রতনলাল।

এই মুহূর্তে আমি যে কী করব কিছু ভেবে পাচ্ছিলাম না। মোবাইল ফোনে থানার সঙ্গে একবার যোগাযোগ করবার চেষ্টা করলাম কিন্তু লাইন পেলাম না। অথচ মন পড়ে আছে আমার কুণাল চৌধুরীর দিকে। শয়তানটা মিসেস সাহানিকে যে কোথায় নিয়ে গেল তা কে জানে? আকবরপুরই বা এখান থেকে কতদূর? রাত বেশি নয়। তবু পাহাড় জঙ্গলের দেশ বলে চারদিক নিঝুম হয়ে আসছে। এমন সময় বাড়ির সামনে স্কুটারের শব্দ শুনে উঠোন পেরিয়ে বাইরের দরজার কাছে এলাম।

কালুয়াটাও ঘৌ ঘৌ করে ছুটে গেল।

একেবারে সম্পূর্ণ আদিবাসী সাজে সজ্জিতা হয়ে তীর কাঁড় নিয়ে রণং দেহি মূর্তিতে স্কুটার থেকে নামল ছিপলি। তারপর দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, "একি! আপনি এখানে এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?"

"আমি যে তোমারই প্রতীক্ষা করছি। কিন্তু তোমার এত দেরি কেন?"

"দেরি হল আপনারই জন্য। আমি নওয়াদা থেকে রওনা হয়েই নিমপুরায় এক আদিবাসী পল্লীতে গিয়ে ওদের সাহায্য চাই। ওরা এতক্ষণে দলবল নিয়ে আকবরপুর ঘিরে ফেলেছে। ওদেরই কাছ থেকে তীর কাঁড় জোগাড় করে নওয়াদায় ফিরে গিয়ে শুনি আপনি আমার নিরাপত্তার কারণে এখানে এসেছেন।"

"ভাগ্যে এসেছিলাম। না এলে যে কী হত তা কে জানে? তুমিও যদি পথে দেরি না করতে তা হলে তোমারও বিপদ হত। ওইরকম একটা সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই তোমাকে অনুসরণ করেছিলাম আমি। দেখবে তার নমুনা? ভেতরে এসো।"

ছিপলি আমার সঙ্গে উঠোনে পা দিয়েই আধো অন্ধকারে গাছে বাঁধা কুশাইকে দেখে চমকে উঠল। বলল, "এ কী কাণ্ড!"

"তোমার জন্যে আরও ভাল খবর আছে।"

ছিপলি উল্লসিত হয়ে বলল, "কীরকম!"

"রতনলাল ফিরে এসেছে।"

"সত্যি বলছেন বাবুদাদা! কই! কোথায় সে?"

"ধীরা আর ভীরাকে বধ করে সে গেছে গোপীচাঁদের বদলা নিতে। এই কদিন গোপীচাঁদের গুদামঘরেই সে ছিল। তুমি না আসায় এই কুশাই শয়তানটার মুখে

BanglaBook.org

তোমার ব্যাপারে শুনে ও তার মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি।"

"কেন ওকে যেতে দিলেন বাবুদাদা। ও একা। ওরা অনেকজন।"

"ওকে ধরে রাখার সাধ্য আমার ছিল না। তবে জেনে রেখো ও কিন্তু তৈরি হয়েই গেছে। ওদেরই অস্ত্রে ওদের সবাইকে বধ করবে ও।"

শুধু তীর কাঁড় নয়, ধারালো একটা ছোরাও ছিল ছিপলির কাছে। ও সেটা কুশাই-এর পেটে ঠেকিয়ে বলল, "তোদের খেলা তো এবার শেষ। এখন বল আমার রাধা দিদিমণিকে নাসিম কোথায় নিয়ে গেছে?"

কুশাই-এর এখন কথা বলারও শক্তি নেই। তবু বলল, "ওই ব্যাপারে আমি কিছুই জানিনা।"

"আকবরপুরের বাড়িতে এখন কারা থাকে?"

"ওখানে ওঁকে নিয়ে যাবে না।"

"তা হলে কোথায় নিয়ে যেতে পারে?"

"কাকোলাতের জঙ্গলে চৌমুখ পাহাড়ের গুহায় খোঁজ নিয়ে দেখতে পারিস। ওখানে না পেলে ওর আশা ছেড়ে দে?"

ছিপলি এবার খুবই ব্যস্ততার সঙ্গে আমাকে বলল, "আর তা হলে দেরি নয়। চলুন যাওয়া যাক।"

ছিপলি ওর কালুয়াকে স্কুটারে বসিয়ে নিল।

আমি চেপে বসলাম হিরো হোন্ডায়।

হসুয়া থেকে রাজপথ বিভক্ত হয়ে নানাদিকে চলে গেছে। তবুও পাহাড়ি এলাকা বলে জনবসতি কম। একটি পথ চলে গেছে রাজগীর হয়ে বিহার শরীফ। একটি গয়া এবং আর একটি পথ হাজারিবাগ ও রাঁচির দিকে। আমরা যাচ্ছি আকবরপুর হয়ে কাকোলাতের জঙ্গলে। নওয়াদার আগেই আমরা ডানদিকে বাঁক নেবো। ভয়াবহ জঙ্গল ও জলপ্রপাতের জন্য বিখ্যাত কাকোলাত। আর চৌমুখ পর্বত হল জঙ্গীদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আকবরপুরে পৌঁছে গেলাম। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আদিবাসী এবং পুলিশে গোটা জায়গাটা ঘিরে ফেলেছে। পুলিশ বাড়ি বাড়ি ঢুকে তল্লাশী করছে। কিন্তু কুণাল চৌধুরী বা নাসিমের কোনও পাত্তা নেই। তবে যে গাড়িতে করে মিসেস সাহানিকে অপহরণ করা হয়েছিল সেই গাড়িটির সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। শীর্ণ একটি নদীর ধারে পড়ে আছে গাড়িটা। সেখান থেকে মিসেস সাহানির একটি ব্যাগ ও একপাটি জুতোও পাওয়া গেছে।

ছিপলি ওর দলের কয়েকজনকে ডেকে চৌমুখ পাহাড়ের ব্যাপারটা জানিয়ে বলল, "তোমরা এদিক দ্যাখো। আমরা জঙ্গলে যাচ্ছি। কাল সকালের মধ্যে আমরা ফিরে না এলে দিনের আলোয় তোমরা ঘিরে ফেলবে কাকোলাতের জঙ্গল।"

ওরা ওকে এগিয়ে যেতে বলে তোলপাড় করতে লাগল এখানকার পরিত্যক্ত

BanglaBook.org

জায়গাগুলো।

আমরা কাকোলাতের কাছাকাছি এসে এক জায়গায় একটি ঝোপের মধ্যে স্কুটার ও হিরো হোন্ডাকে লুকিয়ে রেখে জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। উঃ কী ভীষণ জঙ্গল। এই জঙ্গলে মোটর কেন, স্কুটার নিয়েও ঢোকা যেত না।

ছিপলি বলল, "আপনি কিন্তু খুব সাবধানে আসবেন বাবুদাদা। এই জঙ্গল হিংস্র জঙ্গি ও জানোয়ারে ভর্তি। কাঠুরিয়ারাও দিনমানে এখানে আসতে ভয় পায়।"

আমি বললাম, "আমরা সতর্ক। তার ওপর তোমার হাতে আছে তীর কাঁড়, আমার হাতে পিস্তল। এতএব—"

হঠাৎই এক হাতে আমার মুখ চেপে ধরল ছিপলি।

দেখলাম বিপদের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই কিছু আছে এখানে। কালুয়াটাও আগে আগে চলছিল। দারুণ ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়াল সেও।

ছিপলি আমাকে ইঙ্গিতে দূরের দিকে তাকাতে বলল। দেখলাম দু তিনটি বড় ভালুক কতকগুলো ছোট ছোট বাচ্চাকে নিয়ে কোথায় যেন চলেছে। ঠিক মনে হল যেন কালো কম্বলে মোড়া কতকগুলো বল গড়িয়ে চলেছে চোখের সামনে দিয়ে।

সেগুলো বিদায় নেওয়ারও অনেক পরে আবার রওনা হলাম আমরা। খানিক যাওয়ার পরই ভীষণদর্শন এক পর্বতের পাদদেশে এসে পৌঁছলাম।

ছিপলি বলল, "এই চৌমুখ পর্বত। এর চারটি মাথা। কাকোলাতের ঝরনা পাহাড়টা আমরা বাঁদিকে ফেলে এসেছি। এখন আমরা লক্ষ্যস্থলে। সমতলের মানুষদের পক্ষে এই পাহাড়ে ওঠা খুবই কষ্টকর। কেননা অসম্ভব খাড়াই।"

ছিপলির কথাই ঠিক। খানিক ওঠার পরই দম বন্ধ হয়ে এল।

হঠাৎই কী দেখে যেন প্রাণান্ত একটা চিৎকার করে উঠল কালুয়া। আমরা দেখলাম ছোট সাইজের একটা চিতাবাঘ পথ রোধ কর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সামনে। কথায় বলে সাপের লেখা আর বাঘের দ্যাখা। বাঘটা কালুয়াকে লক্ষ্য করে একটা ঝাঁপ দিতেই অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করল ছিপলি। বাঘের চোয়াল ভেদ করে মাথা ফুঁড়ে বিদ্ধ হল ওর নিক্ষিপ্ত তীরটা।

এই বিপর্যয়ে পাহাড়ও জেগে উঠেছে। আমরা দূর থেকেই দেখলাম অন্ধকার একটা গুহার মুখে জ্বলে উঠল চার পাঁচটা মশালের আলো।

ছিপলি আমাকে হাতের ইশারায় এগোতে বলে কালুয়াকে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল গুহার দিকে।

হঠাৎই পর পর কয়েকটি গুলির শব্দে চমকে উঠল জায়গাটা।

ছিপলি আমাকে ভয় পেতে বারণ করল। বলল, "একদম ভয় পাবেন না। ওরা ফাঁকা আওয়াজ করে ভয় দ্যাখাচ্ছে আমাদের।" তারপর বলল, "আমাদের উপস্থিতি ওরা টের পেয়েছে, তাই এ পথে নয়। যেদিকে পথ নেই সেদিক দিয়েই যেতে হবে এবার।" বলে পায়ে চলা পথ ছেড়ে শাখামৃগর মতো জঙ্গলের গাছপালা ধরে যেতে

BanglaBook.org

লাগল।

প্রচণ্ড অসুবিধা সত্ত্বেও আমিও ওই পথই অবলম্বন করলাম।

হঠাৎই কী যে হল! একটি গাছের ডাল ভেঙে হড় হড় করে ক্রমশ খাদের দিকে গড়িয়ে চলল ছিপলি। ওর কণ্ঠস্বর থেকে একটা চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল, "বা-বু-দা-দা-আ।"

সেই মহান্ধকারে কোথায় খুঁজে পাবো ওকে ? কীভাবে উদ্ধার করব? তবে কালুয়া ঘৌ ঘৌ ডাক ছেড়ে ওর খোঁজে নেমে চলল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে।

আমার গোয়েন্দাগিরির জীবনে এমন বিপজ্জনক অভিজ্ঞতা এই প্রথম। এখানে আমার কোনও বুদ্ধিই কাজ করছে না। ঘটনার গতিই হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে।

শত্রুপক্ষের ওরা এবার আর্তনাদ শুনে এদিকে নজর দিল। দেখলাম প্রায় চার পাঁচজন বন্দুকধারি নিমেষে এগিয়ে এল এদিকে। টর্চের আলো ফেলে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে লাগল আমাদের। আমি কোনওরকমে বড়সড় একটি পাথরের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বাঁচলাম।

একসময় ওরা নেমে এল। তারপর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামার চেষ্টা করতেই পড়ে গেল কালুয়ার পাল্লায়। বুঝলাম কুকুরে মানুষে দারুণ ঝটাপটি শুরু হয়েছে সেখানে। এই সুযোগে আমি আর আক্রমণের পথে না গিয়ে যেমন এগোচ্ছিলাম তেমনভাবে এগিয়ে পাহাড়ের একটি উঁচু জায়গায় পৌঁছলাম। সেখান থেকে দেখলাম বড় একটি গুহামুখের সামনে একজন বেঁটেখাটো লোক একটি বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। একপাশে একটি মশাল জ্বলতে থাকায় জায়গাটা বেশ আলোকিত।

আমি সন্তর্পনে সেখানে নেমে এসে পেছনদিক থেকে লোকটাকে আক্রমণ করতে যেতেই ঘুরে দাঁড়াল সে। বলল, "হ্যান্ডস আপ।"

ততক্ষণে আমার পিস্তলের গুলি ওর বুকে লেগেছে।

হাত থেকে বন্দুক ছিটকে পড়ল লোকটির। আমি ওর কাছে গিয়ে বললাম, "মিসেস সাহানিকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস?" ও প্রথমটায় খুব হকচকিয়ে গেল। তারপর যন্ত্রনাকাতর গলায় ভয়ে ভয়ে বলল, 'গুহার ভেতর।"

আমি মশালটা হাতে নিয়ে অন্ধকার গুহার ভেতর ঢুকে দেখলাম কোথায় কে? তাই দ্রুত বেরিয়ে এসে লোকটাকে বললাম,"উনি তো নেই।"

"হ্যাঁ আছেন। ভাল করে দেখুন। আমার নজর এড়িয়ে উনি যেতেই পারেন না।"

আমি আবার ঢুকে দেখলাম কোথায় কে?

রাগে তখন আমি অন্ধ হয়ে গেছি। মশালের আগুনে ওর মুখে একটু ছ্যাঁকা দিয়ে বললাম, "এবারে বল।"

"কী করে বলব? তা হলে সুযোগ বুঝে নিশ্চয়ই পালিয়েছেন। গুহার পেছনদিকে একটু ...।"

BanglaBook.org

আমি আবার গুহায় ঢুকে দেখি এক জায়গায় সত্যিই একটি আলগা পাথরের গায়ে অল্প একটু ফাঁক আছে। একজন মানুষ বোনওরকমে গলে পালাতে পারে। মিসেস সাহানি নিশ্চয়ই এই পথেই পালিয়েছেন। আমি আরও একটা পাথর সরিয়ে সেইপথেই এগিয়ে চললাম। এইভাবে আমি চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে একটা চাপা আর্তনাদ শুনে থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম খাদের মতো একটা গর্তের ভেতর থেকে ভেসে আসছে শব্দটা। বুঝলাম অন্ধকারে পথ চলতে গিয়ে এখানেই বিপদটা ঘটিয়ে বসেছেন মিসেস সাহানি।

আমি একটি লতা ধরে কোনওরকমে মশাল হাতে লাফিয়ে নামলাম সেই গর্তের ভেতর। দেখলাম যা ভেবেছি তাই। মিসেস সাহানিই বেটপকে পড়ে আছেন সেখানে।

আমি যেতেই কেমন যেন ভয়ে আতঙ্কে জড়সড় হয়ে উঠলেন তিনি।

বললাম, "মিসেস সাহানি! আমাকে দেখে ভয় পাবেন না। আমি অম্বর চ্যাটার্জ্জী। আপনার বিপদ কেটে গেছে।"

মশালের আলোয় দেখলাম দ্রুত পতনের ফলে ওঁর গা হাত পা ছড়ে গেছে। কপালের একটা পাশও কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে চুঁয়ে চুঁয়ে। বললাম, "উঠে দাঁড়ানোর যদি শক্তি থাকে তা হলে আমাকে ধরে উঠুন। চলুন ওই লতাটা ধরে গর্তের বাইরে যাই।"

অনুরাধা আমাকে ধরে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "নাঃ থাক। এই রাতে আজ আর কোথাও যাওয়া নয়। কাল সকালে আলোয় ভুবন ভরে উঠলে তখনই বরং পথ চিনে যাওয়া যাবে। হিংস্র মানুষ এবং হিংস্র জন্তুরা তখন পথের বাধা হবে না। আমরা সহজেই চলে যেতে পারব।"

মশালের আলোয় অনুরাধার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমিও। ওঁকে দেখে আমার দু চোখে যেন পাতা পড়ল না। সত্যি! উনি কত সুন্দর।

আমরা গর্তের মধ্যে দুজনে মুখোমুখি বসে গল্প করেই কাটালাম। ছিপলির সহচার্য, রতনলালের ফিরে আসা সব বললাম অনুরাধাকে। উনিও মন দিয়ে সব শুনলেন।

অনেক— অনেক পরে কালুয়ার ডাক শুনতে পেয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সেইসঙ্গে ছিপলির কণ্ঠস্বর, "বাবুদাদা তুমি কোথায়?"

আমি সাড়া দিলাম, "আমরা এখানে।"

আমার মশালের আলো তখন নিভে গেছে।

ছিপলিই এবার মশাল নিয়ে এগিয়ে এল। গর্তের ওপর ঝুঁকে পড়তেই বললাম, "তোমার রাধা দিদিমণিও এখানেই আছেন!"

"আর ওখানে থাকবার দরকার নেই। উঠে আসুন।"

আমরা কোনওরকমে গর্ত থেকে উঠে আবার সেই গুহার কাছে এলাম।

BanglaBook.org

গুলিবিদ্ধ সেই লোকটাকে সেখানে দেখলাম না।

ছিপলি বলল, "যাকে খুঁজছেন সে নেই। লোকটা মরেছে। ওকে টেনে হিঁচড়ে ফেলে দিয়েছি খাদের ভেতর। এখন ও বাঘের খাদ্য হোক।"

দুষ্কৃতীদের গুহায় কতকগুলো সজারু রাখা ছিল। ছিপলি সেগুলোকেই আগুনে ঝলসে খাওয়ার উপযোগি করে ফেলল। তেল নুন মশলা চাল আটারও ব্যবস্থা ছিল অন্য একটি গুহার স্টোর রুমে। কাছেই কাঠের জ্বালে গরম রুটি আর মাংস জমে উঠল ভালভাবেই।

আমি অনেক চেষ্টার পর থানার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে পারলাম। ইতিমধ্যে রতনলালের বক্তব্য অনুযায়ী সবাইকেই প্রায় গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

আমি অনুরাধাকে বললাম, "আমার একার গোয়েন্দাগিরিতে নয়, সকলের প্রচেষ্টাতেই ধরা পড়ল গ্যাঙটা। তাই আমার কাজ কিন্তু শেষ।"

অনুরাধা বললেন, "এবার আপনার পরিশ্রমের টাকাটা দিয়ে দিতে পারলেই আমারও ছুটি।"

"মিসেস সাহানি ওই টাকা নেওয়ার কোনও নৈতিক অধিকারই আমার নেই। কারণ এখানে যা কিছু হয়েছে তা সকলের সমবেত প্রচেষ্টায়। আমার একার চেষ্টায় নয়। আপনার যা দেবার তা বরং আপনি উজাড় করে এই ছিপলিকেই দিয়ে যান।"

ছিপলি বলল, "যে জিনিস উনি হেলায় ফেলে যাচ্ছেন সে জিনিস কখনও আমি নিতে পারি? আমার জীবনের নৌকাটা ছোট। জাহাজের মাল এতে ধরবে কেন?"

অনুরাধা ম্লান হেসে বললেন, "সবার সবকিছুই তো পড়ে থাকবে একদিন। সাজাহানও পারেননি তাঁর স্বপ্নের শতদল তাজমহলকে স্বর্গে নিয়ে যেতে। তাই যার যতটুকু ক্ষমতা ততটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।"

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, "আপনি তা হলে কবে যাচ্ছেন উত্তরপ্রদেশে?"

অনুরাধা মুখে প্রশান্তি এনে বললেন, "দেখি কবে যাই।"

"আপনার বিহারীলাল দেখছি সত্যই ভাগ্যবান। এতদিনে তিনি আপনার মতো সুন্দরীর কৃপা পেতে চলেছেন।"

ছিপলি সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে বলল, "ছিঃ ছিঃ। ও কথা বলবেন না বাবুদাদাভাই। ওঁর বিহারীলালের কাছে সুন্দর অসুন্দর নেই।"

"তার মানে?"

"আপনি কী বুঝেছেন জানি না। ওর বিহারীলাল হলেন উত্তরপ্রদেশের বুকের ওপর যমুনা যেখানে বয়ে চলে সেই মধু বৃন্দাবনের বিহারীলাল। সবাই যাকে বাঁকেবিহারী বলে ডাকে। তাঁর শ্রীমন্দিরে ঝাঁকিদর্শনে যায়। খুব ছোটবেলায় একজন জ্যোতিষের মুখে ওঁর বৈধব্যযোগের কথা শুনে ঠাকুরমা বাঁকেবিহারীর ছবির সঙ্গে রাধাদিদিমণির বিয়ে দেন। ঠাকুমা বলেছিলেন, জীবনে কখনও চরম বিপর্যয় ঘনিয়ে

BanglaBook.org

এলে অন্যকারও কাছে নয়, ওই বিহারীলালের চরণেই নিজেকে নিবেদন করিস। আহা! কী অপূর্ব মূর্তি তাঁর। দিদিমণির দয়ায় আমিও বৃন্দাবনে গিয়ে দর্শন করে এসেছি তাঁকে। ওখানে দিদিমণির স্বামী দিদিমণির জন্যে সুন্দর একটি বাড়িও তৈরি করে দিয়েছেন।"

এই কথা শোনার পর আমার মুখ দিয়ে আর কথা বেরলো না। বুঝলাম মেয়েরা শুধুই মেয়ে নয়। তারা মাতৃপ্রতিমা। তাদের মহামায়ার কতটুকুই বা আমরা উপলব্ধি করতে পারি?

পরদিন সকালে পুলিশের সাহায্য নিয়েই আমরা ফিরে এলাম নওয়াদায়। রতনলালও এসেছিল ছিপলিকে নিতে। সেই ঝোপে রাখা স্কুটার ও হিরো হোন্ডাটা নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব রতনলালই নিল। রতনলালকে দেখে যে কী খুশি হল ছিপলি তা বলবার নয়।

নওয়াদায় ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরেই এমন একটা ফোন এল যাতে আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। রিসিভার তুলতেই শুনে পেলাম, "হ্যালো এ.সি। কেমন আছিস? আমি জয়ন্ত বলছি।"

আমার মুখ দিয়ে প্রথমে কথা সরল না। পরে বললাম, "তুই তো মৃত।"

"ডেঞ্জার গ্যাঙ ভেঙে গেলেও আমি যে গডফাদার। আমি কি মরতে পারি? আমার অপদার্থ ভাগ্না কুণালটাকেই মরতে দেখেছিস তোরা। ওকে অনেকটা আমারই মতো দেখতে তো, তাই চিনতে ভুল করেছে সবাই। ওটা ইদানিং আমাকেই ব্ল্যাকমেল করছিল। তাই আমিই ওকে সরিয়ে দিলাম। ভেবেছিলাম সাহানির মৃত্যুর পর মিসেস সাহানির সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলব কিন্তু সেখানেও আমি হেরে গেলাম। ওর দর্পচূর্ণ করবার জন্য ওকে কুণাল সেজে কিডন্যাপও করলাম। কিন্তু তোদের চক্রজাল আমাদের পুরো দলটাকে এমনভাবে ঘিরে ফেলবে তা ভাবতেও পারিনি। এইমাত্র ওঙ্কারমল জেঠিয়াকে খুন করে আমি তোকে ফোন করছি। যাই হোক, একটা কথা জেনে রাখ, ওই যে কথায় আছে না পাপ বাপকেও ছাড়ে না। আমিও তাই পার পেলাম না। কদিন আগে ডাক্তার জানিয়েছে আমার ব্রেন ক্যানসার। আপাতত আমি এ রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যের দিকে চলে যাচ্ছি। বিদায় বন্ধু বিদায়—।"

আমি আস্তে করে ফোনটা নামিয়ে রাখলাম।

অনুরাধা বললেন, "গলাটা খুব চেনা মনে হল। কে ফোন করেছিল আপনাকে?"

আমি হেসে বললাম, "এক নিঠুর দরদী।"

অনুরাধা আমার কথার অর্থ না বুঝে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। ওঁর চোখের কোল দুটি ভেজা ভেজা।

আজই রাতের গাড়িতে আমারও প্রত্যাবর্তন।

BanglaBook.org